উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৮,১৪৮.৪৯ (-৫০.৬২)
নিফটি : ২৩,৬৮৮.৯৫ (-১৮.৯৫)

আপ-কে সমর্থন তৃণমূলের
জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। » ৭

আজ থেকে গঙ্গাসাগরমেলা
বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগরমেলা। মুখ্যমন্ত্রী বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৪°	২৪°	২৪°
সর্বনিম্ন	১২°	১১°	১১°	১২°

আমার আসল বয়স কম, দাবি মমতার » ৫

২৪ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 9 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 231

৯ রিখটার মাত্রার ভূমিকম্প ওঁত পেতে পাহাড়ে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সদ্য ভূমিকম্প তিব্বতের ক্ষতি করেছে বলে নিশ্চিন্তে থাকার জো নেই। হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলিতে বিপদ ওঁত পেতেই আছে। ভারতে সেই বিপদ কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত আড়াই হাজার কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। ভবিষ্যতে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তেমন বড় ভূমিকম্প হলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ব্যাপক ধস নামার আশঙ্কা ষোলোআনা। অথচ পাহাড়জুড়ে এখন বহুতলের ছড়াছড়ি। যা ভূমিকম্পের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিমালয় থেকে অনেক দূরে থাকলেও স্বস্তি নেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসীরও। কলকাতায় মাটির নীচে সাড়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার অবধি রয়েছে পলিমাটি ও বালির স্তর। মাটির অল্প নীচে রয়েছে জলস্তরও। ভূমিকম্পের ফলে সেই জল ও মাটি কাদায় পরিণত হয়ে চোরাবালির মতো কাজ করবে। উঁচু বাড়ি মাটিতে ঢুকে যাবে অথবা হেলে যাবে।

দুই ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ সুপ্রিয় মিত্র ও শংকর নাথ জানিয়েছেন,

তিব্বতে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর।

প্রতিবছর ইন্ডিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ২২ মিলিমিটার করে ঢুকে যাচ্ছে বলে দুই প্রান্ত থেকে হিমালয়ের ওপর প্রবল চাপ তৈরি হচ্ছে। ভূমিকম্পের আগাম দিনক্ষণ বলতে রাজি নন বিশেষজ্ঞরা। শংকর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেও আদতে খড়্গপুর আইআইটির ভূ-বিজ্ঞানী।

সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতার অধ্যাপক। শংকরের বক্তব্য, ভূমিকম্পে কেউ মরে না, বাড়িঘর ধসে মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ নিয়ম না মেনে আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে পাহাড়ি এলাকাতেও। সুপ্রিয়ের মতে, বাড়ি তৈরির সরকারি আইনকানুন যথেষ্ট কড়া হলেই মানুষকে বাধ্য করা যাবে ভূমিকম্পরোধী বাড়ি তৈরি করতে।

শংকরের সতর্কবার্তা, রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক এলাকা বালি ভরাট করে বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে বিপদ বেশি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা, এয়ারপোর্ট, ভিআইপি রোড, যাদবপুর, ধাপা ইত্যাদি এলাকাও খুব সংবেদনশীল। মৃদু ভূমিকম্প হলে ইএম বাইপাসের আশপাশে বাড়িগুলি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুপ্রিয় বলেন, 'নিয়ম মেনে বাড়ি করলে কখনও ধসে পড়তে পারে না। ফলে জাপানে এত ভূমিকম্প হলেও বাড়ি ধসে পড়ে না।'

শ্বেতশুভ্র পাহাড়

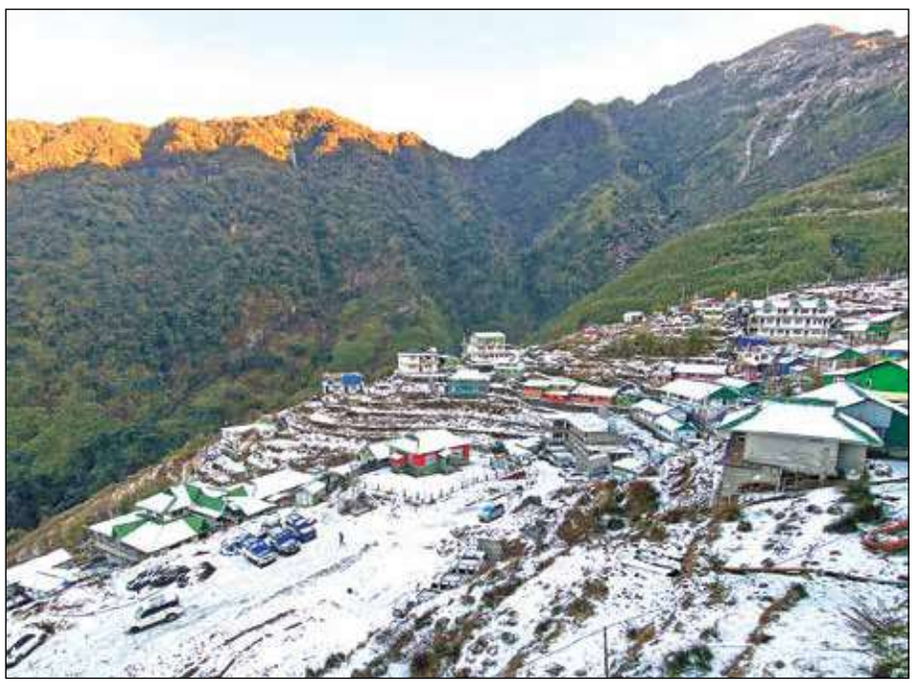

বরফঢাকা পূর্ব সিকিমের জুলুখ (ওপরে) এবং দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও মৃণাল রানা।

বাবলা খুনে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ জানুয়ারি : অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের সব থেকে হাই প্রোফাইল খুনের ঘটনায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্যকর মোড়। বাবলা সরকারকে খুনের ঘটনায় বুধবার গ্রেপ্তার করা হল মালদায় শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে। এছাড়াও পুলিশের জালে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে জেল খাটা স্বপন শর্মাও।

এদিকে উত্তরবঙ্গের ওই হত্যার রেশ পৌঁছে গিয়েছে কলকাতাতেও। এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, মালদহের জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি দুলাল সরকারকে খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। এডিজি সাউথ বেঙ্গল বলেন, 'স্বপন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ধৃতদের জেরা করে জানতে পেরেছি দুলাল সরকারকে মারার জন্য চারজন এসেছিল গাড়িতে। তাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজন এখনও পলাতক।'

৫০ লাখের সুপারি

পুলিশের গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মা।

বুধবার জেলা আদালতে যাওয়ার পথে খানিকটা মরীয়া ভঙ্গিতে নরেন্দ্রনাথ ওরফে নন্দু দাবি করেন, তাঁকে ওই ঘটনায় ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ গাড়িতে তোলার আগে প্রথমে স্বপন শর্মা বলেন, আমি কিছু জানি না। হঠাৎ আমাকে তুলে আনা হয়েছে। আর ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কথায়, 'ঘটনার পেছনে বড় মাথা আছে। বড় চক্রান্ত হয়েছে।' ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দলেরই নেতাকে খুনের অভিযোগে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেপ্তারের অভিঘাত অবশ্য পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। মালদহ সদরের তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ আগেই দুলাল ওরফে বাবলাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। এমনই দাবি করলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তিনি জানান, মালদহ শহর তৃণমূলের সভাপতির সঙ্গে ইংরেজবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলালের পুরানো গণ্ডগোল ছিল। আগেও দুলালকে 'দেখে নেওয়ার' হুঁশিয়ারি দেন নরেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অবশ্য বলেন, এটা রাজনৈতিক খুন নয়। পয়সা ও জমির জন্য খুন। মালদায় বাবলা সরকার, নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও কৃষ্ণেন্দুবাবু জমির কারবারি ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

যোগ দিলেন স্থায়ী উপাচার্য

জনজাতিদের নতুন দিশা দেখানোই লক্ষ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : চার বছর পর আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পেল স্থায়ী উপাচার্য। বলা ভালো, এই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণাচলপ্রদেশের রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সরিৎকুমার চৌধুরী। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তার প্রাথমিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সরিৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়াও তার একটা আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলতে চান তিনি। সেইসঙ্গে জেলার জনজাতিদের উচ্চশিক্ষার নতুন দিশা দেখানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ার কলেজ চত্বরেই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়। চার বছর হয়ে গেলেও এখনও তার সেভাবে কোনও নিজস্ব পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। এদিন সরিৎকুমার বলেন, 'আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্তরে উন্নীত করা এবং দুটি প্রতিষ্ঠান যাতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে সেটাই হবে প্রথম কাজ। এছাড়াও জেলার জনজাতিদের নিয়ে গবেষণা সহ অন্য কোনও কাজে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সেটাও দেখা হচ্ছে। চার বছরে যে কাজগুলি হয়নি সেগুলি নিয়েও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

এদিকে, স্থায়ী উপাচার্য মেলায় স্বভাবতই খুশি পড়ুয়া মহল। এদিন সরিৎকুমারকে স্বাগত জানাতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শাসকদলের নেতারা এজন্য আবার মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি। এবার স্থায়ী উপাচার্য পেলাম। শুনেছি বর্তমান উপাচার্য একজন অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব সময় তাঁর সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করব।' আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পাওয়ায় খুশি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলিও।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরীকে স্বাগত জানাচ্ছেন অধ্যাপক, কর্মী ও পড়ুয়ারা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সমস্যার প্রতিষ্ঠান

- ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মেলে
- দু'বছর পর অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়
- উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের স্পনসর প্রোজেক্ট মেলেনি
- পরিকাঠামোগত উন্নয়নও থমকে রয়েছে
- পাঁচ বছরের মাথায় ন্যাকের পরিদর্শনের পর সার্টিফিকেট মেলার কথা

এদিন পূর্ব নির্ধারিত সূচি মতোই সরিৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে এনসিসি'র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রুমে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে আমন্ত্রিতরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নিজের ঘরে গিয়ে উপাচার্যের চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেন তিনি।

এদিকে, আলিপুরদুয়ার কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী হিসেবে উন্নীত করা হয়নি। ফলে বদলি বা অবসরের ক্ষেত্রে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কলেজের কোনও শিক্ষক বদলি বা অবসর নিলে তিনি কলেজ না বিশ্ববিদ্যালয় কোথা থেকে অবসর নিচ্ছেন বা বদলি হচ্ছেন, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। এমনকি আজও নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অধ্যাপক

এরপর দশের পাতায়

আরও ১৭ উপাচার্য নিয়োগে ৩ সপ্তাহ সময়

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : জট যেন কেটেও কাটে না উপাচার্য নিয়োগে। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত সার্চ কমিটি কাজ শেষ করলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও মাঝপথে। রাজ্যের ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখনও অর্ধেক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পায়নি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে দু'পক্ষের কথায় স্পষ্ট, রাজ্য ও রাজ্যপালের মতভেদের কারণে এখনও অচলাবস্থা কাটেনি।

সমস্যা সমাধানে দু'পক্ষই সময় চায়। তাতে রুষ্ট হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ। আদালতের মূল্যবান সময় আর নষ্ট না করতে বলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সমস্যা সমাধানে ৮ সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। এই সময় পেলে জট কাটানো সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনিও বলেন, 'দয়া করে আরও কিছু সময় দিন। কিছু ইতিবাচক কাজ হয়েছে। ১৭টি নামে দুই তরফে জটিলতা কেটে গিয়েছে। বাকি ১৭টি নামে কিছু মতভেদ আছে। সেই মতভেদ কাটিয়ে তুলতে আমি মধ্যস্থতা করছি।' কিন্তু রাজ্যের আবেদন মেনে ৮ সপ্তাহ সময় দিতে রাজি হয়নি আদালত।

বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা আট সপ্তাহ পিছিয়ে রয়েছি।' শেষপর্যন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কয়েকটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু তাঁর ছাড়পত্র দেওয়ার গতি খুব ধীর বলে কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা
জনতার চার্জশিট
খোলা জানালা
পেতাম যদি সিংহাসন
আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে একঝাঁক নতুন সেগমেন্ট

বন্ধ ক্লাসরুমে এখন গোয়াল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ জানুয়ারি : পরিকল্পনা ছিল, ওখানে মেয়েরা পড়বে। পাশের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটার ওপর তাহলে চাপ কম পড়বে। কম পড়ুয়া নিয়ে আলাদা গার্লস স্কুল চললে আরও একটা সুবিধা হবে। তা হল, পড়ুয়াদের প্রতি আলাদা করে মনোযোগ দিতে পারবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুল মাঠের একপ্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল রাঙ্গালিবাজনা গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুল। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনওদিনই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা ছিলেন না ওই স্কুলে। বছর দশেক আগে তো অবস্থা হয়ে পড়ে আরও শোচনীয়। তখন স্কুলে একমাত্র যে শিক্ষিকা ছিলেন, তিনিও অন্য স্কুলে যোগ দেন। ২০১৮ সালে 'উঠে যায়' স্কুলটি। পরিত্যক্ত স্কুলের ক্লাসরুম এখন ব্যবহৃত হচ্ছে গোয়াল হিসেবে।

ওই শিক্ষিকা স্কুল ছাড়ার পর থেকে আর একজন স্থায়ী শিক্ষিকাও নিযুক্ত হননি ওই স্কুলে। ২০১৭ সালেও ১৮৯ জন পড়ুয়া ছিল স্কুলটিতে। অথচ শিক্ষিকা না থাকায় সেটির দরজা বন্ধই হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির মাদারিহাটের ৩ নম্বর মণ্ডলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শৈলেন রায় বলছেন, 'শিক্ষক নিয়োগে গত এক দশকে এরাজ্যে কতটা অনিয়ম, দুর্নীতি হয়েছে সবাই জানে। রাজ্যের বহু স্কুলের দুয়ার শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলটি বন্ধ করা হয়েছে। অথচ তপশিলি জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বালিকাদের বাড়তি সুযোগ দিতেই গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

আলোয় ভরা ডুয়ার্স উৎসবে 'অন্ধকার' মোবাইল পরিষেবায়। আর তাতেই যত ভোগান্তি আলিপুরদুয়ারবাসীর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উৎসবের মাঠে সিগন্যালের খোঁজ জনতার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : অঞ্জন দত্ত থাকলে হয়তো একটা গানই লিখে ফেলতেন 'হ্যালো তুমি শুনতে পাচ্ছো কি?' বলে। সন্ধ্যা একটু ঘনালেই ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে ভিড়টাও ঘন হচ্ছে। আর ভিড় যত ঘন হচ্ছে, তত 'পাতলা' হচ্ছে নেটওয়ার্ক। ফোন করা যাচ্ছে না। ফোন যদি লেগেও যায়, তাহলেও হ্যালো হ্যালোই সার। ওপার থেকে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

'কি রে শুনতে পাচ্ছিস না নাকি?' মোবাইল কানে নিয়ে ডুয়ার্স উৎসবের সেমিনার মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ওই একই কথা বলে যাচ্ছিলেন এক তরুণ। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিন নম্বর গেট দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কেন? আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজপাড়ার বাসিন্দা অরুণাংশু সরকার জানালেন, জরুরি ফোন করার জন্য মাঠের বাইরে যেতে হচ্ছে তাঁকে। মাঠে কি ফোন করা যেত না? মাইকের শব্দে সমস্যা হচ্ছে? প্রশ্ন করতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ওসব সমস্যা নয়। ফোনের ওপাশ থেকে যে কথা বলছে, তার কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আর বারবার ফোন কেটেও যাচ্ছে। সমস্যাটা নেটওয়ার্কের।'

উৎসবের মাঠে এটা এখন একটা বড় মাথাব্যথা। নেটওয়ার্ক না মেলায় দরকারি ফোন এলেই মাঠের এক পাশ থেকে আরেক পাশে ছুটতে দেখা যাচ্ছে লোকজনকে। কেউ আবার প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলে আসছেন। এরকম সমস্যা হচ্ছে কেন? আলিপুরদুয়ার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল তথা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ সৌরিশ স্যানাল বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওই এলাকায় যে মোবাইল টাওয়ারগুলো রয়েছে, সেগুলির যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তার থেকে অনেক বেশি গ্রাহক ওই টাওয়ারগুলো ব্যবহার করছে। সেজন্য ওই সমস্যা হচ্ছে।' কিন্তু ডুয়ার্স উৎসবে যে ভিড়ের চাপ হবে, সে তো জানা কথাই। তাহলে উপায়? সৌরিশের সংযোজন, 'কোম্পানিগুলোর আরও ভালো ব্যান্ড উইথ ব্যবহার করা দরকার। এত টাকা নেওয়া হচ্ছে। তাহলে পরিষেবা কেন খারাপ হবে?'

এরপর দশের পাতায়

টাইগার হিলকে টেক্কা দিতে খুলছে রাচেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কাকভোরে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া পর্যটকদের দার্জিলিং ভ্রমণের সূচিতে অবশ্যই থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার এর থেকে ভালো জায়গা এতদিন পর্যটকদের কাছে আর ছিল না। টাইগার হিলের একাধিপত্যে এবার ভাগ বসাতে চলেছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট। বনকর্তাদের একাংশ বলছেন, রাচেলা থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধের যে নৈসর্গিক ছবি দেখা যায় তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

পর্যটকদের সামনে কালিম্পংয়ের নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ভিতর ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রাচেলা ভিউপয়েন্টের রাস্তা খুলে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। আপাতত লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের সামনের জঙ্গলপথ দিয়ে গাড়িতেই পৌঁছানো যাবে রাচেলা পিকের ভিউপয়েন্টে। সেই পথে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। মাঝেমধ্যে পর্যটকদের একটি-দুটি গাড়িকে রাচেলা ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

বোল্ডার বিছানো এই পথ পেরিয়েই যেতে হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

টাইগার হিলের চেয়েও নেওড়া ভ্যালির রাচেলা পিকের উচ্চতা বেশি। ভুটান, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে অবস্থিত রাচেলা ডান্ডা। নেওড়ার এই কোর এলাকায় বন্যপ্রাণীদের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ। কোর এলাকায় যেতে পাহাড়ি চড়াই উতরাই ভেঙে ট্রেকিং করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু রাচেলা পিক পর্যন্ত গাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর ও স্বর্গীয় সুখলাভের সমান। যাঁরা টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন তাঁরাও রাচেলা ভিউপয়েন্টে এলে অবাক হবেন।'

লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিসের সামনে দিয়ে একটি পাকা রাস্তা কিছুটা দূর পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর জঙ্গলের কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়িতে ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

এরপর দশের পাতায়

ঘিসে চালু কায়াকিং, স্নোরকেলিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : গোয়া, আন্দামান বা লাক্ষ্মাদ্বীপের মতো ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে এবার উত্তরবঙ্গে। গতবছরের ডিসেম্বরে সফল ট্রায়ালের পর স্নোরকেলিং, কায়াকিং চালু হয়ে গিয়েছে কালিম্পংয়ের ডোভানে ঘিস নদীতে। অন্যদিকে, চলতি মাসে এক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থার উদ্যোগে ইয়েলবংয়ে আয়োজিত হবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভাল। দ্বিতীয় বর্ষের এই উৎসবে প্রথমবারের থেকেও বেশি সাড়া পাওয়া নিয়ে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

যাঁরা অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী, তাঁদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ইয়েলবং জায়গাটি। উত্তরবঙ্গের একমাত্র গিরিখাত এখানেই অবস্থিত। দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেখানকার রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিং। এবার ডোভানে চালু হল কায়াকিং আর স্নোরকেলিং। ইয়েলবংয়ে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিংয়ের সৌজন্যে স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেই আশা করা হচ্ছে। সংস্থাটির তরফে অর্ণব মণ্ডল জানালেন, মাথাপিছু পাঁচশো টাকা খরচ করতে হবে নতুন দুই ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য। সরকারি সমস্ত সুরক্ষামূলক নির্দেশিকা মেনে এটা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনেস্ট্রেশন)।

কালিম্পংয়ের ঘিস নদীতে জনপ্রিয় হচ্ছে কায়াকিং অ্যাডভেঞ্চার। -সংবাদচিত্র

> অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।
>
> **-ফ্যান্সিস রাই**
> *অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিস্ট*

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর তরফে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের সুরক্ষার স্বার্থে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে গাইডদের। এপ্রসঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত ফ্যান্সিস রাইয়ের বক্তব্য, 'অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।' অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থাটির কর্তাদের কথায়, মেঘালয়, ঋষিকেশ কিংবা অরুণাচলপ্রদেশের গিরিখাতে কায়াকিংয়ের বন্দোবস্ত রয়েছে। সেসব বেশ জনপ্রিয়। গোয়া, আন্দামান এবং লাক্ষ্মাদ্বীপের থেকে সেখানকার মজা একেবারে আলাদা। ডোভানে অ্যাডভেঞ্চারমূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেওয়ারও সুযোগ মিলবে।

অ্যাক্টের কনভেনার রাজ বসুর মন্তব্য, 'ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারে নজর দিতে এই ফেস্টিভাল। উত্তরবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে যা বড় সুযোগ।'

শীতে কাবু চিতাবাঘ, রসিকবিলে এল রুম হিটার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৮ জানুয়ারি : কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ পালায়। তা সে বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারই হোক কিংবা চিতাবাঘ। জু বলে এখানে পালানোর সুযোগ নেই। চারদিক বন্ধ। তবে কনকনে ঠান্ডায় জবুথবু চিতাবাঘরা। উষ্ণতার খোঁজে খড়ের গাদায় গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে ওরা। ময়াল আবার আশ্রয় নিয়েছে কম্বলের নীচে। বুধবার শীতের কামড় তীব্র হতেই এমন ছবি দেখা গেল রসিকবিল মিনি জুয়ে। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শীতের তীব্রতায় জুয়ের বন্যপ্রাণীদের যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

শীত পড়তেই রসিকবিল মিনি জুতে বন্যপ্রাণীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। ছয়টি শাবকের বয়স এখন সাত-আট মাস। শীতের প্রকোপ থেকে ওদের রক্ষা করতে বিশেষ পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে তাদের বিশ্রামস্থান। বসানো হয়েছে রুম হিটার। চিতাবাঘেদের বরাদ্দ নাইট শেলটারের সব ঘরে কাঠের চৌকি বসানো হয়েছে। খড়ের গাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। তাতেই গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে চিতাবাঘেরা। চিতাবাঘ দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানান, শীতের তীব্রতা বাড়ায় নাইট শেলটারের বাইরে খুব বেশি থাকছে না তারা। ডিএফও, এডিএফও বারবার তাদের খোঁজ নিচ্ছেন।

একইভাবে ময়াল উদ্ধার কেন্দ্রে একইভাবে খড়ের গাদা, কম্বল পাতা হয়েছে। হরিণ উদ্ধার কেন্দ্র বিশেষ পলিথিনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। টিয়া, ময়না, ফিজেন্টের মতো পাখিদের জন্যও কাঠের ছোট ঘর রাখা হয়েছে। বন বিভাগের ডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'সমস্ত পশুপাখির ওপর বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. NIT No: **BANARHAT/EO/NIT-006/2024-25 (2nd Call).** Last date of online bid submission **15/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** Respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় 06/01/25 Jal E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Sankar Goala, S/o Chaitan Goala এবং Shankar Gope, S/o C. Gope এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/113662)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2012 0866191 আমার এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 03-01-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rasidul Hossain, S/o. Jakir Hossain এবং Rasidul Hoque, S/o. Zakir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার। (C/113150)

কর্মখালি

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতন আয় করুন। 9733170439. (K)

●

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্যালারি- ১০,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি 9832543559. (C/114322)

●

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক অঙ্ক-১ জন, জীবন বিজ্ঞান-১ জন, সোশ্যাল সায়েন্স (ভূগোল) ১ জন ও লাইব্রেরিয়ান-১ জন, D.El. Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

●

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক বাংলা-১ জন, প্রসপেকটিভ ই এডুকেশন-২ জন, এডুকেশন-২ জন (M.Ed, NET/SET/Ph.D), শারীর শিক্ষা-১ জন ও সঙ্গীত-১ জন, B.Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

টিআরডি সম্পদের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫ তারিখঃ ০৪-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে: (১) টিআরডি সম্পদ এবং টিডিএমএসের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং (২) টিএসএসের সমস্ত প্রধান লাইনে স্বয়ংক্রিয় থার্মেল ইমেজিং সিস্টেম। টেন্ডার রাশিঃ ১,৮৫,৮৮,৬২১.৬৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২
টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৯
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; তারিখ: ০১-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) -টিএসআর(পি)-২২.০০০ টিকেএম -এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৯,৬৮,০১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২৩_৩টি। কাজের নাম: মালদা ডিভিসনে রেলওয়ের জমি ফেন্সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ২৬,৯৩,৯৭৭.৩২ টাকা। বায়নামূল্য: ৫৩,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ১৪.০১.২০২৫ থেকে ২৮.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-186/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কন-২০২৪-ডিইসি-০১; তারিখঃ ২৭-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঠিকাদার (দের)/ফার্ম (গুলি)র কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াই সিই-সি-জোন-এনজেপি-২৪- ০১। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতে- ২৪ মাস সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে কনস্ট্রাকশন অফিসার্স রেস্ট হাউস, ডিওয়াই.সিই (কন) নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপ্লেক্স, সিনি. এএফএ/কন/নিউ জলপাইগুড়ি, ডিওয়াই. সিএসটিই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি ও ডিওয়াই. সিইই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপাউন্ডে জল সরবরাহ, নর্দমা, পথ ইত্যাদি সহ স্টাফ কোয়ার্টার, অফিস, রেস্ট হাউসের বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কনস্ট্রাকশন সংস্থার অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ সহ উদ্যানপালন, সৌন্দর্যায়ন (বাগান) করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৭,৫২,৮৯১.৮৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,০৩,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়ঃ ০৬-০১-২০২৫ তারিখ থেকে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৪:৩০ ঘন্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খুলবেঃ ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৬:০০ ঘন্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

Office of the Panchayat Samity
Tufanganj-I Panchayat Samity
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 24, NIT NO-12 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025 & Memo No. 25, NIT NO-13 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025. Last date of Bid Submission is 16-01-2025 & 23-01-2025. Intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

NOTICE
Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Darjeeling
Notice Inviting e-Quotation
Notice inviting Electronic Quotation No : NleQ 02/24-25, Date 08/01/2025
Online quotations are hereby invited from bonafied and experienced agencies with previous supply related credentials for Printing of Forms required for roll revisions in respect 23-Darjeeling/24-Kurseong/25-Matigara-Naxalbari (SC)/ 26-Siliguri/27-Phansidewa (ST) Assembly Constituencies i.c.w. Special Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t four (4) qualifying dated viz 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October of the year till the end of the calendar year closing 2025.
The intending quotationers/bidders may visit the office notice board of the Office of the District Magistrate, Darjeeling, or district website **'darjeeling.gov.in'** or **'https://www.wbtenders.gov.in'** for the quotation notice & other details. The submission of bid must be through the **'https://www.wbtenders.gov.in'** website only.
Sd/- Deputy Magistrate
&
Deputy Collector-in-Charge, Election
Darjeeling

মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকলে ভোগান্তি

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ জলপাইগুড়ির রোড স্টেশনের আগে আপ লাইনে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় থমকে যায় রেল পরিষেবা। আপ লাইনে চলা বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেনকে ডাউন লাইন দিয়ে আলিপুরের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ ইনস্পেকটর বিপ্লব দত্ত জানান, দুপুর ২টা পর্যন্ত বিকল ইঞ্জিনটির মেরামতি সম্ভব না হওয়ায় ট্রেনটিকে অন্য ইঞ্জিনের সাহায্যে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে পাঠিয়ে আপ লাইনে চলা অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে।

হিউম্যান রিসোর্স কনক্লেভ

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ে এল সুবর্ণ সুযোগ। বুধবার জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে হিউম্যান রিসোর্স (এইচআর) কনক্লেভ-২০২৫ আয়োজিত হয়। সেখানে ২৫টি কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্সপার্সনদের সঙ্গে ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা করার সুযোগ পান।

এবিষয়ে, ইআইআইএলএম-এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডিরেক্টর প্রফেসর ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার, প্লেসমেন্টের বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর।' ক্যাম্পাস কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, '২০১৮ সালে নয়জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পান্ডাপাড়া কালীবাড়ির পোড়াপাড়ায় অবস্থিত এই ক্যাম্পাস সকলের ভরসার জায়গা হয়েছে, এটাই প্রাপ্তি।' পাশাপাশি এদিন ১৪ জন আন্ত্রাপ্রেনরকে সম্মানিত করা হয়।

আজ টিভিতে

আবার কি নতুন বিপদের মুখোমুখি হবে দীপা? **অনুরাগের ছোঁয়া**
রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আপন হলো পর, দুপুর ১.০০ ইন্দ্রজিৎ, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ হুল্লোড়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মজনু, রাত ৯.৫০ ম্যাজিক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দেবীবরণ, দুপুর ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বচ্চন, রাত ৯.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, ১২.৩০ উত্তরায়ণ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হারানের নাতজামাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আই লভ ইউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ হ্যাপি নিউ ইয়ার, দুপুর ২.৩০ ২.০, বিকেল ৫.২৪ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ অখণ্ড, ১১.১৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ ম্যায় হুঁ লাকি : দ্য রেসার, দুপুর ২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৫.৪৫ মুবারকাঁ, রাত ৮.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, ১১.৩০ নয়া নটওয়ারলাল

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৪ স্যামি-টু, বিকেল ৩.৩৭ আইপিসি ৩৭৬, ৫.৫৭ তুম্বাড়, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০৩ অ্যাটাক

মুভিজ নাও : দুপুর ২.৩৬ স্পাইডারম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স, বিকেল ৪.৫৪ অ্যানাকোন্ডা, সন্ধে ৬.২৬ স্পেকটার, রাত ৮.৪৫ হ্যানসল অ্যান্ড গ্রেটেল-উইচ হান্টার্স, ১১.৩০ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট

সোনি পিক্স : বেলা ১১.৪১ ২০১২, বিকেল ৩.৫৩ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ৫.৪০ জন উইক, সন্ধে ৭.১৫ কুং ফু হাসল, রাত ৯.০০ মেকানিক, ১০.৪৩ ওয়ান্ডার উওম্যান, ১২.২৯ লন্ডন হ্যাজ ফলেন

বচ্চন বিকেল ৫.০০
জি বাংলা সিনেমা

মুঝসে শাদি করোগি
রাত ৮.৩০ **সোনি ম্যাক্স**

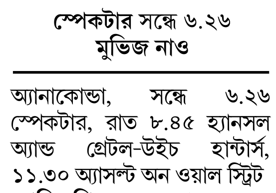

স্পেকটার সন্ধে ৬.২৬
মুভিজ নাও

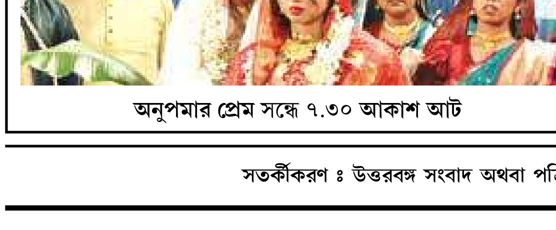

অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

TENDER NOTICE
NIT No: 28 & 29/NKT/24-25 dated: 06/01/25 fund:15th FC & MDW is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 13/01/25 & 22/01/25. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
টেন্ডার নং.: ইএল-আরএনওয়াই- টিআরডি-১৮-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ ০২ (দুই) বছর সময়ের জন্য ০৩ টি (তিন) টিএসএস-এর জন্য ২৫ কেভি এসি টিএসএস এবং শান্ট ক্যাপাসিটর ব্যাংকের জন্য সংখ্যাসূচক রিলে অন্তর্ভুক্ত করা কন্ট্রোল ও রিলে প্যানেলের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৪,০০,০০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সংশোধনী
এতদ্বারা পূর্বে জারি করা অনুসারে প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪ যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ এর ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজির ডাক বন্ধের তারিখ/ডাক খোলার তারিখে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানের টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি)	এখন টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি) এই রকমে পড়তে হবে।
ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫	ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫

ডাককর্তাগণের জন্যে টোকাঃ ডাককর্তাগণকে এনআইটি এবং টেন্ডার প্র-পত্রের যেকোনো তারতম্যের জন্যে অনলাইন এনআইটি কপিতে প্রকাশিত হওয়া অনুসারে টেন্ডারের বিজ্ঞাপন মূল্য এবং ইএমডি ধনরাশি পড়ার জন্যে অনুরোধ করা হল। টেন্ডারে থাকা অনুসারে সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিসিসি-২০২২ এর দফা ১৭ অনুসারে অনুসরণ করা হবে।
উপ. সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/পান্ডুর অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিদ্যমান সময়সূচী ছাড়াও স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম।

ক্রম. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর বর্তমান তারিখ/সময়
১	জানুয়ারী/২০২৫	GSDPNO22N23094A	১০-০১-২০২৫/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Azadi Ka Amrit Mahotsav
সেন্ট্রল বৈঁক অঁফ ইন্ডিয়া / সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
আঞ্চলিক কার্যালয় : কোচবিহার REGIONAL OFFICE : COOCH BEHAR
দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] এর অধীন সারফেইসি রুল
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২'এর অধীন এবং ধারা ১৩ (২) এবং ১৩ (১২) তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ 'এর রুল ৩ সহ পঠিত সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পুটিমারি প.ব. ব্রাঞ্চের অনুমোদিত আধিকারিক ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী শ্যামলী রায় (যার লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৯১৯২৮০৮৬৮) সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রী দীপঙ্কর রায় এবং জামিনদাতা শ্রী আনোয়ার ব্যাপারীকে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে (নোটিশে বর্ণিত টা. ৫৯৯১৯২/-) (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত বিরানব্বই টাকা) (যেটি মূল সুদ যোগ সুদ যা ১৯.০৯.২০২৪ সালে বকেয়া হয়েছে) যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে যোগ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশে প্রাপ্ত তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের পুরো পাওনা আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানুয়ারির তৃতীয় দিবসে, ১৯২৫ এতে তাকে প্রদত্ত উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২'এর ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা	সহ-ঋণগ্রহীতা	জামিনদাতা
শ্রীমতী শ্যামলী রায় দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী দীপঙ্কর রায় দিলীপ কুমার রায়ের পুত্র গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী আনোয়ার ব্যাপারী মানিক ব্যাপারীর পুত্র গ্রাম : মারনেয়া ১ম খণ্ড, পো:অ: বুড়িরহাট থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৬৯

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সম্পত্তিটি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনো লেনদেন করা হলে টা. ৫৯৯১৯২/- (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার এবং একশত বিরানব্বই টাকা মাত্র (যেটি মূল ঋণ যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে সুদ) এবং ১৯.০৯.২০২৪ থেকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
বন্ধকী ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত সময়ের ক্ষেত্রে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩'এর উপধারা (৮) এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী শ্যামলী রায়, দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী
সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ : পাঁচ ডেসিমেল জমির উপর একটি আবাসিক ভবন আছে যার দলিল নং I-৩০৩ তাং ২৪.০১.২০০৮, গ্রাম-কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা-দিনহাটা, জেলা- কোচবিহারে অবস্থিত, খতিয়ান নং- এলআর ১৭৯২, আরএস ৪৭৫৩, প্লট নং-আরএস ৪৫৯, এলআর ৫২৫৯, জেএল নং-১০৫, মৌজা – কোয়ালিদহ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তর – ফরিদার রহমানের জমি, দক্ষিণ-সড়ক, পূর্ব-রঞ্জন রায়, পশ্চিম-মানস চক্রবর্তীর জমি
(অনুমোদিত আধিকারিক)
কোচবিহার
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যমনস্কতায় কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বৃষ : পুরোনো গাড়ি, বাড়ি কিনে লাভবান হবেন। রাস্তায় চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকুন। মিথুন : বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় খুশি। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। কর্কট : সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সিংহ : আজ হারিয়ে যাওয়া কোনও দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। তুলা : রাজনীতির ব্যক্তি হলে সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অফিসে পদোন্নতির খবর। বৃশ্চিক : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যের উপকার করতে গিয়ে আপনার ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সারাদিন অস্থিরতায় কাটতে পারে। ব্যবসায় লাভ। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৯ পৌষ, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৪ পুহ, সংবৎ ১০ পৌষ সুদি, ৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। বৃহস্পতিবার, দশমী দিবা ১১।৪৬। ভরণীনক্ষত্র দিবা ২।৫০। সাধ্যযোগ রাত্রি ৫।৪৮। গরকরণ দিবা ১১।৪৬ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ১০।৪২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।৫০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।৪০ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।২৫ গতে ৫।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৫ গতে ১।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২৫ মধ্যে বিদ্যারম্ভ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৪৬ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মালদা বা কোচবিহারে পপি চাষের কথা প্রায়ই শোনা যায়। টুকিটাকি গাঁজা চাষের কথা শোনা গেলেও আলিপুরদুয়ারে পপি চাষ খুব একটা প্রচলিত নয়। সম্প্রতি হঠাৎই আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় অবৈধ পপি চাষের খবর সামনে এসেছে। কম সময়ে বড়লোক হওয়ার নেশা কীভাবে ডুয়ার্স অঞ্চলে ঢুকল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আলিপুরদুয়ারে পপি চাষের নেপথ্যে কোচবিহার ও মালদার যোগ খুঁজছেন অনেকেই। তবে বসে নেই জেলা পুলিশও। চলছে মাদক মুক্তের অভিযান।

লিজের জমিতে পপি

সমীর দাস

কালচিনি, ৮ জানুয়ারি : অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষ নতুন কিছু নয়। হার হামেশায় গ্রামবাংলায় দেখা যায় এই ছবি। কিন্তু লিজের জমিতে অবৈধ পপি চাষ। কথাটা শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও এমনটাই ঘটেছে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। মঙ্গলবার ব্লকের দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের এক কৃষকের প্রায় ৩০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে পুণ্ডিবাড়ি ও সোনাপুর এলাকার কিছু বাসিন্দা ভুট্টা চাষের আড়ালে পপি চাষ করেছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে সম্পূর্ণ পপিখেত ট্র্যাক্টর চালিয়ে নষ্ট করে দেয়। বুধবার ফের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায় লতাবাড়ি গ্রামে। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা, কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার প্রমুখ।

ওসি বলেন, 'যেখানেই এই ধরনের অবৈধ পপি চাষের খবর মিলবে সেখানেই দ্রুত অভিযান চালানো হবে।'

দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির এক মহিলার জমি লিজ নিয়ে পপি চাষ করছিল দুই ব্যক্তি। এদিন ওই এলাকার প্রায় ৪ বিঘা জমির পপিখেত একইরকমভাবে ট্র্যাক্টর চালিয়ে পপিখেত নষ্ট করে দেয় পুলিশ। ঘটনার পর পপি চাষে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি হেম থাপা ও রামবীর থাপা পলাতক। তাদের একজন কোচবিহারের বাসিন্দা। অপরজন কালচিনির বাসিন্দা। জমির মালকিন শ্রদ্ধা কুজুর জমি লিজের কাগজপত্র দেখিয়েছেন পুলিশকে।

লতাবাড়ি গ্রামে পপিখেত নষ্ট করছে পুলিশ। বুধবার।

অন্যদিকে, পপি চাষের এমন প্রবণতা বাড়তে থাকায় পুলিশ ও প্রশাসন উদ্বিগ্ন। দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির মতো লতাবাড়িতেও পপি চাষ করার জন্য দুষ্কৃতীরা জমির চারদিকে ভুট্টা গাছ রোপণ করেছিল। ভুট্টা গাছ যেহেতু আকারে কিছুটা বড় হয়, তাই বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় থাকে না যে জমির ভেতরের অংশে পপি চাষ করা হচ্ছে। এদিন যে পপি গাছ নষ্ট করা হয়েছে সেগুলো প্রায় এক মাস আগে রোপণ করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

আসলে পপি গাছ থেকে মাদক তৈরি করা হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় আইনে পপি চাষ এনডিপিএস ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ওই গাছের চারা চাষ করলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাদক মামলা রুজু করা হয় পুলিশের তরফে। তবে এর আগে কালচিনির মতো ব্লকে পপি চাষ করা হত না। পরপর দু'দিন পৃথক দুটি গ্রামে পপি চাষের ঘটনা সামনে আসায় অন্য এলাকায় পপি চাষ হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে দু'দিনের অভিযানে কোচবিহারের নাম জড়িয়েছে। মঙ্গলবার যেমন কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ির একাধিক ব্যক্তির কালচিনি ব্লকে এসে পপি চাষ করছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বুধবারও পপি চাষে কোচবিহারের এক ব্যক্তির নাম জড়িয়েছে পপি চাষে। কোচবিহারের আরও কোনও ব্যক্তি বা চক্র এর পেছনে রয়েছে কি না তার তদন্ত করছে পুলিশ।

সমস্যা যেখানে

- মঙ্গলবার দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের প্রায় ৩০ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে পুলিশ
- বুধবার লতাবাড়িতে ৪ বিঘা জমির পপিখেত ট্র্যাক্টর চালিয়ে নষ্ট করে পুলিশ
- দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির মতো লতাবাড়িতেও পপি চাষ করার জন্য দুষ্কৃতীরা জমির চারদিকে ভুট্টা গাছ রোপণ করেছিল
- কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির একাধিক ব্যক্তি কালচিনি ব্লকে এসে পপি চাষ করছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে

ডোমেস্টিক গাঁজা 'বাগানে' কোপ পুলিশের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ জানুয়ারি : 'এক টানেতে যেমন তেমন/ দু'টানেতে রোগী/ তিন টানেতে রাজা উজির/ চার টানেতে সুখী'। ছিলিমে পুরে টান দিলেই হল! কারণ, 'পাঁচ টানেতে মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠা যায়/ ছ'টানেতে আকাশেতে ভেসে থাকা যায়'। প্রাণে শখ আছে। কিন্তু ট্যাঁকের জোর নেই। এলাকায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মণিপুরি গাঁজার পুরিয়া বিক্রি হয় বটে। তবে 'উচ্চ মানের' গাঁজার দামও বেশি। তাই বাড়িতেই গাঁজা চাষ করেছিলেন কয়েকজন গাঁজাপ্রেমী। বুধবার তাতে 'বাগড়া দিল' বীরপাড়া থানার পুলিশ। বীরপাড়া চা বাগানের বিজলি লাইনের একটি বাড়ি এবং সিংহানিয়া চা বাগানের একটি বাড়িতে এদিন হানা দিয়ে পুলিশ নষ্ট করে ফেলে গাঁজা গাছগুলি।

> এনিয়ে কোনও মামলা রুজু করা হয়নি। কারণ চাষ করা গাঁজার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম।
>
> **– নয়ন দাস**
> *ওসি, বীরপাড়া থানা*

জেলাজুড়ে গাঁজা চাষ রুখতে কড়া হয়েছে পুলিশ। সক্রিয়তা বেড়েছে থানায় থানায়। বীরপাড়া থানা এলাকায় অবশ্য ব্যবসায়িকভাবে গাঁজা চাষের ঘটনা সামনে আসেনি। তবে কর্তাদের গাঁজাবিলাস পূর্ণ করতে গিন্নীদের কেউ কেউ যে উঠোনে যত্নআত্তি করে গাঁজা গাছ বড় করছেন, সেখবর পুলিশের কাছেও ছিল। এদিন বীরপাড়া থানার এএসআই প্রকাশ মিঞ্জ এবং তাপস রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। দেখা যায়, কেউ বাড়ির উঠোনে, আবার কেউ টবেও সযত্নে লালনপালন করছেন গাঁজা গাছ। সেগুলি কেটে নষ্ট করে পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'এনিয়ে কোনও মামলা রুজু করা হয়নি। কারণ চাষ করা গাঁজার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম।'

গাঁজা গাছ নষ্ট করছে পুলিশ। -ফাইল চিত্র

মাদক চাষ বন্ধে ফেসবুক পোস্ট

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলায় গাঁজা ও পপি চাষে চিন্তা বাড়ছে পুলিশের। এবার তাই জেলা পুলিশের তরফে কোথায় কোথায় এই ধরনের গাঁজা বা পপি চাষ হচ্ছে তার তথ্য জানতে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। জেলা পুলিশের সেই ফেসবুক পেজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে বার্তা দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'বেআইনি গাঁজা বা পপিচাষ এক ধরনের অপরাধ। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন মেনে পুলিশ পদক্ষেপ করবে।'

এতদিন পর্যন্ত কোচবিহার জেলার কয়েকটি জায়গায় গাঁজা চাষের অভিযোগ উঠলেও আলিপুরদুয়ার কিন্তু সেই তালিকা থেকে বাইরে ছিল। ৭ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাঁতালি গ্রামে ৩০ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে পুলিশ। এছাড়াও ৬ জানুয়ারি ভাটিবাড়ি এলাকার খলিসামারি গ্রামে কয়েকশো গাঁজা গাছ নষ্ট করে পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে অভিযান চলে। সেখানে অবশ্য শতাধিক বাড়িতে সেই গাঁজা চাষের অভিযোগ। একইরকমভাবে জটেশ্বরেও ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পপি চাষের খেত নষ্ট করে পুলিশ। ভুট্টা বা অন্য ফসলের চাষের আড়ালেই পপি চাষ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও বাড়ির আনাচে-কানাচে কয়েকটি গাঁজা গাছ থাকলে সহজে বোঝার উপায় নেই। এভাবেই জেলাজুড়ে চলছে গাঁজা ও পপির চাষ।

শীতের মরশুমে বিভিন্ন সবজি সহ গম, ভুট্টা চাষ হয়ে থাকে। আর সেইসব ফসলের আড়ালেই এখন আলিপুরদুয়ারে চলছে পপি চাষ। দেখে বোঝার উপায় নেই এগুলি সবজিখেত না পপিখেত। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশের কাছে খবর পৌঁছায়। তারপর বিশেষ দল সেই গাছ চিহ্নিত করতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশকর্মীদের। অতিরিক্ত লাভের আশায় কৃষকদের একাংশ পপি চাষের মতো ঝুঁকিপূর্ণ চাষে ঝুঁকছেন। ফলে পুলিশকেও সতর্ক থাকতে হচ্ছে। পপি বা গাঁজার মতো অবৈধ চাষ আটকাতে ফসলের খেতের উপর নজর রাখতে হচ্ছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চলছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় গাঁজা বা পপি গাছের মতো চাষ বেড়ে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে পুলিশের। তাই এই ধরনের চাষের পিছনে কোনও চক্র কাজ করছে কি না তার খোঁজ করছে পুলিশ।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে পপি বীজ উদ্ধার হয়েছিল। আলিপুরদুয়ার জেলায় সেই ধরনের পপি বীজ চাষ করা হচ্ছে কি না এখনও স্পষ্ট নয়।

বাড়ছে উদ্বেগ

- অতিরিক্ত লাভের আশায় কৃষকদের একাংশ পপি চাষে ঝুঁকছেন
- পুলিশও তাই পপি বা গাঁজার মতো অবৈধ চাষ আটকাতে নজর রাখছে
- মালদায় কেউ এখানে পপি চাষের আমদানি করেছেন কি না তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে
- সম্প্রতি নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে পপি বীজ উদ্ধার হয়েছিল

সাধারণত পপি বীজ মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে অসম হয়ে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছায়। তবে সেগুলি অন্য কোথাও পাচার হচ্ছিল কি না তা জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় বেআইনি পপি চাষের অভিযোগ রয়েছে। তবে সেখান থেকেই এই পপি চাষের আমদানি কি না তা বলতে পারছে না কেউ। সেখান থেকে কোনও কৃষক এসে আলিপুরদুয়ারে পপি চাষ করছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ অবশ্য এইসব তদন্ত করে দেখছে। বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি এলাকায় গাঁজা ও পপি চাষ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া দিয়েছে। এই পপি চাষের বাড়বাড়ন্ত তা ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে পুলিশের।

ব্রাউন সুগার সহ তরুণ গ্রেপ্তার জয়গাঁয়

জয়গাঁ, ৮ জানুয়ারি : বুধবার অভিনব কায়দায় জয়গাঁয় ব্রাউন সুগার নিয়ে ফেরার পথে পুলিশের জালে আটকে গেল এক তরুণ। জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় এক বাসে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে নামানো হয় তাকে। তারপর তল্লাশি চালাতে মেলে ব্রাউন সুগার। এরপর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ওই তরুণ কোল্ড ড্রিংকস-এর ক্যানের ভেতর নিয়ে এসেছিল ব্রাউন সুগার। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন তার কাছ থেকে মিলেছে ১৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ব্রাউন সুগার সহ এই তরুণকে নিয়ে যাওয়া হয় জয়গাঁ থানায়।

এবিষয়ে জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'ব্যাগে করে নেশা ও মাদক পাচার দেখা গিয়েছে। তবে কোল্ড ড্রিংকস-এর ক্যানে ব্রাউন সুগার পাচার এই এলাকায় প্রথম। আগামীকাল ধৃতকে আদালতে পাঠানো হবে। তার সঙ্গে এলাকার কেউ জড়িত রয়েছে কি না সেবিষয়ে তদন্ত চলবে।'

জয়গাঁ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হওয়ার ঘটনা বিরল। এই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মেলে সিডেটিভ ট্যাবলেট, কাফ সিরাপ। মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায় ভুটানি মদ। তবে ব্রাউন সুগার শেষ কবে ধরা পড়েছিল তা সহজে মনে পড়ছে না কারও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রাউন সুগার সহ ধৃতের নাম সাকিদুল ইসলাম। সে জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গুয়াবাড়ি ইলিয়াসনগর এলাকার বাসিন্দা। ধূপগুড়িতে কাজ করতে গিয়েছিল। এদিন ধূপগুড়ি থেকে তেলিপাড়া পর্যন্ত সে বাসে চেপে আসে। তেলিপাড়া থেকে জয়গাঁ আসার জন্য এই গরুবাথানের বাস ধরে সে। তেলিপাড়া থেকে সে যখন বাসে ওঠে তখন জয়গাঁ থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, ব্রাউন সুগার পাচার হচ্ছে বাসে। গরুবাথানের বাসটি যখন জয়গাঁয় ঢোকে তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বিকেল থেকেই জিএসটি মোড় ঘিরে রেখেছিল জয়গাঁ থানার পুলিশ। বাসটি জিএসটি মোড়ে আসতে সেটিকে ঘিরে ধরে পুলিশ। এরপর চলে তল্লাশি। প্রত্যেক যাত্রীর তল্লাশি নেওয়ার পর এই তরুণের কাছে আসতেই সে চমকে ওঠে। তার হাতে থাকা কোল্ড ড্রিংকস-এর ক্যান লুকানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তখন তাকে বাইরে নিয়ে এসে ক্যান ভেঙে দেখে, তাতে কোনও ঠান্ডা পানীয় নেই। বদলে আছে ব্রাউন সুগার। ক্যানটির মুখ ফাটিয়ে ঢোকানো হয়েছিল ব্রাউন সুগার। তারপর সেটিকে দক্ষ হাতে আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ক্যানে উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফলাহার।।
ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

কামাখ্যাগুড়িতে গাঁজা গাছ নষ্ট পুলিশের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির মধ্য নারারথলি এলাকায় ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রায় আড়াইশো গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়। এদিন সাতসকালে বেরিয়ে পড়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির কুড়িজনের একটি পুলিশের দল। সকাল সকাল এলাকায় পুলিশ দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, পুলিশ এলাকায় কেন! এরপর পুলিশ এলাকার বিভিন্ন বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায়।

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসির বক্তব্য, 'জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে প্রতিনিয়ত জেলাজুড়ে এই ধরনের মাদকবিরোধী চলছে। পুলিশ সবসময়ই মাদকবিরোধী অভিযানে তৎপর।'

এদিনের অভিযানের লক্ষ করা যায়, এলাকায় গাঁজা চাষ হচ্ছে রাস্তার ধারে উঁচু করে সবজি মাচা করে। প্রাথমিকভাবে চোখে পড়লে মনে হবে সবজি চাষ করা হয়েছে। আর এই সবজি চাষের আড়ালেই চলছে রমরমিয়ে গাঁজা চাষ। পুলিশি প্রশ্নের মুখে রাস্তার পাশে মাচা করা সবজির মালিকানা স্বীকার করেননি কেউ। তাঁদের বক্তব্য, এইভাবে গাঁজা চাষ হয় নাকি!

এরপর ওসি সহ দলের অন্য পুলিশকর্মীরা প্রায় আড়াইশো গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে তা নষ্ট করে দেন। পুলিশের এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা শিবু রায় বলেন, 'ওসি প্রদীপ মণ্ডল যেভাবে এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান যথেষ্ট সক্রিয়।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা সুনীল রায়েরও।

বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের মাদকবিরোধী অভিযান যুবসমাজকে দিশা দেখাচ্ছে। নেশামুক্ত সমাজ গড়তে তাঁর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। এভাবেই অভিযান চললে নেশামুক্ত হবে কামাখ্যাগুড়ি।'

সুখাদ্যের গন্ধে ম-ম ক্লাসরুম

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৮ জানুয়ারি : স্কুল হচ্ছে। পড়ুয়ারাও রয়েছে। তবে সামনে বই-খাতা নেই। কারও সামনে স্যান্ডউইচ। কারও সামনে পিঠেপুলি বা অন্য কোনও সুখাদ্য। খুদে পড়ুয়াদের থেকে সেসব খাবার জিনিস আবার চেখে দেখলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। রাজ্যজুড়ে যে স্টুডেন্টস উইক পালন করা হচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্কুলে খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়।

আলিপুরদুয়ার কলেজিয়েট স্কুলের পড়ুয়াদের আয়োজন ছিল লোভনীয়। কেউ এনেছিল জলপাইয়ের আচার, কেউ ব্রেড মালাই, কেউ আবার রোল, পরোটা বা লুচি ঘুগনি। আবার অনেকে এনেছিল ম্যাগি, চাউমিন, পাস্তা। ক্লাস ধরে ধরে আলাদা দল বানিয়ে সেই খাবার 'বিক্রি' করেছে তারা ৫, ১০ বা ২০ টাকায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পড়ুয়াদের যাতে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ক্ষমতা, 'ইন্টার‍্যাকশন পাওয়ার' বাড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। চতুর্থ শ্রেণির লগ্নজিতা পাল এদিন পরোটা-ঘুগনি নিয়ে হাজির হয়েছিল। সেটা আবার ২০ টাকায় বিক্রি করতে পেরে খুব খুশি। তৃতীয় শ্রেণির ঝিলিক চক্রবর্তী এবং তিয়াসা নাগ নিয়ে এসেছিল পাটিসাপটা ও পায়েস। দাম রেখেছিল ২০ টাকা করে। ওই স্কুলের টিআইসি প্রিয়াংকা ভৌমিক বলেন, 'স্টুডেন্টস উইক-এর শেষ দিনে এই অভিনব ফুড ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে। সবাই খুব খুশি।'

কলেজিয়েট স্কুলে খাদ্যমেলা। বুধবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার শহরের সুকান্ত হাইস্কুলে আয়োজিত খাদ্যমেলায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে শুরু করে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারাও অংশ নিয়েছিল। প্রায় ৫০ জন অংশ নেয়। এদিন স্কুলের হলঘরে তারা খাবারের পসরা সাজিয়ে বসে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রিম্পা বর্মন, কাকলি বর্মন, রিমি দেবনাথ, সঞ্চিতা রায়রা বাড়ি থেকে দুধপুলি, পাস্তা, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি তৈরি করে নিয়ে এসেছিল। প্রধান শিক্ষক তরুণকুমার সাহা জানান, এই অনুষ্ঠান নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ ছিল।

কামাখ্যাগুড়ি ১ নম্বর আর আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও এমন অভিনব খাদ্যমেলায় অংশ নিয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে স্কুলজুড়ে এক উৎসবের আবহাওয়া লক্ষ করা গিয়েছে এদিন। ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন অভিভাবক মহল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই স্কুলের টিচার ইনচার্জ সোমা কর্মকার, সহকারী শিক্ষিকা দীপাঞ্জলি সাহা, চন্দনা দেবনাথ প্রমুখ। শিক্ষিকারা জানান, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি ভিন্ন কার্যক্রম অবতারণা করে পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি করাই এধরনের কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।

খগেনহাট নাথুনিসিং উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল খাদ্যমেলা নিয়ে সেখানকার পড়ুয়ারা খুব সিরিয়াস। কেউ মোমো, ইডলি, ধোসার পসরা সাজিয়েছে। আবার কেউ নিয়ে এসেছে হরেককরম পিঠেপুলি। জনা কয়েক বন্ধু মিলে জমানো টাকা খরচ করে নিজেরাই চায়ের দোকান দিয়েছে। মাটির ভাঁড়ে সেই চা বিক্রি করেছে তারা। ধোসা, ইডলি এবং দইফুচকা বানাতে দেখা গিয়েছে পড়ুয়াদের একাংশকে। তারা আবার সেসব বানাতে ইউটিউবের সহযোগিতা নিয়েছিল বলে জানিয়েছে।

শেষ স্কুলের অনুষ্ঠান

জটেশ্বর, ৮ জানুয়ারি : ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ব্লকের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিকে নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল স্কুলের তরফে। সেই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আয়োজিত হল বুধবার। মোট দশটি স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। আটটি স্কুলকে হারিয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হয় বেগম রাবেয়া খাতুন উচ্চবিদ্যালয় এবং জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়। ফাইনাল ম্যাচে টসে জিতে বল করতে নামে জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়। ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১১৯ রান তোলে বেগম রাবেয়া স্কুল। বিনিময়ে জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৯১ রান তুলতে সক্ষম হয়। ৩৭ বলে ৯০ রান তুলে খেলার সেরা হয় বেগম রাবেয়ার নবীন বর্মন প্রামাণিক।

জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কার্যালয়ে বৈঠক চলছে। বুধবার।

উন্নয়ন নিয়ে রিপোর্ট দেবেন গৌতম

জয়গাঁ, ৮ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার ঝটিকা সফরে জয়গাঁতে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। সফর শেষে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাতে হবে রিপোর্ট কার্ড।

এদিন বিকেলে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কার্যালয়ে আসেন তিনি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জয়গাঁ-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা খাদা পরিয়ে স্বাগত জানান গৌতমকে। গৌতমের সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূল নেতা মৃদুল গোস্বামী। দলের নেতা, কর্মীদের সঙ্গে জেডিএ কার্যালয়ের বাইরে কথা বলেন গৌতম। এরপর গৌতম, গঙ্গাপ্রসাদ ও মৃদুলের মধ্যে জয়গাঁর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে একটি বৈঠক হয়। এদিন বৈঠক শেষে গৌতম বলেন, 'এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নিজে এসেও দেখে গেলাম। জেডিএ চেয়ারম্যানের থেকে তথ্য নিয়েছি। সব মিলিয়ে একটা রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাব।'

এদিকে, জয়গাঁ জিএসটি মোড় থেকে ভুটানগেট পর্যন্ত ১৫-২০ কিলোমিটার রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, জয়গাঁর এই রাস্তা নিয়ে একটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। পূর্ত দপ্তরের তরফে সেখানে নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। যে কারণে গত বছর জুলাই নতুন রাস্তা তৈরির মাপজোখ দেখতে এলাকায় এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা। তবে রাস্তার কাজ কবে শুরু হবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাস্তা তৈরির দাবিতে গত বছর নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখ বনধ ডেকেছিল জয়গাঁর ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরাম। জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে সেসময় ব্যবসায়ীরা বনধ উঠিয়ে নিলেও এখনও রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। রাস্তার পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে।

এদিকে, বৈঠক ও রিপোর্ট কার্ড নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ গঙ্গাপ্রসাদ। তিনি বলেন, 'গৌতমদার সঙ্গে শিলিগুড়ি গেলে দেখা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন জয়গাঁ আসবেন। এদিন কাজের পাশাপাশি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি।'

চার হাতি দেখে কাজ ছেড়ে ছুট শ্রমিকদের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সকালে গত কয়েকদিনের তুলনায় শীত একটু বেশিই ছিল। সেই শীতেই মথুরা আউট ডিভিশনে চা বাগানে কাজ করছিলেন রিনা টোপ্পো, কবিতা টোপ্পোরা। কিন্তু হয়ে গেল 'হাফ ডে'। কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ চ্যাঁচামেচি কানে আসতে কাজ ছেড়ে ছুটতে হয় তাঁদের। জানা গেল, একসঙ্গে চারটি হাতি দেখে ভয় পেয়ে যান শ্রমিকরা। এক, দুই নয়, চার-চারটে হাতি একসঙ্গে দাপিয়ে বেড়ায় মথুরা চা মহল্লায়। এতে নিমেষেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের মধ্যে।

রিনা বলেন, 'মঙ্গলবার একটি হাতি এসেছিল। বুধবার তো চারটি হাতি বাগানে এসেছে। ভয়ে কাজ ছেড়ে চলে এসেছি।' হাতি এলাকা ছাড়ার পরই চা মহল্লায় স্বস্তি ফিরে।

বুধবার সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা এলাকায় ওই চারটি হাতি দেখতে পেয়ে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। অনেকেই রাতের দিকে হাতিগুলো দেখেছেন। তবে দিনের আলো স্পট হলে আতঙ্ক বেশি বাড়ে। চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন। একইসঙ্গে চলে মাইকিংও। মথুরার বাসিন্দারা জানান, হাতির হানায় বেশ কয়েকটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়। কয়েকটি বাড়ি থেকে হাতি ধানও খেয়েছে। তবে আর বড় ক্ষতি দেখা যায়নি।

এদিন মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলচান ওরাওঁ বলেন, 'মথুরা এলাকায় লাগাতার বন্যপ্রাণী আসছে। কয়েকদিন আগেই এক মাসের মধ্যে তিনটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। দু'দিন থেকে হাতি আসছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একটু আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। তবে বন দপ্তর এলাকায় টহল চলছে।'

মথুরা চা বাগান

এই হাতির দলের তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

> মথুরা এলাকায় লাগাতার বন্যপ্রাণী আসছে। কয়েকদিন আগেই এক মাসের মধ্যে তিনটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। দু'দিন থেকে হাতি আসছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একটু আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। বন দপ্তরের এলাকায় টহল চলছে।
>
> **-ফুলচান ওরাওঁ**
> *প্রধান, মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত*

মথুরা এলাকায় যে চারটি হাতি দেখা যায় সেগুলোকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেন বনকর্মীরা। চারটির মধ্যে তিনটি হাতিকে ব্লকের নাথোয়াটারি এলাকা দিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভে পাঠানো গেলেও একটি হাতি দল ছেড়ে পশ্চিম শালবাড়িতে গিয়ে আস্তানা নেয়। সেখানে দিনভর ওই হাতি থাকে। হাতি দেখতে এলাকায় প্রচুর লোকের ভিড় হয়। দিনে ওই হাতিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা না করে সন্ধ্যায় হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু করেন বনকর্মীরা। ওই হাতি পরে পাটকাপাড়া গ্রাম দিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে চলে যায়।

সুবিধা থেকে বঞ্চিত যাঁরা...

খাউচাঁদপাড়ার জোসেফ খড়িয়ার রাত কাটে ভাঙা ঝুপড়িতে। ঘর মেলেনি। এদিকে, সুরিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহেশচন্দ্র রায় জীবন সায়াহ্নে ভেবেছিলেন সরকারি ঘরে শান্তিতে ঘুমোবেন। আবাসের তালিকায় নাম ওঠাবার আশায় বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অন্যকে দিয়ে ই-মেলে তাঁর দাবি জানিয়েছেন।

ঝুপড়িতে বাস, মেলেনি আবাস

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৮ জানুয়ারি : নাম জোসেফ খড়িয়া। বয়স সত্তরের কোঠায়। স্ত্রী ও সন্তান অনেক বছর আগেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দিনমজুরি করে পেট চলে। এই জোসেফের তৃষ্ণা মেটে নোংরা ঝোরার জল পান করে। রাত কাটে ভাঙা ঝুপড়িতে।

বিল না দিতে পারায় বিদ্যুৎ সংযোগ বহুদিন আগেই কেটে দিয়েছেন দপ্তরের কর্মীরা। র‍্যাশন কার্ড থাকলেও পান না সামগ্রী। নাম নেই বাংলার আবাস যোজনার তালিকায়। শৌচাগার পর্যন্ত জোটেনি। রাতবিরেতে জঙ্গলে যান শৌচকর্ম সারতে। ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়া ১৩/৯৫ পার্টে কোনওরকমে দিন গুজরান করেন জোসেফ।

জোসেফ বলেন, 'পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বহুবার বলেছি ঘর, টিউবওয়েল, শৌচাগার দেওয়ার জন্য। কিন্তু জোটেনি। ঘরের সামনে দিয়েই বয়ে গিয়েছে বেলাকোবা নদী থেকে বের হওয়া একটি ঝোরা। ওই ঝোরার নোংরা জল দিয়েই রান্না-খাওয়া চলে।'

জোসেফ জানালেন, র‍্যাশন কার্ড আছে। ভোটার তালিকায় নাম আছে। তবে আধার কার্ড হারিয়ে গিয়েছে বহু বছর আগে। র‍্যাশন কার্ড নিয়ে ডিলারের কাছে গেলে বলেন, এই কার্ডে কিছুই পাওয়া যাবে না।

খাউচাঁদপাড়ার ওই পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য নরেশ কার্জির বক্তব্য, আবাস যোজনার সমীক্ষক দল জোসেফের কাছে যায়নি। তবে তাঁর আবাস পাওয়া উচিত। র‍্যাশন কেন পান না, তা তাঁর জানা নেই। টিউবওয়েল বহু বছর আগে পেয়েছিলেন। নষ্ট হওয়ার পর আর মেরামত হয়নি। শৌচাগার না পাওয়ার কারণও জানা নেই নরেশের। তবে ওঁর আধার কার্ড তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান নরেশ।

এব্যাপারে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'যদি আবাস যোজনায় নাম থাকে, তবে সমীক্ষক দল ওঁর কাছে যাবেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি সমস্যা কোথায়।'

এই ঝুপড়িতেই বাস জোসেফ খড়িয়ার। বুধবার খাউচাঁদপাড়ায়।

দুর্দশা-চিত্র

- বিল না দিতে পারায় বিদ্যুৎ সংযোগ বহুদিন আগেই কেটে দিয়েছেন দপ্তরের কর্মীরা
- র‍্যাশন কার্ড থাকলেও পান না সামগ্রী
- নাম নেই বাংলার আবাস যোজনার তালিকায়। শৌচাগার পর্যন্ত জোটেনি
- রাতবিরেতে জঙ্গলে যান শৌচকর্ম সারতে

ঘরের স্বপ্ন পূরণ হয়নি মহেশচন্দ্র রায়ের।

ঘর পেলেন না সুরিপাড়ার মহেশ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৮ জানুয়ারি : অন্যের বাড়িতে আশ্রয়। তবে নিজের নামে কয়েক ডেসিমেল জমি রয়েছে। ভেবেছিলেন এবার সরকারি ঘর পাবেন। জীবন সায়াহ্নে সেই ঘরে শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না বছর ৭৪-এর মহেশচন্দ্র রায়ের। আবাস তালিকায় নাম নেই মহেশের। তবে হাল ছাড়েননি মহেশ। আবাসের তালিকায় নাম ওঠাবার আশাতেই বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অন্যের মাধ্যমে ই-মেল করে জানিয়েছেন।

মহেশের বাড়ি শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামে। তাঁর প্রধানের কাছে আবেদনে মহেশ জানিয়েছেন, আবাসের প্রাথমিক তালিকায় তাঁর নাম ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ পড়েছে। এমন একজন অসহায় মানুষের নাম বাদ পড়ল কীভাবে সেই প্রশ্ন উঠছে।

শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা বলেন, 'এই আবাস ২০১৮ সালের তালিকা অনুযায়ী হচ্ছে। তখন আমরা দায়িত্বে ছিলাম না। তবে মহেশচন্দ্র রায় আমার এলাকারই বাসিন্দা। তিনি আবাস পাওয়ার যোগ্য। তাই আগামীতে ফের সমীক্ষা হলে তিনি হয়তো ঘর পেয়ে যাবেন। আমাদের তরফে সবরকমের চেষ্টা করা হবে।' মহেশের সংসারে আর কেউ নেই। সরকারি সুযোগ পাওয়ার মতো তাঁর কাছে অন্ত্যোদয় যোজনার র‍্যাশন কার্ড রয়েছে। মহেশ বলেন, 'অন্যের বাড়িতে থাকি। ভেবেছিলাম এবার সরকারি ঘর পাব। কিন্তু এখন দেখি তালিকায় নাম নেই।'

তিনি এদিন সুরিপাড়া গ্রামের এসইউসিআই নেতা দুলাল অধিকারীর সাহায্যেই প্রধানকে মেল পাঠান। দুলাল বলেন, 'মহেশ একজন উদাহরণ মাত্র। এভাবে অনেক প্রকৃত দরিদ্রের নাম আবাসের তালিকায় বাদ পড়েছে। অথচ পাকা বাড়ি আছে তাদের নাম আবাসের তালিকায় রয়েছে। মহেশের মতো বাসিন্দাদের পরিস্থিতি পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত করা প্রয়োজন।'

টুকরো খবর

অস্বাভাবিক মৃত্যু

কালচিনি, ৮ জানুয়ারি : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক চা বাগান শ্রমিকের। বুধবার সকালে কালচিনির আউট ডিভিশন বাঙ্গাবাড়ির ১৯ নম্বর সেকশনের ছায়াগাছের ডালে কালীচরণ মুন্ডাকে (৫৫) ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বাগানের শ্রমিকরা। তাঁরা পুলিশে খবর দিলে কালচিনি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীচরণ বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন রাতে বিভিন্ন এলাকায় তাঁর খোঁজ চালান। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, ওই ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের পর ওই ব্যক্তির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

জন্মদিনে ভোজ

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার বারবিশানিবাসী প্রিয়া মাহাতোর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মধ্য নারারথলি এলাকায় ৩০ জন কচিকাঁচাকে খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি সেই অনুষ্ঠানে ৩০ জন খুদের হাতে খাবার, খাতা, কলম তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শুভ্র চক্রবর্তী, কমল ঘোষ প্রমুখ। শুভ্রর কথায়, 'ব্যস্ততা ভরা পৃথিবীর বুকে এমন কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি রয়েছেন বলেই মানবিকতা আজও বেঁচে আছে।'

১৮ দফা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : আবাস যোজনার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম, ১০০ দিনের কাজ চালু, এলাকার বিভিন্ন রাস্তা বেহাল, নদী-খালের উপর সেতুর অভাব, মৃত্যুর সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে টাকার লেনদেন সহ ১৪ দফা দাবিতে বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে স্মারকলিপি দিল সিপিএম। এদিন মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে স্মারকলিপি দেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-২ নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্যরা।

প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট, ৮ জানুয়ারি : জলদাপাড়ার লাল্টুরাম হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন নিয়ে প্রস্তুতি সভা করা হল। বুধবার সভায় অভিভাবকদের পাশাপাশি এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়। এছাড়া স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ধনঞ্জয় রায়, প্রধান শিক্ষক প্রাণতোষ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান হবে।'

কর্মসূচি

হাসিমারা, ৮ জানুয়ারি : আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে পুরোনো হাসিমারার অগ্রগামী সংঘের তরফে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বুধবার ক্লাবের সম্পাদক রানা সাহা বলেন, 'নেতাজির জন্মজয়ন্তী ছাড়াও ২৩ জানুয়ারি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই ২২ জানুয়ারি রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছে। গুরদোয়ারা লাইন থেকে রোড রেস শুরু হয়ে পুরানো হাসিমারায় শেষ হবে। ২৩ জানুয়ারি রক্তদান শিবিরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সার্কিট হাউসে বৈঠকে গৌতম দেব। বুধবার আলিপুরদুয়ারে।

মমতার নির্দেশে বৈঠকে গৌতম

বক্সা নিয়ে হস্তক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : জয়ন্তী মহাকালে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ওপর বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভের সমস্ত পিকনিক স্পট বন্ধের বিষয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বক্সার সার্বিক পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি বক্সার হোমস্টে সহ অন্য সমস্ত ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট জমা করেছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব বক্সার পরিস্থিতি জানতে আলিপুরদুয়ার আসেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে গৌতম জেলা প্রশাসন, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিনের বৈঠকে জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, দলীয় নেতা সৌরভ চক্রবর্তী ও মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্সার হোমস্টে নিয়ে প্রায় এক মাস ধরে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ পর্যটনে জটিলতা তৈরি করেছে। পাশাপাশি, গত কয়েক বছর ধরে জঙ্গলের বিভিন্ন আইনকে সামনে রেখে একাধিক অজুহাতে সমস্ত বক্সার সমস্ত পিকনিক স্পট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে খবর তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। দু'দিন আগে আলিপুরদুয়ারের সার্কিট হাউসে বক্সার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠন দেখা করে। তাঁরা বক্সা টাইগার রিজার্ভের কর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিন বৈঠক শেষে গৌতম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বক্সার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রথমত, শিবচতুর্দশীতে জয়ন্তীর মহাকালে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভগবান শিবের দর্শনে যান। অথচ সেখানে বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বক্সার বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলি থেকে আদিবাসী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বছরে একটা ইনকাম আসে। সেটাও এখন বন্ধ।'

আলিপুরদুয়ার জঙ্গল, পাহাড় ও নদীঘেরা প্রাকৃতিকভাবে ঐতিহ্যবাহী একটি জেলা। এই জেলার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। এই জেলা পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের রুজিরোজগার এই পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। গৌতমের সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই জেলাকে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা আখ্যা দিয়েছেন। তাই এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা মুখ থুবড়ে পড়লে তা তিনি মেনে নেবেন না। তাই এদিন সমস্ত বিষয় নিয়ে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, রাজ্যসভার সাংসদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবার সঙ্গে কথা বলে একটা রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।'

বক্সা তথা আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনের ক্ষতি করতে বন দপ্তর অতিসক্রিয় বলে অভিযোগ। শুধুমাত্র হোমস্টে নয়, বক্সার পর্যটনের সঙ্গে একাধিক আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট, জয়ন্তীর মহাকাল মন্দির, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান জড়িয়ে রয়েছে। সে সবের টানে বক্সায় পর্যটকদের ঢল নামে। শুধুমাত্র শিবচতুর্দশীর দু'দিনের মেলাকে কেন্দ্র করে অসম, বিহার ও ঝাড়খণ্ড সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কয়েক লক্ষ দর্শনার্থী বক্সায় ভিড় জমায়। বক্সার পিকনিক স্পটগুলিতে ১ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মানুষের থিকথিকে ভিড় লক্ষ করা যায়। তবে সব কিছু বন্ধ থাকায় হোমস্টের পাশাপাশি বক্সার সার্বিক পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্যোগ

- পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বক্সার সার্বিক পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন
- তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট জমা করেছেন
- বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গৌতম দেব আলিপুরদুয়ার আসেন
- জেলার সার্কিট হাউসে গৌতম জেলা প্রশাসন, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন

আলু গাছের পরিচর্যা চলছে। বুধবার পারোকাটায়।

দুশ্চিন্তা বাড়ছে আলুচাষিদের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে হালকা বৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে কুয়াশা তো ছিলই। এমন আবহাওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ আলুচাষিদের। এ ধরনের আবহাওয়ায় নাবিধসার আশঙ্কা থাকে। এখন আলু গাছের পরিচর্যা এবং চাপান সার দেওয়ার কাজ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন চাষিদের চিন্তা বাড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার সহকারী কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা) অম্লান ভট্টাচার্য বলেন, 'কুয়াশা বা বৃষ্টির ফলে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হলে, সেইসঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ও আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে হলে আলুর জমিতে নাবিধসা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ম্যানকোজেব অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক পাঁচ-সাতদিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।'

নাবিধসা দেখা দিলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর কৃষকদের সতর্ক করছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা প্রতিকূল আবহাওয়ায় আলুর জন্য নির্ধারিত ছত্রাকনাশক নিয়মিত স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছেন। জেলার সহকারী কৃষি অধিকর্তা নিখিল মণ্ডলের কথায়, 'জেলায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। সাধারণত ধান কাটার পর চাষিরা আলু চাষ শুরু করেন। ধান উঠতে এবার অনেক দেরি হয়েছে। যার জেরে আলু চাষ অনেক জায়গায় কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ির আলুচাষি বিমল দেবনাথ জানান, এমন আবহাওয়ায় ধসা লাগার আশঙ্কা থাকে। ধসা লেগে গেলে ফলন হবে না। কৃষি দপ্তরের পরামর্শ মেনে ওষুধ প্রয়োগ করা হবে।

আরেক আলুচাষি স্বপন দেবনাথের বক্তব্য, 'এবার ১০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। প্রতি বিঘায় খরচ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। প্রতি বিঘা থেকে ৮০ থেকে ১০০ বস্তা আলু মেলে। গত মরশুমে দর মেলায় বিঘে প্রতি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা লাভ পেয়েছিলাম। এবার আবহাওয়া এমন থাকলে ক্ষতির মুখে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।'

প্রকল্প রুখতে কমিটি

ডলোমাইট নিয়ে জনগণের অরাজনৈতিক জোট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ জানুয়ারি : 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'। বীরপাড়াবাসীর ভোগান্তি দেখে আপ্তবাক্যটির অর্থ হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। রেলমন্ত্রক স্পষ্টভাবে কিছু না জানালেও বীরপাড়ার ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিশুবাড়ি বাজার লাগোয়া মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে হাওয়ায় খবর ভাসছে। তাই আগেভাগেই অরাজনৈতিকভাবে জোট বাঁধলেন এলাকাবাসী। ডলোমাইট প্রকল্প তৈরি রুখতে বুধবার একটি কমিটিই গড়ে ফেললেন স্থানীয়রা।

কীরকম ভোগান্তি? বীরপাড়ার বাসিন্দারাই বলছেন, ডলোমাইটের গুঁড়োয় তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাছাড়া দিনরাত ডলোমাইটবাহী ডাম্পারের দাপটে দুর্ঘটনার আতঙ্কও একেবারেই সাম্প্রতিক। যদিও বর্তমানে সেই ডাম্পার চলাচলের সময় বেঁধে দেওয়ায় ভোগান্তি খানিক কমেছে। সেই একই কষ্টভোগ করতে চাইছে না শিশুবাড়ি। সেখানকার বাসিন্দা আলিমুল ইসলাম বলছেন, 'মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে কোনওভাবেই ডলোমাইট প্রকল্প তৈরি করতে দেব না।' স্থানীয়রা বলছেন, মুজনাই স্টেশন চত্বরের ফাঁকা জায়গাটিতে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলমন্ত্রক। অবশ্য ইতিপূর্বের ন্যায় বুধবারও আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম ফোন রিসিভ না করায় এনিয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। এদিকে জনগণের কমিটির সাধারণ সম্পাদক পরিমল ওরাওঁ বলেন, 'বীরপাড়ায় ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প তৈরির সময় জনসংখ্যা কম ছিল। পরে জনসংখ্যা বাড়ে। ভুক্তভোগীর সংখ্যাও বাড়ে। এসময় মুজনাই স্টেশনের আশপাশে জনসংখ্যা কম। কিন্তু কয়েকবছর পরই এলাকায় জনসংখ্যা বাড়বে। এছাড়া ডলোমাইট দূষণে বছরের পর বছর বীরপাড়াবাসীর ভোগান্তির সাক্ষী আমরা। এধরনের ভোগান্তিতে পড়তে আমরা রাজি নই।'

বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি সরানোর দাবিতে আন্দোলন চলছে। ২০১৮ সালে প্রকল্পটি হরিপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছিল রেলমন্ত্রক। তবে জমিজটে কাজ আটকে যায়। ২০২২ সাল নাগাদ শোনা যায়, প্রকল্পটি শিশুবাড়ির মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে সরানো হতে পারে। মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে প্রাথমিক তোড়জোড়ও লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি মাদারিহাটের উপনির্বাচনের মুখে বিজেপির দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বীরপাড়ায় খোলামেলাই প্রচার করেন, ডলোমাইট প্রকল্পটি বীরপাড়া থেকে মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে স্থানান্তরিত করা হবে। এতেই দুশ্চিন্তায় এলাকার বাসিন্দারা।

মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প নিয়ে আপত্তি তুলে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর শিশুবাড়ি নাগরিক কমিটি আলিপুরদুয়ারের ডিআরএমকে স্মারকলিপি দেয়। মিছিলও করেন স্থানীয়রা। আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসেবে বুধবার কমিটি গড়া হল। কমিটিতে রয়েছেন আমবাড়ি, দক্ষিণ শিশুবাড়ি, শিশুবাড়ি বাজার, চৌপথি, চাঁপাগুড়ি, কার্জিপাড়া, গোপালপুর চা বাগানের প্রতিনিধিরা। ১২ জানুয়ারি ওই কমিটি স্মারকলিপি দেবে ডিআরএমকে। ৯০ সদস্যের কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গোপালপুর চা বাগানের দীপক লাকড়াকে। গোপালপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে বৈঠকে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এনামুল হকরা।

ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প রুখতে গোপালপুর চা বাগানে বৈঠক। বুধবার।

এখনও নিখোঁজ শ্রমিক

ফালাকাটা, ৮ জানুয়ারি : অসমের কয়লাখনির ঘটনায় এখনও নিখোঁজ ফালাকাটার রাইচেঙ্গা গ্রামের শ্রমিক সঞ্জীব সরকার। যত সময় যাচ্ছে ততই উৎকণ্ঠায় শ্রমিকের পরিবার। তবে মঙ্গলবার রওনা দিলে বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান সঞ্জীবের বাবা কৃষ্ণপদ সরকার ও শ্বশুর অনিল সরকার। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে বাকরুদ্ধ বাবা। তবে শ্বশুর অনিল সরকার বলেন, 'এসে দেখছি এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। তবে আমার জামাইয়ের খোঁজ মেলেনি। অপেক্ষায় আছি।'

গত সোমবার অসম-মেঘালয়ের সীমানায় অসম রাজ্যের উম্রাংসো এলাকার এক কয়লাখনিতে মাটিচাপা পড়েন বহু শ্রমিক। জানা যায়, খনির ভেতরে হঠাৎ করে জল চলে আসে। প্রায় একশো ফুট নীচে আটকে পড়েন শ্রমিকরা। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উপরে উঠে আসতে সক্ষম হলেও অনেকেই এখনও নিখোঁজ। নিখোঁজদের মধ্যে ফালাকাটার শ্রমিকও। সঞ্জীব সরকার ১৫ দিন আগেই ওই কয়লাখনিতে কাজ করতে যান। তবে তিনি আগেও কয়লাখনিতে কাজ করেন। এবারই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এই খবর পেয়েও পরিবারের সবাই চিন্তিত। এদিনও সঞ্জীবের মা রূপা সরকার হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছেন। কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই সঞ্জীবের স্ত্রী টুম্পা সরকার।

আমাদের ছোট নদী

সৌন্দর্যই কাল পোরো নদীর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : 'যে রূপেতে জগৎ মুগ্ধ, সেই রূপই তাঁর কাল' এক কথায় এটাই গল্প বক্সা টাইগার রিজার্ভের পোরো নদীর। সারা বছর নদীতে জল থাকে। নীলচে পরিষ্কার জল। যেটা বর্তমানে অনেক নদীতেই আর দেখা যায় না। পোরো কিন্তু তার সেই রূপ ধরে রেখেছে কয়েক দশক পরও। পোরোকে ঘিরে পর্যটক হোক বা স্থানীয় বাসিন্দা স্মৃতিকথা কিন্তু কম নেই। নদীটির সৌন্দর্যের টানে যেমন ভিড় বাড়ে। তেমনি বাড়ে দূষণের মাত্রাও। বর্তমানে শীতের মরশুমে যে ছবিটা আরও বেশি দেখা যাচ্ছে। পিকনিকে গিয়ে অনেকেই নদীকে দূষিত করছেন। সেই দূষণকে বয়ে নিয়েই এখনও মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে পোরো।

আলিপুরদুয়ারের উত্তর দিক থেকেই জেলার বেশ কয়েকটি নদীর উৎপত্তি। পোরো নদীও তাদের মধ্যে একটি। সিনচুলা পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ডাঙ্গাটারি এলাকায় পোরো কালজানি নদীতে মিশেছে। প্রায় ৪০ কিমি দৈর্ঘ্যের এই নদীর বেশিরভাগ এলাকাই জঙ্গলের ভিতর। জেলার অন্য নদীর ক্ষেত্রে এইরকম দৃশ্য সহজে নজরে আসে না। পোরো তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী। শীতকালে অন্য ছোট নদী যখন নালায় পরিণত হয়। তখনও পোরোতে এক কোমর জল।

পোরো নদী ঘিরে গড়ে উঠেছে দুটো বড় বনবস্তিও। দক্ষিণ পোরো ও উত্তর পোরো। এই দুই বনবস্তিতে রাভা জনজাতির বাসিন্দাদের বসবাস। একটি গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নামও হয়েছে এই নদীর নামে। পররপার। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের যে এলাকার পাশে দিয়ে পোরো নদী এসে কালজানি নদীতে মিশেছে সেই এলাকাটিই পররপার। এই নদীতে পাওয়া যায় বিভিন্ন নদীয়ালি মাছ। যার মধ্যে বোরোলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জঙ্গলের প্রকৃতিক দৃশ্যের মাঝে বয়ে চলা নদী। এই দুইয়ের সংযোগ উপভোগ করতেই নদীর তীরে পিকনিকের আয়োজন বাড়তে থাকে। কয়েক বছর আগে তো এই পিকনিকের জন্য বন দপ্তরের পক্ষ থেকে দক্ষিণ পোরো এলাকায় ইকো পিকনিক স্পট শুরু করা হয়। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী সেটির পরিচালনা করছে। একসময় উত্তর পোরোতেও আরেকটি পিকনিক স্পট খোলা হয়েছিল। সেটা পরে বন দপ্তর বন্ধ করে দেয়। তবে স্বমহিমায় চলছে দক্ষিণ পোরো পিকনিক স্পট। এমনিতে সমস্যা না হলেও অনেকেই পোরো নদীর পাশে পিকনিক করতে এসে বিভিন্ন আবর্জনা নদীতে ফেলেন। অনেক সময় মদের বোতলও ফেলতেও দেখা যায় নদীতে।

আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক পরমিল দে'র কথায়, 'প্রকৃতিকে নির্জনে রাখাই ভালো। পঞ্চাশ বছর আগে যে পোরো নদী দেখেছিলাম সেটা এখন নেই। শহুরে আরামদায়ক পরিবেশ নদীর পাশে তৈরি করতে গিয়ে প্রকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করা হচ্ছে। সেটা না করাই ভালো।'

দুঃখ-কথা

- পোরো নদীর পাশে পিকনিক করতে এসে অনেকে আবর্জনা ফেলছেন
- অনেক সময় মদের বোতলও ফেলতে দেখা যায় নদীতে
- শীতের মরশুমে এই দূষণ মাত্রা ছাড়ায়
- শহুরে আরামদায়ক পরিবেশ নদীর পাশে তৈরি করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করা হচ্ছে

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

বক্সিরহাট, ৮ জানুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক তরুণকে বক্সিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মঙ্গলবার মধ্যরাতে জোড়াই মোড় বালাকুঠি গ্রামে পুলিশ অভিযান চালায়। তখন একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম আনোয়ার হোসেন। বাড়ি বক্সিরহাট এলাকায়। কী উদ্দেশ্যে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তাও দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, আনোয়ার মাদকের কারবার চালাত। অসম থেকে মাদক এনে তা তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিত। বুধবার পুলিশ আনোয়ারকে তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করেছে। আদালত সূত্রে খবর, বিচারক ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বীকারোক্তি

২০১১ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ দেব 'পাগলু' গেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন সেই গান গাওয়া যে উচিত হয়নি, তা বুধবার স্বীকার করলেন।

চার্জ গঠন

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় বুধবার মোট ৫৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। ১৪ জানুয়ারি থেকে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

অসন্তোষ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে কুমন্তব্যের ঘটনায় দুই মহিলাকে পুলিশি হেপাজতে অত্যাচারের মামলায় পুলিশের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট।

সরব শুভেন্দু

ডেভেলপমেন্ট ফি'র নামে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল পরিদর্শকের নোটিশ নিয়ে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

'প্রচুর চাকরি, বাংলায় ফিরুন'

মমতার দাবি, ইতিমধ্যে নিয়োগ ১০ লক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য যাওয়া এই রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে অনেকেই এই রাজ্য ছেড়ে বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য গিয়েছেন। আগে হয়তো এই রাজ্যে চাকরির এত সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এই রাজ্যে চাকরির প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি। সম্প্রতি ইনফোসিস ৪২৬ কোটি টাকায় তাদের অত্যাধুনিক উন্নয়নকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কাজ হবে। তাই আমি মনে করি, বাংলার ছেলেরা বাংলাতেই ফিরে আসুন।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কলকাতায় এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেগুলি টপ অফ দ্য টপের মধ্যে রয়েছে। আমরা এখন ৫০০টা আইআইটি, পলিটেকনিক তৈরি করেছি। যেখানে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। উৎকর্ষ বাংলা করেছি। সেখানে শিল্পকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা যদি লোক চায়, তাহলে তারা উৎকর্ষ বাংলা থেকেই নিতে পারে। ৪৭ লক্ষ ছেলেমেয়ে এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তার মধ্যে ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ইনফোসিস থেকে এনটিটি, শ্যাম স্টিল থেকে ধুন্সেরি পলিফিল্মস রাজ্যে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার ফলে প্রচুর কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতা ডেটা হাব হিসেবে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সংস্থা এনটিটি এবং কন্ট্রোল এস ডেটা সেন্টারগুলির মতো ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যের ডিজিটাল ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আগামী দিনে কর্মসংস্থানের ডেস্টিনেশন হবে বাংলা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে কটাক্ষ করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের অবান্তর দাবি নতুন কিছু নয়। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের দাবি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চাকরি না পেয়ে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।' অন্যদিকে, বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুরসভায় নিয়োগে কী হারে দুর্নীতি হয়েছে, তা সকলেই জানে। এরপর আর কীসের ওপর ভরসা করে তরুণরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনবেন?'

ধনধান্য স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে মমতা সহ অন্যরা। বুধবার। - রাজীব মণ্ডল

তীর্থযাত্রীদের ভিড়। বুধবার বাবুঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

শস্যবিমায় ৯ লক্ষ কৃষককে ৩৫০ কোটি দিল রাজ্য

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : চলতি খরিফ মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রায় ৯ লক্ষ কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। তাঁদের 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পে বুধবার ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। এই ফসল বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকা দিতে হয় না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাটাই দেয় রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে। আমরা বারবার বাংলার কৃষকের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।' গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা এই রাজ্যে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই রাজ্যে বাংলা শস্য বিমা প্রকল্প যে চলবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শোভনদেববাবু। তিনি বলেন, এই রাজ্যের কৃষকদের জন্য অন্য কোনও বিমার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকারের বিমাতেই তাঁরা উপকৃত হবেন।

বাংলা শস্য বিমা যোজনা নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতির জন্য আরও একবার রাজ্যের কৃষকদের কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। একদিকে ৯ লক্ষ কৃষকের জন্য রাজ্যের ৩৫০ কোটি আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ ৭০ হাজার কোটি। গত ২০১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলেও, আচমকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে রাজ্য। সম্ভবত, প্রকল্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শব্দ যুক্ত থাকাটাই তার কারণ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলে অন্তত ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা পেতে পারত রাজ্যের কৃষকরা। ফলে, রাজ্যের প্রকল্প না কেন্দ্রীয় প্রকল্প কোনটা থেকে কৃষকরা বেশি উপকৃত হতেন, সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন।

শওকতের বিরুদ্ধে নৌশাদ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের কারণে শওকতের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নৌসাদ। বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে এসে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, শওকত মোল্লা আইএসএফ বিধায়ককে জঙ্গি এবং সমাজবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন। এতে বিধায়কের সামাজিক গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমাজমাধ্যমেও তিনি এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন।

এদিন বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমকে নৌসাদ জানান, এর আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সমাজবিরোধী বলার অভিযোগে শওকতকে আদালতে গিয়ে জামিন নিতে হয়েছে। এবারও আইনি পথে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শওকতকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলেও এদিন মন্তব্য করেন নৌসাদ। পালটা আইনি পথে হেঁটেই জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়কও।

খেজুর রস পাড়ার মুহূর্তে। বীরভূমের কাশীপুর গ্রামে। - পিটিআই

মকর সংক্রান্তির পর রদবদলের চর্চা তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সংক্রান্তি মেনেই কি শাসকদলের সাংগঠনিক রদবদল? এই প্রশ্নেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দলের খবর, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সম্ভবত সাগরস্নান পর্ব মিটলেই এই কাজে তিনি হাত দেবেন বলে দলে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাকে আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই আভাসের পর দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে আশা করে আছেন বলে বুধবার তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মসূচি 'সেবাশ্রয়' নিয়ে এখন নিয়মিত ব্যস্ত তিনি। তবু সূত্রের খবর, এখন মাঝেমধ্যেই ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর অফিসে বসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলনেত্রীকে দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদলের লিখিত তালিকা সহ সুপারিশ করে অপেক্ষায় বসে আছেন। এরমধ্যে তাঁর সুপারিশ নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির মধ্যস্থতায় কয়েক দফা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে দলনেত্রীর নির্দেশে। এখন তার ফল অপ্রকাশিত।

বুধবার দলের এক শীর্ষনেতার দাবি, পৌষ সংক্রান্তি পেরোলেই দলে সংস্কার ও রদবদল নিয়ে পড়বেন তৃণমূলনেত্রী। সাগরস্নান শেষ হবে এমাসের ১৫ বা ১৬ তারিখ নাগাদ। ১৭ জানুয়ারি বা তার পরে অর্থাৎ আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন রদবদল নিয়ে মুখ খুলতে পারেন দলনেত্রী। তবে নেত্রী ভোট প্রস্তুতির বছরে দলে সাংগঠনিক স্তরে আদৌ ঢালাও রদবদলের পক্ষপাতী নন। রদবদল হলে তা হবে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জেলায়।

আসল বয়স কম, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ৭০ বছর। কিন্তু তাঁর বয়স অনেক কম বলে দাবি করেছেন তিনি। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই এই কথা বলেন।

এদিন ছাত্রদের সঙ্গে হালকা সুরে কথা বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আমি এখনও জন্মাইনি। জন্ম হবে সেদিন, যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব।' দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী রেখে মমতা বলেন, 'আমি দাদার থেকে ৫ বছরের ছোট।' অর্থাৎ এখন মমতার বয়স ৭০ নয়, ৬৫। এরপরেই তিনি বলেন, 'আসলে আমরা সব হোম ডেলিভারি তো। নাম নিজে দিইনি। বয়সও নিজে দিইনি। পদবিও দিইনি। অনেকে হ্যাপি বার্থ ডে বলে। কিন্তু দিনটা মোটেও পছন্দ নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। বাবা-মা করে দিয়ে গিয়েছে।' এরপরই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মমতা বলেন, 'দাদা বলেছিল, সার্টিফিকেটে তোর আর আমার বয়সের মধ্যে ৬ মাসের পার্থক্য। বাবা স্কুলের হেডমাস্টারকে বলে একটা বয়স বসিয়ে দিয়েছিল। আগেকার দিনে এই সমস্যা ছিল।'

প্রশ্ন উঠছে সিপিএমের সম্মেলনে

মহিলা ও তরুণ মুখের অভাবে উদ্বেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : তরুণ প্রজন্মকে সামনের সারিতে আনতে সিপিএমের শাখাস্তর থেকে সমস্ত কমিটিতে বয়সবিধি বেঁধে দেওয়া হয়। তবে নবীনদের সামনে আনার প্রচেষ্টা থাকলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। কমিটিতে তাঁদের জায়গা করে দেওয়ার ফলে বাদ পড়ছেন অনেক পরিণত নেতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা থাকছে কমিটিগুলির সংরক্ষিত পদ। সদ্য সিপিএমের এরিয়া কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে। একাধিক জেলা কমিটির বৈঠকও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আর তখনই সম্মেলনগুলি থেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দলের অন্দরেই চর্চা, দীর্ঘদিন সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল। ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। কিন্তু এখন বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে। যা সাংগঠনিক শক্তির অভাবের পরিচায়ক।

এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্ম বা মহিলা মুখ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যেসব তরুণকে সামনে আনা হচ্ছে, তাঁদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে। ফলে বয়সবিধি কার্যকর করে কী লাভ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলনগুলিতে।

সিপিএমের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরিয়া কমিটিগুলিতে ৩১ বছরের কম বয়সি একজন করে তরুণকে জায়গা দিতে হবে। পাশাপাশি ৪০ বছর, ৫০ বছরের মধ্যে কতজন করে থাকবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের অনেকে মাঠে-ময়দানে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পরিচিত নন। সমাজমাধ্যমে তাঁদের ঝোঁক বেশি।

তাই দলের একাধিক নেতা মনে করছেন, শুধুমাত্র বয়সকে বিশেষ অগ্রাধিকার না দিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতাও বিচার করা দরকার। প্রবীণ নেতারা দলের নীচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে মাঠে-ময়দানে নেমে জনসংযোগ করেন। কিন্তু তরুণদের সেই ধারণা নেই।

তবে ইতিমধ্যেই তরুণদের ও মহিলাদের দলের সদস্য করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শীর্ষনেতৃত্ব। এবং মাঠে-ময়দানে রাজনীতির সঙ্গে তরুণদের পরিচয় করানোর জন্য কর্মসূচিও নিতে চলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

সমস্যা কোথায়

- দীর্ঘদিন শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল
- ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়
- বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা
- অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে
- বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে

গঙ্গাসাগরমেলা শুরু আজ থেকে

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। মেলার মূল পুণ্যস্নান অবশ্য ১৪ তারিখ সকাল থেকে ১৫ তারিখ সকাল পর্যন্ত। মেলার দিনগুলিতে যে কোনও ঝামেলা রুখতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই দেশ-বিদেশের ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন।

তিন-চারদিন ধরে হঠাৎ করেই দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রীতিমতো গরম লাগছিল সাগরদ্বীপেও। কিন্তু এদিন ভোর থেকেই উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকায় রীতিমতো ঠান্ডা অনুভূত হয়। ভোরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় এলাকা। তার মধ্যেই চাদর-কম্বল চাপা দিয়ে পুণ্যার্থীরা আসতে থাকেন। ওপারে হারউড পয়েন্টের ৮ নম্বর জেটি থেকে লঞ্চে করে কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে সোজা সাগরে যাওয়ার মূল রাস্তা ধরে আধো অন্ধকারের মধ্যেই পুণ্যার্থীরা হাঁটতে থাকেন। এরপর স্নান করে সোজা মন্দির। প্রশাসনের তরফে গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্নানঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নানা রঙের আলোয় সাজানো হয়েছে আশ্রম সংলগ্ন গোটা এলাকা। আশ্রম ও বিভিন্ন জায়গায় আলোর পাশাপাশি লেসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বাহারি আলোর মেলায় যেন ঝলমল করছে এলাকা। মাইকে কোথাও রবীন্দ্রসংগীত, কোথাও আধুনিক গান, আবার কোথাও কীর্তন। গোটা এলাকা কার্যত সংগীতমুখর হয়ে উঠেছে।

বুধবার সকালে মন্দিরের সামনে সেনাবাহিনী পুণ্যার্থীদের খাবার বিলি করে। সকালে অবশ্য পুজো দেওয়ার ভিড় খুব একটা ছিল না। তবে বেলা বাড়তেই ভিড় হতে শুরু করে। ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা ভীষণ খুশি গোটা ব্যবস্থায়। রাজস্থানের বিকানের থেকে আসা বৃদ্ধ অমর রাজপুত বলেন, 'এর আগেও এসেছি। এবারের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো।' পুণ্যার্থীদের জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার যাবতীয় প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। আছে দুর্ঘটনা বিমা। ৯ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে গঙ্গাসাগরে কোনও পুণ্যার্থীর মৃত্যু হলে পরিবার ৫ লক্ষ টাকা পাবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সওয়াল-জবাব শেষ সঞ্জয়ের, শীঘ্রই রায়দান

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ হল ধৃত সঞ্জয় রায়ের সওয়াল-জবাব। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই মামলায় রায় ঘোষণার দিনক্ষণ জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার শিয়ালদা আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে শুরু হয় শুনানি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা শুনানি চলে। শুনানি শেষে আদালত কক্ষ থেকে লকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় সঞ্জয়ের মুখ ছিল থমথমে। এদিন আদালতে হাজির ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মাও। শুনানি শেষে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

সর্বক্ষণ প্রহরা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সন্দেশখালিতে গণধর্ষণের অভিযোগে নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশি প্রহরার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতির নির্দেশ, ওই মহিলার বাড়িতে সর্বক্ষণ পুলিশের নজরদারি থাকবে। সোমবার পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, ঘটনার তদন্ত এগিয়েছে। তবে নির্যাতিতার আইনজীবীর অভিযোগ, পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরও পদক্ষেপ করা হয়নি। তারপরই বিচারপতি পুলিশের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারই লক্ষ্য

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরএসএস-এর নজর এবার উত্তরে নয়, মধ্যবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গে। রাজ্যে বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যেই সংঘের কর্মী ও অনুগামীদের বিশেষ বার্তা দিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ১০ দিনের রাজ্য সফরে আসছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। রাজ্য সফরে এসে ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে প্রকাশ্য সভাও করবেন তিনি। কলকাতায় থাকাকালীন তিন দিন সংঘের সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিনি। অখিল ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ভাগবত।

আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে চলতি বছরে দেশের ৪৬টি প্রদেশে সফর শুরু করেছেন সংঘপ্রধান। সেই পরিক্রমার অঙ্গ হিসাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সফরে আসছেন তিনি। সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৭ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তিনি। এর মধ্যে ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সংঘের কার্যালয়ে রাজ্যে ও পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক করবেন তিনি। ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বর্ধমানে যাওয়ার কথা। মধ্যবঙ্গ আরএসএস-এর প্রধান সুশোভন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সংঘের শতবর্ষে শরসংঘচালককে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এটা আমাদের স্বয়ংসেবকদের কাছে একটা বড় সুযোগ।'

আরএসএস-এর মধ্যবঙ্গের সাংগঠনিক এলাকার মধ্যে রয়েছে ৮টি প্রশাসনিক জেলা। হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। '২১-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে একমাত্র মুর্শিদাবাদ ছাড়া বাকি জেলায় বিজেপির ফল সবচেয়ে ভালো। কিন্তু, '২৪-এর লোকসভা ভোটে এই জেলাগুলিতেই বিজেপির বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য দলকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে সদস্য সংগ্রহে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। সংঘ ঘনিষ্ঠ বনশল মনে করেন, তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করা না গেলে ভালো কিছু সম্ভব নয়।

ফেব্রুয়ারিতে আসছেন ভাগবত

কলকাতার এক সংঘকর্তার মতে, বিজেপির সংগঠন আরএসএস-ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেই কারণে, '২৬-এর ভোটে রাঢ়বঙ্গে দলের হারানো জমি ফেরাতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। আর সেই জমি উদ্ধারের কাজে সংঘের স্বয়ংসেবক ও সর্বক্ষণের কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই বার্তা দিতে আসছেন সংঘ প্রধান।

দিদির অনুরোধে দেব গাইলেন ও মধু, ও মধু...

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সবসময় শক্ত কথা ভালো লাগে না, কখনও কখনও একটু আনন্দ, একটু উল্লাস, একটু উচ্ছ্বাস মানুষের প্রাণকে আনন্দময় করে তোলে। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের অনুষ্ঠানের শেষ দিনে এই ভাবেই হালকা মুডে ছাত্রদের সামনে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শুধু কথার কথা নয়, অনুষ্ঠান শুধু ভাষণে সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেনের মতো মন্ত্রী বা দেব, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষের মতো সাংসদ বা অদিতি মুন্সির মতো বিধায়ককে দিয়েও গান গাওয়ালেন মমতা। তবে মমতার অনুরোধে গান না গাইলেও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অদিতিকে গানের জন্য ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। অদিতি প্রথমে 'আগুনের পরশমণি' দিয়ে শুরু করেন। অদিতির পরিচয় দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মুখ ফসকে বলে ফেলেন, 'অদিতি কীর্তনের স্রষ্টা হলেও অন্য গানও ভালো জানে।' এরপরই ডাক পড়ে সায়নীর। তাঁকে লোকসংগীত গাওয়ার জন্য বলেন মমতা। সায়নী গাইলেন 'তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না।'

জুন গাইলেন, 'হাম হোঙ্গে কামিয়াব।' ইন্দ্রনীলের পরিচয় দিতে গিয়ে মমতা বলেন, 'ইন্দ্রনীল কোনওদিন প্র্যাকটিস করে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠ রয়েছে ওর।' ইন্দ্রনীল সকলকে চমকে দিয়ে বলেন, 'এই গানটা নিয়ে ছেলের সঙ্গেও ঝামেলা হয়েছে। তবু গাইবই।' বলে ওঠেন, 'রুবি এসেছে?' এরপরই গেয়ে ওঠেন, 'মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে...' দর্শকাসনে তখন তুমুল উন্মাদনা। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, 'জমিয়ে দিয়েছে।'

ব্রাত্যকে গান গাইতে বললে তিনি বলেন, 'গান গাইতে পারব না, বলতে পারব।' তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা তাতে আপত্তি জানান। তখন এগিয়ে আসেন ইন্দ্রনীল। তাঁর সঙ্গেই ব্রাত্য গেয়ে উঠলেন, 'রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তুলে নূপুরে।'

এরপর মঞ্চে দেবকে ডাকা হতেই দর্শকাসনে তুমুল উন্মাদনা দেখা যায়। তা দেখে দেব বলেন, 'সিএম-এর সামনে আমার সব গুলিয়ে যায়।' এরপরই দেবের অকপট স্বীকারোক্তি, 'একটা গান মাথায় এসেছে। কিন্তু এটা গাইলে এখন থেকেই ট্রোল হতে শুরু করব।' নাছোড় মুখ্যমন্ত্রী তখন দেবকে বলেন, 'ওই গানটাই গাও। এসব বলে তুমি পাশ কাটাতে পারবে না।' দেব তখন গেয়ে ওঠেন, 'হে ইউ, লিসেন টু মি, ইউ আর মাই লাভ, জানো তুমি, ও মধু, ও মধু...।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ পৌষ ১৪৩১

সৌধ নিয়েও বিতর্ক

মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর নানাবিধ উপায় রয়েছে। শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা এক-দু-মিনিটের নীরবতা পালন ছাড়াও যথাযথভাবে শ্রদ্ধা জানানোর অনেক পদ্ধতি আছে। সেই মানুষটির কাজকর্ম, কথাবার্তা স্মরণে রেখে সেগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞান। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিতে কংগ্রেস একটি সৌধ নির্মাণের দাবি তুলেছিল।

বেশকিছু বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মেনে নিয়েছে। রাজঘাটে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে বা ওই সংলগ্ন এলাকায় মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে কেন্দ্র। মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চাপানউতোরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করা হবে। প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে মোদি সরকার।

কেন্দ্রের এই ভূমিকায় আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ শর্মিষ্ঠা। মনমোহনের প্রয়াণের ঠিক আগের দিন ছিল তাঁর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিজেপির প্রচার ছিল চড়া সুরে। দাবি করা হচ্ছিল, তিনি যেভাবে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন সেই পথেই হাঁটছে মোদি সরকার। তর্কাতীত বিষয় হল অটলবিহারী, প্রণব এবং মনমোহন- তিনজনই ছিলেন ভারতমাতার কৃতী সন্তান।

দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ভারতের আর্থসামাজিক বিকাশের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইত্যাদি ভোলার নয়। সেই অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রণববাবুর প্রয়াণের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না ডাকা, মনমোহনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পর হাত শিবিরের তরফে তাঁকে লার্জার দ্যান লাইফে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগা ইত্যাদি প্রশ্ন এখন অবান্তর।

নানা মহলে বলা হয়ে থাকে, মনমোহনের বদলে প্রণব সেসময় প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনি বিপর্যয় হত না। আবার অনেকের ধারণা, অটলবিহারীর হাত ধরেই দেশে প্রথম হিন্দুত্ববাদী সরকার ডানা মেলেছিল। এই বিতর্ক শেষ হওয়ার নয়। বাজপেয়ী, প্রণব এবং মনমোহন তিনজনেই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনজনেরই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন সমাজে তো বটেই, বহু যুগ পর্যন্ত আলোচিত হবে।

তাঁদের সেই কাজকর্ম, বক্তৃতা নিয়ে গভীর চর্চা হতে পারে। তার থেকে উঠে আসতে পারে আরও উন্নত চিন্তাভাবনা। কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগই শাসক বা বিরোধী শিবিরে চোখে পড়ে না। তিন প্রয়াত নেতার কেউই বিরোধিতা, সমালোচনাকে অবহেলা করতেন না। বরং খোলামনে গ্রহণ করতেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বাজপেয়ী আরএসএসের প্রচারক থেকে প্রথমে জনসংঘের নেতা হয়েছিলেন। তারপর বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রণব ছিলেন আদ্যন্ত কংগ্রেসি। মনমোহন এসেছিলেন পড়াশোনার জগৎ থেকে। পরে যিনি নিজেকে প্রথমে ব্যুরোক্র্যাট ও পরে প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান কান্ডারি থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী- দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনের বাধা টপকেছেন। শীর্ষপদে থেকেও তাঁরা কখনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক শিষ্টাচার থেকে বিস্মৃত হননি।

সবজান্তা মনোভাব এই তিন নেতার কারও ছিল না। ইতিহাসে নিজেদের নাম লেখানোর দৌড়ে তাঁরা কখনও দেশের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখাননি। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর হিড়িকে সেই ইতিহাসকেই এখন সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি ও কংগ্রেস- উভয় শিবিরেই। বাজপেয়ীর নামে স্মৃতিসৌধ আগেই নির্মিত হয়েছে। প্রণব এবং মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শীঘ্রই শুরু হবে।

কিন্তু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ নিয়ে যে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তাতে প্রয়াত নেতাদেরই আসলে অসম্মান করা হচ্ছে। প্রয়াত নেতাদের দেশ গঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা-অভিষেক ও শিল্পী বয়কট বিতর্ক

তৃণমূলে এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিতরা নতুন বিতর্কে অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। মজাটা এখানেই।

শুভাশিস মৈত্র

প্রায় নিয়ম করে বছরে অন্তত তিন থেকে চারবার সংবাদমাধ্যমে খবর দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতার লড়াই নিয়ে। কিছু দিন চলে। দলের নানা নেতা তাঁদের মাপ আনুযায়ী নানা বিবৃতি দেন। তারপর আবার সব থিতিয়ে যায়। এবারের দ্বন্দ্বের বিষয় সরকারবিরোধী শিল্পীদের 'বয়কট'।

আরজি কর সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা ডাক্তারের খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় যাঁরা রাস্তায় নেমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেছেন, পদত্যাগ দাবি করেছেন, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক শুরু তৃণমূলের অন্দরে। এমন শিল্পীদের কত ধানে কত চাল, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে শাসকশিবিরে। বেশ গলা ফাটিয়েই বলা হচ্ছে, এই শিল্পীরা কোথাও অনুষ্ঠান করতে গেলে বাধা দেওয়ার কথা। বোঝা যাচ্ছে, এরপর কেউ তাঁদের অনুষ্ঠানে ডাকতেও সাহস পাবে না। আসলে ক্ষমতা চাইছে, প্রতিবাদী শিল্পীরা নতজানু হন।

দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান অবশ্য এ ব্যাপারে ঠিক উলটো। তিনি বলেছেন, এই কাজ ঠিক নয়, এটা দলের সিদ্ধান্ত নয়। যদিও তার পরেও দেখা গেল, দলের এক সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, যতক্ষণ না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বারণ করছেন, তিনি এই বাধা দানের পক্ষেই সওয়াল করে যাবেন। ইঙ্গিত এটাই যে এই কাজে মমতার সায় আছে।

এক সাংসদ বলেছেন, তাঁর নির্বাচনি ক্ষেত্রে এমন শিল্পীদের অনুষ্ঠান হলে তিনি বাধা দেবেন। এক মন্ত্রী বলেছেন, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে ফের চর্চায় পিসি-ভাইপোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এবারের লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গায়। দলের যে নেতারা অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলে এতদিন পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে অভিষেকের মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে।

অভিষেকের প্রভাব কি তা হলে পার্টিতে কমছে? এক মাস আগেই দলের এক বিধায়ক দাবি জানিয়েছিলেন অভিষেককে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী করার। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'সময়ের নিয়মে মমতাদির পর একদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক… মমতাদি'র নেতৃত্ব চলতে থাকুক, তার মধ্যেই আগামীর পদধ্বনি হতে থাকুক।' এসব চলতে চলতেই গত ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে মমতা সব নেতাকে ডেকে বলে দিলেন, 'অনেক নেতা-মন্ত্রীর মধ্যে যেমন খুশি সাজো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাঁদের আলটপকা কথায় বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। মেপে কথা বলুন, বেচাল দেখলে দল ব্যবস্থা নেবে।' বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, তিনিই দলের চেয়ারপার্সন, দলে তাঁর কথাই শেষ কথা।

মমতার এই বার্তায় কাজ হল ম্যাজিকের মতো। আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায়, শিল্পী-বয়কট নিয়ে কয়েকজন নেতা, যাঁরা এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদেরও দেখা গেল অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিতে। ফলে এই মুহূর্তে এমন মনে হওয়ার কারণ রয়েছে, দলে অভিষেকের গুরুত্ব কমেছে। বলা যায়, অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের 'মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে থাকতে পারবেন, কিন্তু রাজ্যের নিরিখে তাঁর ঢালতরোয়াল আপাতত অকেজো। যদিও অভিষেকের এই আপাত-নিষ্প্রভ দশা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। সম্ভবত খুব বেশিদিন নয়। কারণ কোনও সন্দেহ নেই, শেষপর্যন্ত এটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপার।

অভিষেক কিন্তু ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন দলকে। শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণার ফল ভালো নাও হতে পারে।

এমনিতে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও আইডিওলজি নির্ভর দল নয়। প্রধানত মমতার ক্যারিশমা এবং সংগঠন, একই সঙ্গে প্রশাসন-পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এর উপর নির্ভর করেই তৃণমূল অর্জন করেছে একের পর এক বিরাট জয়। কিন্তু একটা দল শুধু এই দিয়েই বারবার ভোটে জেতে না। তার একটা 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-ও দরকার হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নতুন কোনও 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-এর জন্ম দেয়নি। এই বিষয়ে তাঁরা বামপন্থী 'লিগ্যাসি'-কেই বহন করে চলেছে। এই কারণেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবীর সুমন, নচিকেতা, বিভাস চক্রবর্তীর মতো বাম ঘরানার বহু বিশিষ্ট শিল্পী মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর করতে পারেন। প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর কথাও মনে রাখা উচিত। তৃণমূলের সভা-সমিতিতে তাই নিয়মিত শোনা যায় 'উই শ্যাল ওভার কাম', 'কারার ওই লৌহকপাট' বা 'থাকিলে ডোবা খানা'-র মতো গান। যেসব গান একদা বামপন্থীদের সভাতেই গাওয়া হত।

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন এমন বহু ভোটারের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের অনেকেই শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তাঁদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট কর্মসূচি সফল হলে এমনকি আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

আরজি করের ঘটনায় মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের চাপে মমতা, বলা যায় গত ১৩ বছরে প্রথমবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। বদলি করতে হয়েছে একাধিক শীর্ষ পদের অফিসারকে। তারপর রাজ্যে হয়ে গিয়েছে ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচন। সবক'টি আসনে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তৃণমূল ভাবছে এই জয় তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ হয়ে যাওয়ার শংসাপত্র। এবার শিল্পীদের বয়কটের আওয়াজ তুলে তৃণমূল সম্ভবত বদলা নিতে চায় আরজি করের।

কিন্তু ভোটে জেতা মানে চার্জশিট থেকে সব অভিযোগ মুছে গেল, এই ভাবনাটা ভুল। উপনির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে বিজেপি খুব ভালো ফল করেছে উত্তরপ্রদেশে। তার মানে এই নয়, যে যোগীর বুলডোজার জাস্টিস সঠিক পদ্ধতি ছিল, তাঁর বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে স্লোগান অসাম্প্রদায়িক ছিল।

গত সপ্তাহে মমতা গিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে। সেখানে লোকসভা, বিধানসভা দুটি আসনই তৃণমূল জিতেছে। এটা ঠিক, সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির কিছু সাজানো অভিযোগ ছিল। তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে যা করণীয় মমতার তা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, মমতা তাঁর দলের যে নেতাদের সন্দেশখালি পাঠিয়েছিলেন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে, তাঁদের প্রায় সবাই সন্দেশখালি থেকে ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছিলেন স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন অন্যায়ের কথা, গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার কথা।

মমতা গত সপ্তাহে সন্দেশখালিতে গিয়ে বলেছেন সেখানকার মানুষ যেন দুষ্টু লোকেদের থেকে সতর্ক থাকেন। মানুষের সতর্ক থাকার ব্যাপারটা তো পরের কথা, আগে তো দরকার ওই সব দুষ্টু লোকেদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। যে দপ্তরটা তাঁরই হাতে।

ফিরে আসা যাক শিল্পী বয়কটের প্রসঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছেন, ৭০-এর দশকের গোড়ায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জমানায় উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের ওপর হামলার কথা। সেই দল কিন্তু ৪৭ বছরেও আর ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে। হামলা হয়েছিল ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল'-এ ২০০২-এ। সেই বামেরা এখনও শূন্য। ইতিহাসের এই শিক্ষা সব রাজনৈতিক দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক সাংবাদিক)

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন, তাঁদের অনেকের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। তাঁদের অনেকে শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট সফল হলে আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

আজ

১৯৩৭

চিত্র পরিচালক ফারাহ খানের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২২

আজকের দিনে প্রয়াত হন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী রাশিদ খান।

আলোচিত

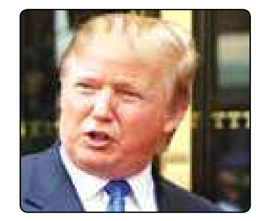

আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেওয়ার আগে হামাস যদি বন্দি মার্কিন নাগরিকদের না ছাড়ে, তবে এটা ওদের জন্য তো বটেই, কারও জন্য ভালো হবে না। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ধ্বংসলীলা চলবে। অনেক আগেই ওদের উচিত ছিল বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

কেরলের মালাপ্পুরমে একটি মসজিদে উৎসব চলছিল। বহু মানুষ জড়ো হয়েছিল। সেখানে ৫টি হাতিকে আনা হয়। তাদের দেখতে ভিড় জমে যায়। হঠাৎ একটি হাতি রেগে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করে। একজনকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। ১৭ জন আহত।

ভাইরাল/২

ইরানে মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। হিজাব না পরায় ইরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে মহিলাকে হেনস্তা করেন এক ধর্মগুরু। মহিলাটি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। রেগে গিয়ে ধর্মগুরুর সাদা পাগড়ি খুলে নিজের মাথায় হিজাবের মতো জড়িয়ে নেন।

জনমন জনমত

স্কুলের পেছনে নেশার আসর

শিলিগুড়ির ১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা গান্ধি স্ট্রিটের মূল রাস্তার পাশে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই স্কুলের পেছনে রাস্তা দখল করে বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা মাদক সেবন করে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে নেশা করা। গোটা রাস্তা দখল করে রাস্তার ওপরই বাইক রেখে চলে বেলেল্লাপনা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে গেলে শুনতে হয় খিস্তিখেউড়। এভাবে রাস্তা দখল করে রাখার দরুন এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হয়।

একটি স্কুলের পাশে নেশাগ্রস্তদের এমন দৌরাত্ম্য কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রাস্তার পাশে কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে। ওই সব দোকানকে কেন্দ্র করেই আড্ডা। এই আড্ডা থেকে দিনভর চিৎকার, হইহুল্লোড় চলার দরুন স্কুলের পঠনপাঠনেও অসুবিধা হয়।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার এই ঠেক বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এখনও নিয়ে চলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন অধিকাংশ সময়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকে।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মিড-ডে মিলে কেন শিক্ষকরা

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল ব্যবস্থা চালু আছে। মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত করার ফলে সারাবছর অনেক কর্মদিবস নষ্ট হয়। দৈনিক অনেকটা সময় দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়। এমনিতে অনেক স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। তার ও শিক্ষকদের সারাবছর মিড-ডে মিলের হিসেব (অডিট) রাখতে তটস্থ থাকতে হয়। সরকারি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, নিউটাউন, তুফানগঞ্জ।

সৌরবাতি জ্বলে না

কুশমণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল সৌরবাতি। তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বস্তি এসেছিল। কিন্তু সেই স্বস্তি স্থায়ী হল না। এখন ওইসব পথবাতির অধিকাংশই জ্বলে না। এই আলো না থাকার জন্য ছোট-বড় নানা সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা তীব্র সংকটে

ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী হয় না।

শুভময় দত্ত

কয়েকবছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের পুরোধা গৌতম ভদ্র বলেছিলেন, 'গবেষণার প্রতিটি শব্দ হল 'ব্রহ্ম', তাই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের শব্দচয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সদ্য প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী একই সময় মন্তব্য করেছিলেন : 'ইতিহাস কথা বলে না, ইতিহাসকে কথা বলানোর দায়িত্ব একজন গবেষকের।'

বিশেষভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ধারাবাহিক কালানুক্রম না জানলে বিজ্ঞাননির্ভর ইতিহাসচর্চার গতি রোধ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, রাজভক্তির স্তুতি, ব্যক্তিনির্ভর ইতিহাস হতে পারে না। ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে পরিশোধিত না হলে তা সংকটের।

ইতিহাস নিয়ে সবাই পড়তেই পারেন, জানতেই পারেন কিন্তু ইতিহাস লেখার অধিকার সবার নয়। গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞানে এই সত্য কথাটির মূল্য অপরিমেয়, গভীরতাও অসীম। গবেষণার পরিভাষায় 'মেথডোলজি' অর্থাৎ পদ্ধতিবিজ্ঞান। সঠিক তথ্য বারবার যাচাইকরণ, নিবন্ধীকরণ, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আর্কাইভের কাজ শিখতে হয়। তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যা জানতে হয়, দীর্ঘশ্রম দিয়ে পড়তে হয়।

যার জন্য ইতিহাস লেখার চাইতেও বেশি প্রয়োজন ইতিহাস লেখার পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন। প্রতি ক্ষেত্রের ইতিহাস লেখার ধারা-উপধারার স্বতন্ত্র পদ্ধতিবিজ্ঞান আছে।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম, তা লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পৃথক। ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই যেমন ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না, তেমন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী, এই এক ভ্রান্ত ধারণা। তথাকথিত ইতিহাসবিদ বিষয়টি খুব মারাত্মক প্রভাব তৈরি করেছে জনমনে।

খুব সাধারণ ও শিক্ষায় প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ যেহেতু গবেষণার বিষয়ে ধারণা পোষণ করেন না, তাঁরা সেই তথ্যসম্পর্কিত বিষয়ের বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অনুপুঙ্খ যাচাই না করেই সেই বিশ্লেষণকে বেদবাক্য মনে করে বসেন। এখানেই একজন প্রত্যয়ী গবেষকের বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে লেখার চর্চা বেড়েছে। ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। ফলে যে যার ইচ্ছেমতো ইতিহাসনির্ভর বিষয়গুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে, বিনা যাচাইয়ে, অথবা বিধিবদ্ধ পদ্ধতিবিজ্ঞান না মেনেই লিখে ফেলছেন।

উচ্চতর গবেষণা শুধু যে ডিগ্রি অর্জনের ঈপ্সিত স্পর্ধা, তা নয়। বরং দীর্ঘ গবেষণা করে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা ও তাঁকে প্রমাণ করাও তার দায়িত্ব। যেহেতু ইতিহাসচর্চায় সত্যনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভুল ইতিহাসের প্রভাব যে কী ভয়ংকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ করা যায় ইতিহাসচেতনা যাঁদের নেই, তাঁদেরই ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখার দাপট বেশি।

আধুনিক জোয়ারে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেশ অভাব অনুভূত হয়। যতটুকু আলোর উদ্দীপন আছে তাঁকে লালন করার দায়িত্ব সকলের। নইলে ভবিষ্যতে কে দেবে আলো, কে দেবে আশা।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৫

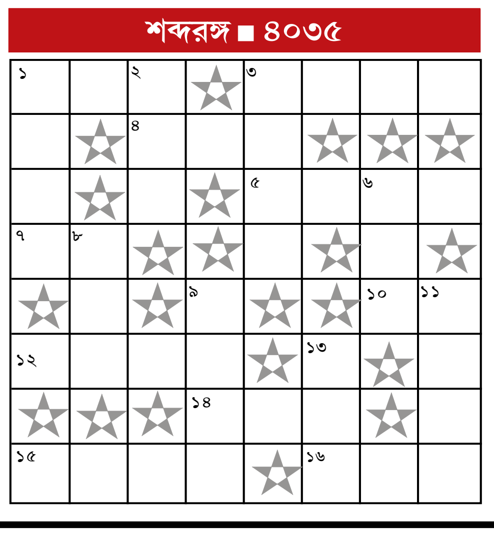

পাশাপাশি : ১। সিংহাসন ৩। অনিষ্টকারী, প্রবঞ্চক ৪। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৫। আগুন জ্বলার ভাবপ্রকাশক ৭। হাঁসজাতীয় পাখি ১০। শরীর, দেহ ১২। সবসময়, সর্বদা, ঘনঘন ১৪। বায়ুরোগ, পাগলামি, খ্যাপাটে ভাব, প্রবল ইচ্ছা বা শখ ১৫। আগের লেখা কেটে লেখা, লেখা কেটে শুধরে নেওয়া, সংশোধন ১৬। পাকা বাড়ির খসে পড়া পলেস্তারা, আবর্জনা,অকেজো, বাজে।

উপর-নীচ : ১। ঠিক সেই রকম, সেই রকমই, ব্যতিক্রমহীন ২। নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ৩। আগুনে বনদহন, দাবানল ৬। দৈত্য, অসুর, দনুজ ৮। ঝগড়াটে, কলহপ্রিয় ৯। কাঁসার বড় বাটি ১১। যজ্ঞের পশুমাংস, এক রকম পিঠে যা যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় ১৩। ছাগ,পাঁঠা।

সমাধান ■ ৪০৩৪

পাশাপাশি : ২। আব্বাজান ৫। তালিম ৬। দরদস্তুর ৮। রফা ৯। শশ ১১। করিতকর্মা ১৩। ভিয়েন ১৪। তন্নতন্ন।

উপর-নীচ : ১। কৃতাঞ্জলি ২। আম ৩। জামির ৪। দপ্তর ৬। দফা ৭। দংশ ৮। রজত ৯। শর্মা ১০। অভিনব ১১। কনক ১২। কদন্ন ১৩। ভিন্ন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আপের পাশে মমতা, ইন্ডিয়ায় ফাটল চওড়া

দিল্লির ভোটে কোণঠাসা কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে কংগ্রেস। অন্তত দিল্লি বিধানসভা ভোটে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। যার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লির ভোটে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপ-তৃণমূল ঐক্য 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে দিল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্সে লিখেছেন, 'দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।' জবাবে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন লিখেছেন, 'আমরা আপনার পাশে আছি।' এর আগে সপাও আপকে দিল্লিতে সমর্থন করেছিল। মঙ্গলবার রাতে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকেও কৃতজ্ঞতা জানান কেজরিওয়াল। একটি সূত্র জানিয়েছে, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের সমর্থনে প্রচার করতে পারে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বাকি শরিকদের এভাবে জোট বাধা বিরোধী শিবিরের অন্দরের ফাটলকে আরও চওড়া করে দিল।

তৃণমূলের সমর্থন ঘোষণার পর দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অবস্থানই আবার উঠে এসেছে। তিনি বারবার আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প সমীকরণ গড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। মমতার মতে, যেখানে যে দল শক্তিশালী, সেখানেই সেই দল ভোটে নেতৃত্ব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করেই দিল্লিতে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থন আপ-এর জন্য একটি শক্তি হয়ে উঠলেও, কংগ্রেস এবং আপ-এর সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল রয়েছে, তা আরও গভীর হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট জানান, আপ এবং কংগ্রেস একে অপরকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে। এদিন দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে দিল্লিবাসীর জন্য ২৫ লক্ষ টাকার জীবন বিমা প্রকল্প 'জীবন রক্ষা যোজনা' ঘোষণা করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি বলেন, 'রাজস্থানে আমরা যেভাবে চিরঞ্জীবী যোজনা চালু করেছিলাম দিল্লিতেও জীবন রক্ষা যোজনা চালু করব। এই প্রকল্প দিল্লি ভোটে গেম চেঞ্জার হবে।'

> দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।
>
> -অরবিন্দ কেজরিওয়াল

> আমরা আপনার পাশে আছি।
>
> -ডেরেক ও'ব্রায়েন

প্রাণের সন্ধানে উদ্ধার। সঙ্গী সারমেয়। বুধবার শিগাতসে।

বিধ্বস্ত তিব্বতে নিখোঁজ ৪০০

লাসা, ৮ জানুয়ারি : সরকারি হিসাব বলছে, চিন নিয়ন্ত্রিত তিব্বতে মঙ্গলবারের ভূমিকম্পে ১২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮৮। নিখোঁজ কমপক্ষে ৪০০ জন। তাঁরা ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার নতুন করে প্রাণহানির তালিকা প্রকাশ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। তবে ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিখোঁজদের কতজন জীবিত রয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সেরিং ফুন্টসোগের বক্তব্যে সেই আশঙ্কা জোরালো হয়েছে।

গুরুম নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন সেরিং। চিনের সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম জিনহুয়াকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পৈতৃক গ্রাম গুরুমের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ২২২। ভূমিকম্পে গ্রামটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু

উদ্ধারে আশঙ্কা

৫০ জন গ্রামবাসীর খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর একাধিক আত্মীয় রয়েছেন বলে সেরিং জানান। রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়ায় আটকে পড়া মানুষজনের কতজন জীবিত তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ তিনি। সেরিং বলেন, 'শিশু ও বৃদ্ধদের কথা বাদ দিন, ভূমিকম্পের জেরে ঘরবাড়ি এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিল যে তরুণরাও নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সময় পাননি। গুরুমের বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন। তাঁদের বার করে আনা সম্ভব হয়নি।'

তিব্বতের শিগাৎসে শহরে ৩,৬০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে চিনা সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। সেখানকার ৩০ হাজার বাসিন্দাকে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। তবে শতাধিক মানুষের খোঁজ মেলেনি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবারের ভূমিকম্পের পর বুধবার পর্যন্ত তিব্বতে ৫০০-র বেশি আফটার শক অনুভূত হয়েছে।

হাসিনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিতে অস্বস্তিতে ঢাকা

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের অবস্থানে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে বাংলাদেশের। আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর পাসপোর্ট বাতিল কিংবা তাঁকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার ক্রমাগত মরিয়া হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু সব ব্যাপারেই একপ্রকার গা-ছাড়া মনোভাব নিয়েছে নয়াদিল্লি। এমনকি শেখ হাসিনার ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিও পরে জানতে পেরেছে বাংলাদেশ। আর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের। বিষয়টি নিয়ে বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আপনাদের মতো আমিও এই বিষয়টি পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। আমাদের কী করার আছে। এটি ভারতের বিষয়।' জানা গিয়েছে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল।

সূত্রের দাবি, আপাতত ৬ মাসের জন্য হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলের খবর, ঢাকার অনুরোধ মেনে হাসিনাকে এই মুহূর্তে ফেরত পাঠালে তাঁর প্রাণসংশয় রয়েছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের বন্ধু হাসিনাকে ফেরত পাঠালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব পেয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হলে তৌহিদ হোসেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব এখনও পাইনি।' হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একাধিক অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। ২৩ ডিসেম্বর হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে ভারতের কাছে কূটনৈতিক বার্তাও পাঠিয়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশের সাফ কথা, এই ইস্যুতে ভারতের চিঠির জন্য অপেক্ষা করবে বাংলাদেশ। ভারতের তরফে চিঠির জবাব এলে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে যেভাবে উষ্ণতা এসেছে, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, 'ইউনূস সার্কের পুনরুজ্জীবন চান। পাকিস্তান সেনাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রধান উপদেষ্টা সার্কভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান।' চিন্ময় প্রভুর জামিনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাস দিচ্ছি। এটা সরকারের অগ্রাধিকার। আমরা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পুনর্বহাল করেছি।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের স্পেসিফিক প্যালিসেডেস এলাকায় দাবানলন ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।

ইসরোর নতুন চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন

বেঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি : ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভি নারায়ণন। মঙ্গলবার তাঁর নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নারায়ণন বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ১৪ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আগামী দু'বছরের জন্য ইসরো প্রধানের দায়িত্ব সামলাবেন নারায়ণন।

নারায়ণন বর্তমানে ইসরোর লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টারের (এলপিএসসি) পরিচালক। ইসরোর আসন্ন গগনযান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এই যানের জন্য জাতীয় স্তরের মানব রেট সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন নারায়ণন। প্রায় চার দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ইসরোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহাকাশযান ও রকেটের প্রপালশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। দেশের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নারায়ণনের। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন এমন এক প্রযুক্তি যা মহাকাশযান উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজন।

নারায়ণন বলেন, 'আমাদের কাছে ভারতের জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ রয়েছে। আশা করছি যা ইসরোকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আমাদের কাছে দুর্দান্ত প্রতিভা রয়েছে।' তামিলনাড়ুতে জন্ম নারায়ণনের। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে সেখান থেকেই এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিইচডি করেন নারায়ণন। পিএইচডি শেষ করে তিনি যোগ দেন ইসরোতে।

শিশমহল বিতর্কে তাল ঠোকাঠুকি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে শিশমহল বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে। এই নিয়ে বিজেপির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বুধবার আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করেন। পরে সেখান থেকে ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এগোতে গিয়ে প্রবল পুলিশি বাধার মুখোমুখি হন। শেষমেশ তাঁরা রণে ভঙ্গ দেন।

আপ নেতাদের সাফ কথা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জমানায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে শিশমহলে পরিণত করার যে অভিযোগ বিজেপি হামেশাই করে, সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে সেটা চাক্ষুষ করতে চান তাঁরা। যদিও বিজেপির পালটা খোঁচা, আপ নেতারা এতদিন সেসব দেখতে যাননি কেন। এখন ভোটের মুখে আপ নেতারা নাটক করছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র বচসা হয়। সঞ্জয় সিং বলেন, 'আমি একজন সাংসদ। উনি একজন মন্ত্রী। আপনারা কোন আইনবলে আমাদের আটকাচ্ছেন?' পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'বিজেপি বলেছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সোনায় মোড়া টয়লেট রয়েছে, মিনি বার রয়েছে, সুইমিং পুল রয়েছে। কিন্তু আজ বিজেপির মিথ্যাচার সারাদেশের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু সেখানে পুলিশের ছাউনি তৈরি করে আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে রাজমহল বলে আখ্যা দিয়ে সঞ্জয় সিং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দেখতে গেলে তখনও আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদের আটকে দিয়ে বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে ওঁর বাড়িতে ১২ কোটির গাড়ি, ৫ হাজার সুট, ২০০ কোটির ঝাড়বাতি, লাখ টাকার কলম এবং কোটি টাকার কার্পেট রয়েছে।'

বিজেপি অভিযোগ করেছিল, কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকারি বাংলো সংস্কার করার জন্য ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। সৌরভ বলেন, 'মানুষের উচিত, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের বাংলোই দেখে নেওয়া। বিজেপি এখন পালাচ্ছে। আমাদের রুখতে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে। বিজেপি বলেছে ৩৩ কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাজ হয়েছে। অথচ ২৭০০ কোটি টাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হয়েছে।' জবাবে বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'শিশমহল দুর্নীতি ঢাকতে আপ নেতারা এখন নাটক করছেন। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজরা আগে কেন শিশমহল দেখতে যাননি?' দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট।

পুলিশের সঙ্গে বচসা আপ নেতাদের। নয়াদিল্লি।

রাহুলকে ফের তির শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিজেপির সুরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের পর দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যেই রাহুল গান্ধি কেন ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শর্মিষ্ঠা বলেন, 'দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করতে চাই সারাদেশ যখন একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তখন কেন তিনি নতুন বছর উদযাপনের জন্য বিদেশসফরে গিয়েছেন? আপনি কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? তাহলে তো আর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত না।'

এর আগে বিজেপিও কংগ্রেস নেতার বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শর্মিষ্ঠার তোপ, 'মনমোহন সিংয়ের চিতাভস্ম নেওয়ার সময় কোনও কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন না। এই সময়টা দলের উচিত ছিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের পাশে থাকা। আমার বাবার প্রয়াণের পর দলের প্রত্যেক নেতার তরফে শোকবার্তা পেয়েছিলাম। কেন রাহুল গান্ধি বিদেশ চলে গেলেন?' গত সপ্তাহে মনমোহন সিংয়ের স্মরণে অখণ্ড পাঠ অনুষ্ঠানে অবশ্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি হাজির ছিলেন।

ডিলারদের হুঁশিয়ারি

র‍্যাশনে বিয়ের আশঙ্কা ফেব্রুয়ারিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : আগামী কেন্দ্রীয় বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা বন্ধ রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত র‍্যাশন ডিলারদের সমস্যার সমাধান না হলে পরিষেবা বন্ধ করা ছাড়া তাঁদের কাছে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।

দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বম্ভর বসু বলেন, সারা দেশে ৫,৩৮,২৬১ জন র‍্যাশন ডিলার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৮৯ শতাংশের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকারও কম। নীতি আয়োগের রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিলারদের কমিশন বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'

> এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'
>
> **বিশ্বম্ভর বসু**

গত দু'দিন দিল্লিতে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিব এবং নীতি আয়োগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ফেডারেশনের নেতারা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখে তাঁদের দাবি জানান। বিশ্বম্ভর বসু স্পষ্ট করেছেন, দাবি পূরণ না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে।

'এক দেশ-এক ভোট'

জেপিসি বৈঠকে তুমুল শোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাব নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি(জেপিসি)-র প্রথম বৈঠকেই বিরোধীদের কড়া আপত্তির মুখে পড়ল কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ ভারতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধাঁচে একসঙ্গে নির্বাচন কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, বুধবারের প্রথম বৈঠকে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। বিজেপি ও এনডিএ সাংসদরা এই বিলের পক্ষে সওয়াল করে দাবি করেন, একসঙ্গে নির্বাচন হলে একদিকে ভোটের খরচ কমবে, অন্যদিকে উন্নয়ন কাজের গতি বাড়বে।

তবে বিরোধীদের দাবি, এই বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। কংগ্রেসের এক সাংসদ মন্তব্য করেন, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অভিন্ন নির্বাচন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় আঘাত আনবে।'

আইন ও বিচারমন্ত্রকের প্রেজেন্টেশনে দাবি করা হয়েছে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে আইন কমিশন সহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বিজেপি সাংসদদের মতে, জাতীয় স্বার্থেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।তবে বিরোধীরা একযোগে এর বিরোধিতা করে বলেন, এই প্রস্তাব রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করবে।

লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি খালেদা

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : চিকিৎসার জন্য বুধবার লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হল বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। মঙ্গলবার রাতে কাতারের পাঠানো বিশেষ বিমানে চেপে ঢাকা ছাড়েন খালেদা। বুধবার স্থানীয় সময় বিকাল ৩টে নাগাদ লন্ডনে পৌঁছোন তিনি। হিথরো বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান তাঁর ছেলে তারেক রহমান, পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমা রহমান। দীর্ঘ সাত বছর পর মাকে কাছে পেয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন তারেক। হুইল চেয়ারে বসে থাকা খালেদাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। অপরদিকে পুত্রবধূ খালেদার পা ছুঁয়ে সালাম করেন। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন বিএনপি-র প্রবাসী শাখার সমর্থকরা।। বিমানবন্দরের টার্মিনালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হজরত আলি খান। বিমানবন্দর থেকে তারেক নিজে গাড়ি চালিয়ে মা-কে নিয়ে লন্ডন ক্লিনিকে পৌঁছোন। ৭৯ বছরের খালেদা দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি সহ একাধিক শারীকির জটিলতায় ভুগছেন। শেষবার ২০১৭ সালের জুলাই মাসে খালেদা জিয়া লন্ডনে এসেছিলেন।

পানামা খালের পর গ্রিনল্যান্ডে নজর ট্রাম্পের

দ্বীপ রক্ষায় তড়িঘড়ি বরাদ্দ ডেনমার্কের

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি : পানামার কাছ থেকে পানামা খাল অধিগ্রহণের বার্তা দিয়েছেন। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার কথা বলেছেন। এবার ডেনমার্কের অধীনে থাকা স্বশাসিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানেই শেষ নয়। মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। সদস্য দেশগুলিকে জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য খরচ করতে বলেছেন। বর্তমানে ন্যাটো দেশগুলিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২ শতাংশ চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। সেই চাঁদা আরও ৩ শতাংশ বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে ক্ষমতার হাতবদলের আগে তাঁর মন্তব্য স্বাভাবিকভাবে আলোড়ন ফেলেছে। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি রাশিয়া, চিনের পাশাপাশি আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির উদ্বেগ বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক বৈঠক করেন ট্রাম্প। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য তিনি কি সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবেন? ট্রাম্পের সাফ জবাব, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারবেন না। তাঁর কথায়, 'আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।'

জবাব দিতে দেরি করেনি পানামা ও ডেনমার্ক। পানামার বিদেশমন্ত্রী হ্যাভিয়ের মার্তিনেজ-আচা বলেন, 'আমাদের জনগণের হাতে এই খালের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাঁদের কাছেই এর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।' গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে বলেন, 'আমরা বিক্রির জন্য নই এবং ভবিষ্যতেও বিক্রি হব না। গ্রিনল্যান্ডের মালিক গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দারা।' একধাপ এগিয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা ঘোষণা করেছে ডেনমার্ক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ট্রোয়েলস লুন্ড পলসেন বলেন, 'এই প্যাকেজের মাধ্যমে অন্তত ১৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হবে।' তিনি জানান, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা মজবুত করতে ২টি নজরদারি জাহাজ মোতায়েন করা হবে। ২টি নতুন দূরপাল্লার ড্রোন ও ২টি কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়া গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুকের আর্কটিক কমান্ডের অধীনে সেনাসংখ্যা বাড়ানো এবং দ্বীপের ৩টি বেসামরিক বিমানবন্দরের মধ্যে একটিকে এফ-৩৫ সুপারসনিক যুদ্ধবিমান ওঠা-নামার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

পানামা ও ডেনমার্ক বিরোধিতা করলেও ট্রাম্পের তরফে সুর নরম করার ইঙ্গিত মেলেনি। ঘটনাচক্রে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক উসকে ওঠার পরেই সেখানে ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার। একইভাবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হোয়াইট হাউস পরিচালনার ভার যাঁর হাতে থাকবে সেই সার্জিও গোরও সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড ঘুরে এসেছেন।

এদিকে কানাডাকে মার্কিন অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন সেদেশের বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেন, 'কানাডাকে আমেরিকার অংশে পরিণত করার সম্ভাবনা নেই। আমাদের দু'দেশের শ্রমিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা একে অন্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা সহযোগী হিসেবে লাভবান হচ্ছেন।' জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এখন সেদিকে তাকিয়ে কূটনৈতিক মহল।

> আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।
>
> -ডোনাল্ড ট্রাম্প

নতুন নিশানা

- পানামা খাল অধিগ্রহণ
- কানাডাকে আমেরিকার অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা
- গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়া
- মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে আমেরিকা উপসাগর
- সদস্য দেশগুলির জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য বরাদ্দ করার পক্ষে সওয়াল

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

মাধ্যমিক প্রস্তুতি

(প্রশ্নমান -৫ অথবা ১/২/৩)

অধ্যায় ১ : জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় -

১) রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিনের ভূমিকা লেখো। ইস্ট্রোজেনের কাজ কী? (৩+২)

২) নিম্নলিখিত অঙ্গের উপর অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোনের প্রভাবের তুলনা করো-
ঘর্মগ্রন্থি *হৃদপিণ্ড *ত্বক *লালা গ্রন্থি

৩) নিম্নলিখিত কাজগুলি মস্তিষ্কের কোন কোন অংশগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? (০.৫x২)
মূত্র নির্গমন *ঘর্ম নিঃসরণ *দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ *মানসিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ

৪) প্রদত্ত কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলির নাম লেখো। (০.৫x২)
দূরবর্তী অঙ্গ দেহাংশের নিকটবর্তী হয়
ফিমারকে আবর্তিত হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে ভাঁজ হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে প্রসারিত করে।

৫) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য নিরূপণ করো। (১+১)
উদ্দীপক *সংবেদনশীলতা

৬) রড কোষ ও কোণ কোষের নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পার্থক্য লেখো -(১+১)
রঞ্জকের প্রকৃতি ও কাজ

৭) কৃত্রিম হরমোনের ভূমিকাগুলোর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করো।

৮) স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে অঙ্গ ও তন্ত্রের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে তা উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। (৩)

৯) গাড়ির চালকদের উপযোজন কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করো। (২)

১০) মাছের সন্তরণে মায়োটম পেশির ভূমিকা উল্লেখ করো।(২)
অথবা, মায়োপিয়া ও হাইপারমেট্রোপিয়া দৃষ্টিজনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য কী কী লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করা হয়? (২)

অধ্যায় ২ : জীবনের প্রবহমানতা-

১) প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা ও প্রকরণ সৃষ্টিতে মিয়োসিসের তাৎপর্য উল্লেখ করো। (১+১)
অথবা, কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রোজোম ও রাইবোজোম-এর ভূমিকা আলোচনা করো। (১+১+১)

২) 'স্বপরাগযোগ অপেক্ষা ইতর পরাগযোগ অধিকতর উন্নত' -বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। (২)

৩) স্টক এবং সিয়ন বলতে কী বোঝায়? (২)

৪) সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া ও নতুন উদ্ভিদ গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (৫)
অথবা, ফার্নের জনুক্রম একটি শব্দচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। (২)

৫) DNA ও RNA-এর পার্থক্য (২)
অথবা, ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন। (২)

৬) উদ্ভিদ দেহে কলাপালনের গুরুত্ব হিসেবে রোগমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যাখ্যা করো। (১+১)

৭) মাইটোসিসের প্রফেজ ও টেলোফেজ দশার তিনটি বিপরীতমুখী ঘটনা উল্লেখ করো। (৩)

৮) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
ক্রসিং ওভার ও সাইন্যাপসিস

৯) পার্থক্য নিরূপণ করো-
উদ্ভিদকোষ ও প্রাণী কোষের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি।(৩)

১০) উপযুক্ত উদাহরণ সহ অযৌন জননের যে কোনও ৫টি পদ্ধতি বর্ণনা করো। (৫)

১১) মানব বিকাশের বিভিন্ন দশাগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। (৫)

১২) 'উদ্ভিদের পরাগযোগ হলে নিষেক নাও হতে পারে কিন্তু নিষেক হলে পরাগযোগ হবেই' -উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (৩)

অধ্যায় ৩ : বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ-

১) মেন্ডেল মটর গাছের ফুলের যে যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। (৩)

২) একজন মহিলা যিনি হিমোফিলিয়া রোগের বাহক, একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিবাহ করলেন, তাদের একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রসন্তানটির হিমোফিলিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কীরূপ তা বিশ্লেষণ করো। (৩)

৩) মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি চেকার বোর্ড সহ আলোচনা করো। (৩)
জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপের দুটি পার্থক্য লেখো। (২)

৪) একটি বিশুদ্ধ লাল সন্ধ্যামালতী ও একটি বিশুদ্ধ সাদা সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের সংকরায়নে উৎপন্ন F1 উদ্ভিদগুলিতে গোলাপি ফুল হওয়ার ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা চেকার বোর্ডের সাহায্যে বোঝাও। (৩)

৫) থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণগুলো কী কী? (২)
অথবা, সমাজকে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত করতে হলে কী কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো। (২)
প্রোটোনোপিয়া কী? (১)

৬) 'সমস্ত ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়' -ব্যাখ্যা করো। (২)

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
অ্যালিল লোকাস

৮) মেন্ডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। (৩)
অথবা, 'বংশগতির বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে মেন্ডেলের মটর গাছ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি যুগান্তকারী' -এই পরীক্ষাগুলিতে তার সাফল্যের তিনটি কারণ উল্লেখ করো। (৩) *(চলবে)*

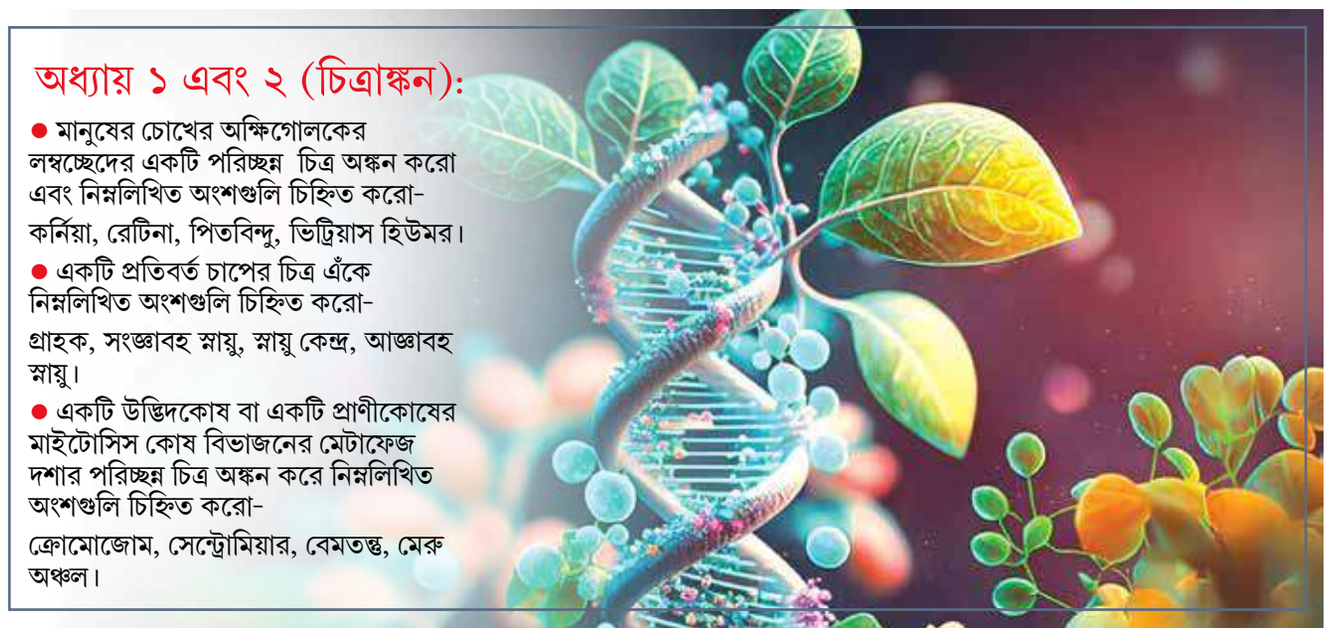

অধ্যায় ১ এবং ২ (চিত্রাঙ্কন):

- মানুষের চোখের অক্ষিগোলকের লম্বচ্ছেদের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
কর্নিয়া, রেটিনা, পিতবিন্দু, ভিট্রিয়াস হিউমর।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের চিত্র এঁকে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
গ্রাহক, সংজ্ঞাবহ স্নায়ু, স্নায়ু কেন্দ্র, আজ্ঞাবহ স্নায়ু।
- একটি উদ্ভিদকোষ বা একটি প্রাণীকোষের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশার পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
ক্রোমোজোম, সেন্ট্রোমিয়ার, বেমতন্তু, মেরু অঞ্চল।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানে প্রস্তুতি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

দশম অধ্যায় :
তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

প্রশ্নমান 3

1.তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় সর্বদা সমপ্রবাহ ব্যবহার করা হয় কেন? ভোল্টামিটার কী?

2. তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।

3. কপার তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করে কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

4. প্ল্যাটিনাম তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িদ্দ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো। এই তড়িৎ বিশ্লেষণে জলে সামান্য অ্যাসিড বা লবণ মেশানো হয় কেন?

5. তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে লোহার চামচের ওপর সিলভারের প্রলেপ দিতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য, ক্যাথোড ও অ্যানোড রূপে কী কী ব্যবহৃত হয় ?

6. ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

7. দেখাও যে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে বিজারণ ও অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

8. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

9. NaCl-এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় কিন্তু চিনির দ্রবণে হয় না কেন?

10. তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যর দ্রবণে অসংখ্য ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন থাকলেও দ্রবণটি তড়িৎ-প্রশম হয় কেন?

সাজেশান ২০২৫

একাদশ অধ্যায় :
পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক শিল্পে অজৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কী ঘটে সমিত সমীকরণসহ লেখো : ফেরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয়।

2. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখাও যে, অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী।

3. কী ঘটে যখন উত্তপ্ত সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া করানো হয়?

4. লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতলকে খোলার আগে ঠান্ডা করে নেওয়া উচিত কেন?

5. রুপোর তৈরি অলংকার কিছুদিন ব্যবহারের পর কালো হয়ে যায় কেন?

6. সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে যে কালো রঙের অধঃক্ষেপ পড়ে তার নাম ও সংকেত লেখো।

7. নাইট্রোলিম প্রস্তুতির শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

8. হাইড্রোজেন সালফাইডের বিজারণ ধর্মের বিক্রিয়ার উদাহরণ সমিত সমীকরণসহ লেখো।

9. ক্লোরিন জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।

10. কিপযন্ত্রে প্রস্তুত করা যায় এমন একটি গ্যাসের নাম করো। গ্যাসটির প্রস্তুতির বিক্রিয়ার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

প্রশ্নমান 3

1. হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদনের শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো।

2. লা-ব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণ দাও।

3. স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণগুলি লেখো।

4. অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখো।

5. বজ্রপাতের ফলে নাইট্রোজেনের আবদ্ধীকরণের বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লেখো।

6. পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির নীতি, সমিত সমীকরণ ও গ্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি লেখো।

7. নাইট্রোজেন গ্যাসকে শনাক্ত করবে কীভাবে? তরল নাইট্রোজেন কী?

8. অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হালকা তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো।

9. কীভাবে প্রমাণ করবে যে হাইড্রোজেন সালফাইডে হাইড্রোজেন ও সালফার আছে?

10. পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থেকে কীভাবে জলীয় বাষ্প, অ্যাসিড বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করবে?

11. নেসলার বিকারক কী? রসায়নাগারে নেসলার বিকারকের গুরুত্ব লেখো।

দ্বাদশ অধ্যায় :
ধাতুবিদ্যা

প্রশ্নমান 2

1. 'সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয়' - ব্যাখ্যা করো।

2. খনিজ ও আকরিকের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

3. সংকর ধাতু ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখো।

4. অ্যামালগাম বা পারদ-সংকর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

5. কপারের একটি ধাতু-সংকরের নাম লেখো। ওই ধাতু-সংকরের উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ লেখো।

6. থার্মিট পদ্ধতির নীতি বিক্রিয়াসহ লেখো।

7. থার্মিট মিশ্রণ ও প্রজ্বলক মিশ্রণ কী?

8. ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতি লোহায় মরচে পড়াকে কীভাবে ত্বরান্বিত করে?

9. Na, Mg, Ca প্রভৃতি ধাতুগুলিকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না কেন?

10. অ্যালুমিনিয়াম পাতে মোড়া আচার বা চাটনি খাওয়া উচিত নয় কেন?

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় :- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তুমি কী কী সচেতনতার বার্তা দিতে চাও?

অরিজিৎ সরকার
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ
যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আমাদের আবেগকে। মাউসের ক্লিকের মতো আমাদের জীবন ছুটে চলেছে। ফলে একদিকে যেমন বাড়ছে ব্যস্ততা, অন্যদিকে কমেছে সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগ।

আমরা কাছের বন্ধু হিসেবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার স্মার্টফোনকে বেছে নিয়েছি। ইন্টারনেটের সংযোগে সামাজিক মাধ্যম আজ আমাদের নিত্যদিনে পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। অবসরে আমরা হারিয়ে ফেলেছি ডায়েরি লেখা, গল্পের বই পড়া। এর পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছি স্মার্টফোন। অক্টোপাসের মতো আমরা জড়িয়ে পড়ছি আট থেকে আশি সকলেই! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে মন মজেছে আমাদের।

নতুন বন্ধু বানানো, রিলস ভিডিও বানিয়ে পোস্ট, বিভিন্ন জানা-অজানা পেজ ও সাইটে মাউসের ক্লিকে আমাদের মন যেন মজে রয়েছে। তবে এর নেতিবাচক দিকগুলি হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ ও আর্থিক প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ার খবর উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে।

একজন সমাজসচেতন নাগরিক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সবার প্রথমে একটা কথা বলব, যাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছেন তাঁদের বাস্তব সচেতন হয়ে উঠতে হবে। পরিচিত ছাড়া অচেনা বন্ধুত্বের আহবানে সাড়া দেওয়া চলবে না। কোনও লিংকে ক্লিক করার আগে ভালো করে অবগত হতে হবে, চমকপ্রদ বিজ্ঞানের দৌলতে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় বা লটারি জেতার মতো বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার আগে ভাবতে হবে আমাদের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্রোতে ভেসে গেলেও বিবেকের দাঁড়টি শক্ত করে ধরতে হবে। একজন সচেতন নাগরিকই পারে নিজের পাশাপাশি সবাইকে সুরক্ষিত রেখে রুচিশীল সমাজ গঠন করতে।

শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে মাধ্যমিক ইংরেজি

পূর্বাশা সিনহা, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মাধ্যমিক একেবারে দোরগোড়ায় উপস্থিত। তোমাদের প্রস্তুতি এখন অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মৌলিক বিষয় তোমাদের স্মরণে রাখা দরকার। স্কুল জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা, তাই ভয় ভীতি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি, মনঃসংযোগ এবং সর্বোপরি ইচ্ছাশক্তি থাকলে মাধ্যমিকে সাফল্যর বৈতরণি অনায়াসে অতিক্রম সম্ভব। নিয়মিত অনুশীলন-চর্চা আমাদের নিখুঁত করে তোলে। কারণ সাফল্যর কোনও শর্টকাট পথ নেই।

ইংরেজি বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভীতির উদ্রেক হলেও পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হলে ইংরেজিতেও অঙ্কের মতো নম্বর পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাবধান। ইংরেজির টেক্সট বই-এর মাত্র 4টি Prose ও 4টি Poem নিয়ে Seen Part যার টোটাল নম্বর 20। Prose-এর 1 মার্কস VSAQ ও 2 মার্কস SAQ নিয়ে মোট নম্বর 12

Poem-এর VSAQ ও SAQ নিয়ে মোট নম্বর 8। Seen Part-এর 20 নম্বর সবথেকে সহজ রিভিশন-এর মাধ্যমে।

Unseen Part-এর জন্যও বরাদ্দ নম্বর 20। MCQ 1x6=6; VSAQ (1+1)x3=6; SAQ 2 x4=8। প্রথমে Unseen Passage-টা দুই থেকে তিন বার পড়ে নেবে, তারপর পেন্সিল ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ লাইনগুলোকে আন্ডারলাইন করে নেবে। যার ফলে আনসার করার সময় খুব সহজেই সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে পারবে।

Grammer-এর 20 নম্বরের ক্ষেত্রে টেস্ট পেপার-এর কোনও বিকল্প নেই। প্রতিটা পেজের Grammar Portion-গুলো এখনই সমাধান করে নেবে।

Writing Skills-এর Biography Writing-এর জন্য কয়েকজন বিশেষ মানুষ ও মনীষীদের জীবনী অনুশীলন করে যাবে। এবছর আমরা বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষকে চিরকালের মতো হারিয়েছি যেমন রতন টাটা, শ্যাম বেনেগল, মনমোহন সিং, জাকির হোসেন এঁদের সম্পর্কে পড়ে যাবে। Paragragh/Dialogue Writing/Report Writing-এর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যেমন চন্দ্রযান; T-20 ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো জেনে নিও।

Story Writing-এর জন্য story-গুলো কীভাবে পয়েন্ট থেকেই বড় করে লিখবে সেটায় জোর দিও। Title ও Moral ভালো করে মুখস্থ করে নিও।

সবাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও। শুভেচ্ছা ও শুভাশিস রইল।

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো জীবনবিজ্ঞানে

২০২৪ মাধ্যমিকে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র পুষ্কর রায় মোট ৯৬ শতাংশ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে জীবনবিজ্ঞানে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল পুষ্কর রায়।

আমার স্নেহের ভাইবোনেরা, আশা করি তোমরা ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের জন্যে প্রস্তুত। তোমাদের জানাই অনেক অভিনন্দন। টেস্ট শেষ, মাধ্যমিকের আর মাত্র এক-দেড় মাসের মতো বাকি। তোমরা সকলেই পরীক্ষার শেষমুহূর্তের প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করেছ। এই সময় Exam Pressure, self doubt প্রভৃতি চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তবে এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, নিজের ওপর কঠোর অনুশাসন, আত্মসংযম বজায় রেখে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে আসন্ন পরীক্ষায় নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার। এই সময় পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র সমাধান করা।

আমার কথা বলতে, আমি সারাবছর জীবনবিজ্ঞানের জন্য তিনটি পাঠ্যবই যেমন খুঁটিয়ে পড়েছি, তেমনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনীর প্রতিটি ছোট-বড় প্রশ্ন বারংবার অভ্যাস করেছি, সঙ্গে প্রশ্নবিচিত্রাও সমাধান করেছি। টেস্টে আমার নম্বর এই বিষয়ে ততটা আশানুরূপ না হলেও আমি হাল ছাড়িনি। আমি বিষয়ের প্রতি আরও যত্নশীল হয়েছি। এক্ষেত্রে আমি স্কুলের শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য ও টিপস পেয়েছি। তাঁদেরই কথামতো, টেস্টের পর থেকেই, আমি মাধ্যমিকের নতুন সময়সূচি অনুসারে রোজ সময় ধরে বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন টেস্ট পেপার থেকে একটি করে প্রশ্নপত্র সমাধান করেছি, যা আমাকে কেবল জীবনবিজ্ঞানে নয় প্রতিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে ২৫ মিনিট আগে লেখা শেষ করতে সাহায্য করেছে। এর ফলে পরীক্ষা হলে আমার একদম স্ট্রেস ছিল না বললেই চলে। জীবনবিজ্ঞানের মতো স্কোরিং বিষয়ে কেবল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখলেই চলবে না, সঙ্গে উত্তরপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপনা করাও ভীষণভাবে জরুরি, এক্ষেত্রেও আমি প্রশ্নের মান ও চাহিদা অনুসারে ছবি উপস্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন শব্দচিহ্নের প্রয়োগও করেছি।

টপার্স টিপস

সর্বোপরি, আমি বলব নিজের ওপর শেষমুহূর্ত অবধি আস্থা রাখতে, কারণ কবিও বলেছেন- 'হাল ছেড়ো না বন্ধু...'। একটি পরীক্ষাই হয়তো জীবনের শেষকথা নয়, তবে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষাই কিছু না কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। আর এই অভিজ্ঞতাগুলিই জীবনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই আমি সর্বদা 'Win or learn' এই মতবাদেই বিশ্বাস করি। কারণ ডারউইনও বলেছেন, 'Struggle for existance'। আশা করি, এটি তোমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে অনেক শুভকামনা রইল।

পড়ার অভ্যাসও একপ্রকারের ব্যায়াম

নির্মাল্য বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পাঠের সঙ্গে পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তির বিকাশের যে একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন বহু বিশেষজ্ঞই। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টাও যদি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা যায়, সে হোক নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প, কিংবা কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, এর পুরোটাই কেবল আমাদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তা-ই নয়, বরং বিশ্লেষণী ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও মানবিক চেতনার স্ফুরণ, তথা সার্বিকভাবে নিত্যদিনের জীবনে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রযুক্তির বিবর্তনের নিয়মে আজ স্বাভাবিকভাবেই ডিজিটাল জীবন এমন এক বাস্তবতা যার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যাতায়াত থেকে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ থেকে শিক্ষা, সবেতেই সাইবার দুনিয়া ও ডিজিটালমাধ্যম এমন এক গতি এনেছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আরও বেশি সুবিধাজনক, আরও বেশি মসৃণ করে তুলেছে। সময়ের সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তির এই স্রোত যে আরও বেগবান হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর এখানেই কোথাও খেই হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা। সমাজমাধ্যম, বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাধ্যম আমাদের চারপাশে যে উপর্যুপরি তথ্যের সম্প্রচার করে চলেছে, এবং যেটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজ, সেই তথ্যের ঠিক কতটা অংশ আমরা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি, সেটাকে সময় দিচ্ছি, চিন্তা ও বিশ্লেষণ করছি, এবং সেই তথ্যকে ব্যবহার করে নতুন কোনও উদ্ভাবনী চেতনা আমাদের মধ্যে আসছে কি না, সেটা নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করা প্রয়োজন। চারপাশের অবিরাম তথ্য কেবল দু'চোখ-দু'কান ভরে নিয়ে নিলাম, মুহূর্তের মধ্যে নতুন শব্দ-ছবি এসে কয়েক সেকেন্ড আগেই যা দেখলাম-শুনলাম, তাকে ভুলিয়ে দিল, সেটাকে নিয়ে আর ভাবলাম না, এর সবটাই আমাদের কেবল এক তথ্যভুক জীবে পরিণত করছে, কিন্তু চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে মানুষের যে অবস্থান, সেখান থেকে ক্রমেই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

আর ঠিক এখানেই নিয়মিত সাহিত্য পাঠ আমাদের সাহায্য করে। স্ক্রিনটাইমের বাইরে নির্ভেজাল কিছুটা সময় সারাদিনে যা দেখলাম, শুনলাম, সেটাকে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। যা বইয়ের পাতায় (এমনকি ই-বুকেও) পড়ছি, যা সরাসরি আমার সামনে দৃশ্য বা শব্দ হয়ে হাজির হচ্ছে না, যাকে মাথা খাটিয়ে কল্পনা করতে হচ্ছে, শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন একবার দু'বার পাঁচবার পড়ে, প্রয়োজনে কঠিন শব্দের মানে খুঁজে নিয়ে তবেই পড়তে-বুঝতে পারছি, সেই তথ্য আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনাকে উসকে দেয়, আমাদের মনে রয়ে যায় বহুদিন। শরীরের ব্যায়ামের মতোই এটা যেন মনের একটা ব্যায়াম। তেপান্তরের মাঠ থেকে অ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ড, হগওয়ার্টস থেকে ফেলুদার ড্রয়িংরুম, সবকিছুই আমরা বইয়ের পাতা থেকে সরাসরি নিজেদের মনের মধ্যে নিজেদের মতো করে কল্পনা করতে পারি। সাহিত্যনির্ভর ফিল্মগুলো আমাদের সামনে যে দৃশ্য-শব্দের জগৎ এনে দাঁড় করায়, তা চিত্রপরিচালকের কল্পনার প্রতিফলন। কেমন হত, যদি তোমরাও নিজেদের মতো করে সেই দুনিয়া কল্পনা করতে পারতে, পর্দায় দেখার আগেই?

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার তেজস শর্মা এলাকার একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। নাচ ও ছবি আঁকায় সমান পারদর্শী সে। ক্যারাটেও শেখে তেজস।

বুধবার তাপমাত্রা নেমেছিল অনেকটাই। তবুও ডুয়ার্স উৎসবে ভিড় ছিল একই।
১) ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে চা-এর আড্ডা। বুধবার দুপুরে।
২) শীতবস্ত্র ঘেটে দেখছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মহিলারা।

কনকনে ঠান্ডায় ভিড় উৎসবে

শীতবস্ত্রের বাহার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার ঢেকে ছিল কুয়াশায়। রাস্তাঘাটও ফাঁকাই ছিল। হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা গেলেও তাঁদের পরণে ছিল সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, টুপি। বলতে শোনা গেল, 'এই তো, এটাকে বলে ঠান্ডা।' এ তো গেল সকালের কথা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের মাত্রা আরও বাড়তে শুরু করল। সঙ্গী আবার কনকনে হাওয়া। কিন্তু তাও ডুয়ার্স উৎসবে না গেলেই নয়। এই ঠান্ডা আরও বেশি করে উপভোগ করতে সকলে হাজির হন ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে। সন্ধে নামার অনেক আগে, দুপুর থেকেই উৎসবের মাঠে শিশু-কিশোর মঞ্চের পাশে শীতবস্ত্রের স্টলে জমতে শুরু করে ভিড়। তাছাড়া এক্সপোর ভেতরের দোকানগুলোতে মহিলাদের ভিড় ছিল দেখার মতো। কেউ এসেছেন আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে, কেউ আবার জেলার কুমারগ্রাম সহ নানা জায়গা থেকে এসে শীতবস্ত্র কিনতে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ আবার কিনছিলেন চাদর। শীতবস্ত্রের বাহারও ছিল দারুণ, সেগুলোও কিনতে ভোলেননি কেউ।

অণিমা দাস, মানি দাস, বর্ণালি দাসরা জংশন থেকে এসে গরম জামাকাপড় বাছতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই ফাঁকেই বললেন, 'আজ মারাত্মক ঠান্ডা পড়েছে। হার কাঁপানো ঠান্ডা হয়তো একেই বলে। তাই গরম জামাকাপড় দেখছি।' কুমারগ্রাম থেকে আসা সুদীপা দাস, রত্না দাসরা জানান, শালের বেশ ভালো ভ্যারাইটি রয়েছে। সেগুলোই কিনে নিয়ে গেলেন তাঁরা। রত্না বলেন, 'এখানে স্টলের খুব সুন্দর কালেকশন রয়েছে। প্রত্যেকটি পছন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনি।'

> এখানে স্টলের খুব সুন্দর কালেকশন রয়েছে। প্রত্যেকটি পছন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনি।
>
> **রত্না দাস**

ডুয়ার্স উৎসবে শুধু এই গরম জামাকাপড় কেনাই নয়, এমনকি খাবার চেখে দেখতেও ভুলছেন না কেউ। চা-এর স্টল থেকে শুরু করে গরম গরম মোমো, চাউমিন খেতে লাইন পড়ে যাচ্ছে মেলায়।

চা'এর স্টলের সামনে তরুণ তরুণীদের দেদার আড্ডা চলছিল। তাঁদের মধ্যে একজন আবার বলছিলেন, 'আজ যা ঠান্ডা পড়েছে, এতে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু চা খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায়।' রিমলি, অনুজ, দেবপ্রিয়া, শুভদীপরা উৎসবে ঢোকার পর সরাসরি চা'এর স্টলে চলে আসেন।

এদিকে, অন্যদিনের মতো বুধবারও চমক ছিল লোকসংস্কৃতি মঞ্চে। এই প্রথম নেপালিদের একটি সম্প্রদায় 'নেওয়ার' আমন্ত্রণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নজর কাড়ল। নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে নাচের মাধ্যমে তুলে ধরেন তাঁরা। পাশাপাশি, গারো, ধামাল নৃত্য সহ ভাওয়াইয়া সংগীতানুষ্ঠান সহ লোকনৃত্য হয়। ওই মঞ্চের যুগ্ম কনভেনার প্রমোদ নাথ ও শংকরী চক্রবর্তী জানান, আমরা ডুয়ার্স উৎসবের এই কয়েকদিনে ডুয়ার্সের সমস্ত জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিশু-কিশোর মঞ্চে দিনের বেলায় নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছে। সন্ধ্যায় ছিল সমবেত গিটারের অনুষ্ঠান। আধুনিক গানের অনুষ্ঠান করেন গর্বিতা ভৌমিক, মোহিত সরকাররা। স্কুলের নানা অনুষ্ঠানও ছিল।

মঙ্গলবার রাতে পবনদীপ ও অরুণিতার অনুষ্ঠান ছিল। ডুয়ার্স উৎসব কমিটি সূত্রে খবর, দুজনের অনুষ্ঠান দেখতে ১ লক্ষেরও ওপর লোক এসেছিলেন।

ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'মঙ্গলবার ১ লক্ষের ওপরও লোকজন এসেছিলেন ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে। আশা রাখছি বাকি দিনগুলোতেও এমনই ভিড় হবে।'

আজ শহরে

- ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে কুইজ প্রতিযোগিতা, ডুয়ার্স লিটল মাস্টার শেফ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে।
- শিশু-কিশোর মঞ্চে বিকেল ৫টা থেকে আমন্ত্রণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বেলা ১১টা থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।
- লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বিকেল ৫টা থেকে আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান।

ডুয়ার্সের টুকিটাকি

প্রতিযোগিতা

শিশু-কিশোর মঞ্চ তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে ছোটদের প্রতিভা দেখানোর আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। বুধবার ছিল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। ডুয়ার্স উৎসবের এনজিও সাব-কমিটির উদ্যোগে সেই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল, 'ইমপ্যাক্ট অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন মডার্ন রিলেশনশিপ'।

সরকারি স্টল

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে সরকারি স্টলের মধ্যে রয়েছে বনবিভাগের স্টল। সেখানে সুন্দরবনের মধু মিলছে। তেমনি আবার মৃত হাতি, হরিণ সংরক্ষণ করা দেখানো হচ্ছে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের প্রজাপতি পার্ক সুপরিচিত। সেকথা মাথায় রেখেই বক্সার প্রজাপতি, পাখির তথ্য টাঙানো রয়েছে।

রক্তদান

শীতকালীন উৎসবের মরশুমে জেলাজুড়ে রক্তসংকট দেখা দিয়েছে। সেই সংকট মেটাতে এগিয়ে এল ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন। ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে বুধবার রক্তদান শিবির হয়েছিল। দিনেরবেলায় নয়, সেই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল সন্ধ্যাবেলায়।

লাইভ স্কেচ

শিল্পীকে অল্প সময় দিলেই সাদা পাতায় রেখায় রেখায় ফুটে উঠবে আপনার মুখশ্রী। ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে লাইভ স্কেচ করছেন এক চিত্রশিল্পী। এসেছেন জলপাইগুড়ি জেলা থেকে। নাম সন্দীপ মিশ্র। মেলায় আসা অনেকেই স্কেচ বানাচ্ছেন সন্দীপের থেকে।

নীলবাতি ঢাকলেন সৌরভ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়ে অনুষ্ঠানে এসে বিতর্কে জড়িয়েছে সৌরভ চক্রবর্তীর নাম। অভিযোগ, সরকারি কোনও বড় পদে না থেকেও তিনি নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়ে বেড়ান। বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় গাড়ির নীলবাতি ঢেকে দেন সৌরভ। বুধবার সকালে প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর গাড়িটি প্রথম দেখা যায়। সেখানেই দেখা যায়, গাড়ির ওপর যে নীলবাতি লাগানো ছিল তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া। আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক মহল বলছে, বিতর্কে পড়েই গাড়িতে নীলবাতি ঢাকতে বাধ্য হন জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। যদিও এদিন প্রাক্তন এই বিধায়কের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি দাবি করেছে গাড়িতে বাতি লাগানো আছে। না ঢেকে ওই বাতি একেবারেই খুলে ফেলতে হবে। বিজেপির জয়ন্ত রায় বলেন, 'আমরা বিষয়টি আদালতের নজরে আনব।'

জেলা শাসককে স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : বুধবার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও শ্রীনাথপুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির তরফে যৌথভাবে জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শহরের বিএমসি ক্লাবের মাঠের সামনে থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় যা শহর পরিক্রমা করে শেষ হয় জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে। সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। উপস্থিত ছিলেন এপিডিআর-এর আলিপুরদুয়ারের শাখা সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্র, শ্রীনাথপুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক রঞ্জিত বিশ্বাস সহ অন্যরা। এই বিষয়ে অর্ঘ্য মিত্র বলেন, 'আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের অন্তর্গত শ্রীনাথপুর এলাকায় বহু পুরোনো সময় থেকে সেখানে বসবাস করে আসছেন সেখানকার কৃষকরা। কিন্তু শ্রীনাথপুর চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ সেই চাষাবাদ করা জমি বলপূর্বক দখল করে নিতে চাইছে। সেই কারণে এই স্মারকলিপি দেওয়া যাতে কৃষকদের শ্রীনাথপুরের জমির পাট্টা প্রদানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।'

খাবার বিলি

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ৮৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শিশুদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করে এনএফ রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চাইল্ড ওয়ার্ডে ৬০ শিশুর মধ্যে আপেল, কমলালেবু, বিস্কুট এবং পানীয় জল বিতরণ করা হয়।

ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি সমরেশ চক্রবর্তীর বলেন, 'লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের আদর্শ মেনে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ, ওদের জন্য সামান্য কিছু করতে পেরে আমরা গর্বিত।' এই উদ্যোগে স্কাউট-গাইড সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

বিনম্রতা শেখাতে হবে বিটা প্রজন্মকে

প্রজন্মের ব্যবধানে হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দর কিছু ভদ্র আচরণ, যেমন ধরুন- শ্রদ্ধাশীল আচরণ, বিনম্র ব্যবহার, স্থিরতা, ক্ষমাশীল আচরণ আরও কত কী। ব্যতিক্রম তো আছেই, তবে প্রকট অংশজুড়ে মন্দের অধিষ্ঠান। কলম ধরলেন ফালাকাটার সাংস্কৃতিক কর্মী অঙ্কুর বিশ্বাস।

ভালোমন্দ নিয়েই জগৎসংসার, তবুও আমরা ভালোর পূজারি, মন্দের তো নই। তাই জেনারেশন-এর একটি বৃহৎ ফারাক তৈরি হচ্ছে। যেমন ধরুন- এখনকার প্রজন্ম মূল্যবোধ ও সম্মান প্রদর্শন করতে ভুলেই যাচ্ছে। দায়ভারটা কিন্তু আমাদেরই, আমরা হয়তো ওদের এই পরম্পরা বুঝিয়ে উঠতে পারছি না, বুঝিয়ে উঠলেও বিটা জেনারেশন তা গ্রহণ করছে না। বিটা জেনারেশন সোশ্যাল মিডিয়াকে জীবন মনে করে নিয়েছে, যেখানে স্পর্শেন্দ্রিয়, অনুভব সব গৌণ! ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি প্রাণবন্ত হয়ে বাস্তব জগতের সামাজিক জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমাগত। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা কি সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নাকি উন্নত প্রযুক্তির কাছে নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক বন্ধক রাখছে! আমাদের ভাবতেই হয়।

আমরা যেই প্রজন্মের মানুষ, তাতে এই প্রজন্মের ব্যবধানটি আমরা সরাসরি লক্ষ করতে পারি, আরও বেশি মাত্রায় লক্ষ করতে পারে আমাদের আগের প্রজন্ম। এই যেমন শিক্ষককে স্কুলের পরিসরের বাইরে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন। নিজের দেশের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে ভিন্নদেশীয় সংস্কৃতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া। হাতে নিয়ে স্পর্শ করে গল্পের বই পড়া থেকে ডিজিটাল অ্যানিমেশন! অনুকম্পার বিষয়!

ডিজিটাল গেমে এখনকার জেনারেশন চরম আসক্ত। নিজস্ব জিজ্ঞাসায় দেখতে পেলাম শুধুমাত্র এগুলো ধ্বংসাত্মক একটি অনুশীলন, প্রতি মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রাণে মেরে এ খেলায় জয়ী হয়ে ওঠাই খেলাগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তবে কি তারা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসাত্মক মনন প্র্যাকটিস করছে না? শুধুমাত্র আত্মনিষ্ঠ মানুষ! পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাস, পাশের মানুষটির কাঁধে হাত রেখে বৈতরণি পার হওয়ার আনন্দ থেকে যেন বঞ্চিত হচ্ছে বিটা প্রজন্ম!

মাদক সেবনে অনেক এগিয়ে এই জেনারেশন, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে অবলীলায়, এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বিটা প্রজন্ম ক্রমাগত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বিভিন্ন মাদক সেবনে। সংঘবদ্ধ জীবনযাপন, ঐক্যবদ্ধ কাজে নিজেকে নিয়োজন, সবেতেই এই প্রজন্ম পিছিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে শুধু বাইনারি নম্বর, এআই, একাকিত্ব, হতাশা, হীনমন্যতা।

এই প্রজন্মের জীবনে অটোম্যাটিক যানবাহন, উন্নত স্বাস্থ্য প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল পরিবেশ দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। তাতে অনেক সুখ যদিও কিন্তু ঐতিহ্য, পরম্পরা এগুলি কি থাকবে তখন?

গবেষকদের কথায়, 'তাদের চাহিদা, মূল্যবোধ এবং পছন্দগুলো বুঝে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই ভবিষ্যতের সমাজকে গড়ে তুলবে।' তাই আমরা যেই জেনারেশন থেকে আসি না কেন, আমরা নতুন এই প্রজন্মকে বারবার শুধুমাত্র মনে করিয়েই দিতে পারি, সংঘবদ্ধ জীবনের কথা, মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা, ন্যায়বিচারের কথা, দায়িত্ববোধের কথা, শিষ্টাচার ও ক্ষমাশীল মানসিকতার কথা। যেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ টিকে থাকে, মানুষ ও মনুষ্যত্ববোধ টিকে থাকে। কারণ তারাই 'আগামী'। তারাই আগামীর ভরসা।

খোলা জানালা

ধ্বংসাত্মক মনন

- ডিজিটাল গেমে এখনকার জেনারেশন চরম আসক্ত
- প্রতি মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রাণে মেরে এ খেলায় জয়ী হয়ে ওঠাই খেলাগুলোর মূল বিষয়
- তবে কি তারা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসাত্মক মনন প্র্যাকটিস করছে না?
- পাশের মানুষটির কাঁধে হাত রেখে বৈতরণি পার হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত বিটা প্রজন্ম

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

এই স্ট্যান্ডে এখন থেকে হেলমেট রাখতে আর নেওয়া হবে না টাকা।

হেলমেট রাখতে আর দিতে হবে না টাকা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : যেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২৪ ডুয়ার্স উৎসব। চটুল নৃত্যর বিতর্কের পর মোটর সাইকেলস্ট্যান্ডে হেলমেট বিতর্ক শুরু হতেই পদক্ষেপ করল উৎসব কমিটি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে ডুয়ার্স উৎসবের সাইকেলস্ট্যান্ডে হেলমেটের উপর ১০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া বন্ধ করল উৎসব কমিটি। ১৯তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবে মূল গেটের পাশের স্ট্যান্ডে মোটর সাইকেল প্রতি ২০ টাকা নেওয়ার পাশাপাশি উৎসবে আসা সকলের থেকে হেলমেট প্রতি ১০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই বিষয়টি উত্তরবঙ্গ সংবাদের নজরে আসে। বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই বুধবার সকালে সাইকেলস্ট্যান্ডের ইজারাদার উৎপলকে ডেকে পাঠায় উৎসব কর্তৃপক্ষ। উৎপল সরকারকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় হেলমেট রাখতে তিনি যে অতিরিক্ত ১০ টাকা আদায় করছিলেন তা বুধবার থেকেই বন্ধ করতে।

তবে, সাইকেল প্রতি ১০ টাকা এবং মোটর সাইকেল প্রতি ২০ টাকা ও চারচাকার গাড়ি প্রতি ৫০ টাকার পরিবর্তন হচ্ছে না। সেই মূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। ডুয়ার্স উৎসবের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা লিখিতভাবে কোনও মূল্য বেঁধে দিইনি। তবে আগের থেকেই সাইকেল প্রতি ১০ টাকা, মোটর সাইকেল প্রতি ২০ টাকা করে নেওয়া হত। কারণ যাঁরা টেন্ডারের মাধ্যমে ওই স্ট্যান্ডের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁরা এই দশদিনের জন্য অনেক বেকার তরুণদের আয়ের কিছুটা হলেও ব্যবস্থা করে দেয়। তবে হেলমেট রাখতে টাকা নেওয়া অন্যায় কাজ হয়েছে। বুধবার থেকে সেই টাকা নিতে বারণ করা হয়েছে। সেই অভিযোগ আবার পেলে ওই স্ট্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ইতিমধ্যেই, ডুয়ার্স উৎসবের এক্সপোমেলায় একটি লটারির দোকানে তৃতীয় লিঙ্গের এক শিল্পীকে নিয়ে এসে চটুল নৃত্য প্রদর্শনের অভিযোগ ওঠে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই ওই লটারির দোকানটি কালো তালিকাভুক্ত করে উৎসব কমিটি। সে ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হেলমেট বিতর্ক।

সেই মোটর সাইকেলস্ট্যান্ডের ইজারাদার উৎপল সরকার বলেন, 'উৎসব কমিটি হেলমেট থেকে টাকা নিতে বারণ করেছে। তবে আমরা অনুরোধ করেছি সাইকেল ও মোটর সাইকেল থেকে যে টাকা নেওয়া হচ্ছিল তা যাতে কমিয়ে না দেওয়া হয়। কারণ অনেকজন আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁদেরও আয় হয়।'

চার বছর ধরে বন্ধ কমিউনিটি টয়লেট

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৮ জানুয়ারি : ফালাকাটা ধূপগুড়ি মোড় বাজারে চার বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল কমিউনিটি টয়লেট। ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি সাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকার ওপরে খরচ করে ওই কমিউনিটি টয়লেট বানিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ হলেও তা চালু হয়নি। ফলে চার বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে টয়লেটটি। এই অবস্থায় এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের মাঠকেই 'বাথরুম' হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ফালাকাটা পুরসভার একশো মিটারের মধ্যেই ধূপগুড়ি মোড় বাজার। এই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুবিধার জন্যই কমিউনিটি টয়লেটটি বানানো হয়েছিল। ফালাকাটা শহর যখন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছিল তখন পঞ্চায়েত সমিতি এই কমিউনিটি টয়লেটটি বানায়। এখন যেটা পুরসভা অফিস সেটাই আগে ছিল পারঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। এই অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বেই ২০২১ সালে পঞ্চায়েত সমিতি ৩৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৪ টাকা দিয়ে কমিউনিটি টয়লেটটি তৈরি করে। কিন্তু অভিযোগ কমিউনিটি টয়লেটটি বানানোর পর পঞ্চায়েত সমিতির হাতেও তুলে দেয়। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তা আজও চালু হয়নি।

ধূপগুড়ি মোড়ের কমিউনিটি টয়লেটটি কী কারণে আজও চালু করা গেল না তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতিও সঠিক জবাব দিতে পারেনি। এমনকি অন্ধকারে ফালাকাটা পুরসভাও। ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'কমিউনিটি টয়লেটটি তৈরির পরেই ফালাকাটা পুরসভা ঘোষণা হয়। ফলে শহরের সবকিছুর দায়িত্ব পুরসভার হয়ে পড়ে। তবে আমরা দেখছি কিছু করা যায় কি না। এর জন্য পুরসভার সঙ্গেও কথা বলব।'

> স্কুলের মাঠে বাজার তো বসেই সেই সঙ্গে অনেকেই স্কুলের মাঠকেই বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করছেন। কাউন্সিলার থেকে চেয়ারম্যানকেও জানিয়েছি। কিন্তু সুরাহা হয়নি।
>
> **নিতাই দাস** *প্রধান শিক্ষক*
> *পারঙ্গেরপার স্টেট প্ল্যান প্রাইমারি*

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যাই বলুক। বর্তমান ওই এলাকার ফালাকাটা পুরসভার কাউন্সিলার অসীম দেব কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তাঁর কথায়, 'কমিউনিটি টয়লেটটি একটি অপরিকল্পিত জায়গায় বানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে লক্ষ্মীলাভ ব্যবসায়ীদের

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : শহরের প্রায় পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা গত তিনদিন ধরে রাস্তার ধারের টাইমকল থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছিলেন না। অবশেষে বুধবার এই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে এই কয়েকদিন ভরসা ছিল কিন্তু কেনা ও টিউবওয়েলের জল। কথায় বলে, 'কারও পৌষমাস, তো কারও সর্বনাশ' এই কথা যেন মিলে গেল জল ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। যাঁরা এই কয়েকদিন বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবসা করেছেন, তাঁদের এই কয়েকদিন লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। যাঁরা বাড়িতে এতদিন কেনা জল রাখতেন না, তাঁদেরও এই কয়েকটাদিন পানীয় জলের জন্য বাড়িতে কেনা জলের ড্রাম রাখতে দেখা যায়।

শহরের ২, ৩, ৪, ৬ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় টাইমকলের পাশাপাশি টিউবয়েল থাকলেও বেশিরভাগ বাসিন্দাদের ভরসা টাইমকলের পরিস্রুত পানীয় জলই। সেই জল না পাওয়ায় ভোগান্তি বাড়লেও লাভবান হন ব্যবসায়ীরা। জল ব্যবসায়ী ধীমান দেবনাথ বলেন, 'গত তিন-চারদিন ধরে জলের যে পরিমাণ ডেলিভারি দেওয়া হল, তা বাকি দিনগুলোর তুলনায় অনেকটাই বেশি। তাঁর কথায়, 'প্রায় ১৫ থেকে ২০টি জলের ড্রাম বাকি সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ডেলিভারি দিতে হচ্ছে। দিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা বেশি উপার্জন হচ্ছে।'

শহরবাসী দীপালি মজুমদার ভোগান্তির কথা তুলে ধরে বলেন, 'বাড়ির সামনে টাইমকল থাকায় সেখান থেকে জল নিয়ে আসা হত শুধু খাওয়ার জন্য। কিন্তু সেটা গত কয়েকদিন ধরে না মেলায় কিনে খেতে হচ্ছে। বাড়িতে অসুস্থ সদস্য রয়েছে, তাঁর জন্য পরিস্রুত পানীয় জল ভীষণ জরুরি। সেই তাগিদেই জল কেনা।'

শহরের বাসিন্দা দীপক সরকার বলেন, 'পিএইচই'র পরিস্রুত পানীয় জল যা টাইমকলের মাধ্যমে আসে সময় সময়, তা খেতেই আমরা অভ্যস্ত। বাড়ির কলের জল দিয়ে রান্না করা হয় শুধু। তিনদিন ধরে তিনটি জলের ড্রাম কিনেছি। একটি জলের ড্রাম ৩০ টাকা করে পড়েছে।'

শহরের আরেক জল ব্যবসায়ী জয়ন্ত সাহা বলেন, 'জল এই কয়েকদিন না আসায়, অনেকে যাঁরা কখনও জল নেননি, তাঁরাও জল কিনে নেন। ফলে দিনে যদি ১০০টি ড্রাম বিলি করা হত সেখানে গত কয়েকদিন ধরে ২০ থেকে ৩০টি ড্রাম বেশি বিলি করা হচ্ছে। জলের জন্য অনেকের ফোন আসছিল এই কয়েকদিন।'

বুধবার সকাল থেকে এইসমস্ত ওয়ার্ডে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়ার কথা পিএইচই দপ্তরের আধিকারিকরা জানালেও দুপুর থেকে সেই পরিষেবা স্বাভাবিক হতে দেখা যায়। পানীয় জলের পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় সকলেই খুশি।

এই বিষয়ে পিএইচই দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল বলেন, 'বুধবার থেকে অবশেষে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। সকলে জল পেয়েছেন।'

বাড়তি লাভ

- অন্যদিনের তুলনায় গত কয়েকদিন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা লাভ হয়েছে
- ফোনেই আসত পানীয় জলের অর্ডার
- গত কয়েকদিন ধরে ২০ থেকে ৩০টি ড্রাম বেশি বিলি করা হচ্ছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা

এল যে শীতের রাত...

তীব্র ঠান্ডায় আগুনে শরীর সেঁকে নিচ্ছেন মানুষ। বুধবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

প্রীতিশের জীবনাবসান

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : চলে গেলেন সাংবাদিক প্রীতিশ নন্দী। যদিও তাঁর আরও অনেক পরিচয়। তিনি কবি, চলচিত্র নির্মাতা। রাজনীতিবিদও। রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন শিবসেনার টিকিটে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসভবনে বুধবার হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৩। সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্যও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রীতিশের অভিন্ন হৃদয়বন্ধু অভিনেতা-রাজনীতিবিদ অনুপম খেরের পোস্টে মৃত্যুসংবাদটি জানাজানি হয়।

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'র সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়েছিল প্রীতিশের। তবে সম্পাদনা করেছেন 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট', 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন দীর্ঘদিন। ছিলেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাবলিশিং এডিটর। সাংবাদিক সত্তার পাশাপাশি কাব্যচর্চার জন্য পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে প্রায় ৪০টি কবিতার বই আছে তাঁর। বেশকিছু সিনেমা প্রয়োজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙালি হলেও তাঁর জন্ম, বড় হওয়া ও সমস্ত রকম কাজ ভিনরাজ্যে। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সংবাদ ও সংস্কৃতি জগতে বহুমুখী কাজের অধিকারী ছিলেন প্রীতিশ।

তিরুপতিতে পদপিষ্ট ছয়

অমরাবতী, ৮ জানুয়ারি : তিরুপতি দর্শনে গিয়ে আর ফেরা হল না। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। বুধবার সন্ধ্যায় ওই দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) থেকে শুরু হবে ১০ দিনের বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শন। সেজন্য টিকিট সংগ্রহ করতে সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়েছিল মন্দিরের বাইরে। সন্ধ্যায় টোকেন বিলির ঘোষণা হতেই সেই লাইনে প্রবল বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। ওই ঘটনার সময় প্রায় ৪০০০ পুণ্যার্থী লাইনে ছিলেন। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় তিরুপতি মন্দির। ভক্ত সংখ্যার নিরিখে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বুধবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ও এই ঘটনা ঘটে।

মেটা'র পলিসি বদলে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক

প্রান্তিক লিঙ্গভুক্তদের প্রতি কটূক্তিতে সায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : প্রত্যেক বছর 'মেটা' তার পলিসিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনে। এবার যে পরিবর্তনটি এনেছে তাতে ইতিমধ্যেই চক্ষু চড়কগাছ নেট-নাগরিকদের। মেটার অধীনে থাকা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা থ্রেডসে এখন থেকে সমকামীদের উদ্দেশে 'মানসিক অসুস্থ' কিংবা যে কোনও ধরনের কটূক্তি হলে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থাটি।

ব্যাপারটা কী? ধরা যাক কোনও ব্যক্তি ফেসবুকে সমকামীদের (এলজিবিটিকিউ কমিউনিটি) উদ্দেশে কটূক্তি করে কোনও পোস্ট করলেন। এবার সেই পোস্টটি আপত্তিজনক বলে রিপোর্ট করতে গেলেন কেউ। কিন্তু ফেসবুকের এই নয়া পলিসিতে অভিযোগকারী অভিযোগটাই করতে পারবেন না। কারণ রিপোর্ট সেকশনে সেই অপশনটাই আর মিলবে না।

শুধু সমকামীদের ক্ষেত্রেই নয়, মহিলাদের উদ্দেশে যদি কেউ কুরুচিকর মন্তব্য করে, আর সেই মন্তব্যের মাধ্যমে যদি মহিলাদের 'বস্তু' হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেক্ষেত্রেও মেটা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। পাশাপাশি তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি সহ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনায় যে বিধিনিষেধ এতদিন ছিল, মেটা সেগুলি তুলে নেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মেটার মুখ্য আধিকারিক জোয়েল কাপলান এই বদল সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।' সম্প্রতি সংস্থার কর্ণধার মার্কের কণ্ঠে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে।

শুধু এটাই নয়। মেটা তার সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্দেশের ক্ষেত্রেও আপডেট এনেছে। 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে সংস্থাটি। তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা।

মেটার পলিসি বদলে রূপান্তরকামী বা সমকামীদের মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করার অনুমতি দিয়ে দেয়। বেশ কিছু গণমাধ্যম অনুরোধ জানালেও মেটা বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্র উদারতা দেখায়নি। মহিলাদের 'সম্পত্তি' হিসাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা মানা হত, তা-ও সরিয়ে নিয়ে যায় মেটা।

এলজিবিটিকিউ প্লাস কমিউনিটির মিডিয়া অ্যাডভোকেসি গ্রুপ 'গ্ল্যাড' মেটার এই নীতি বদলের নিন্দা করেছে। এ ব্যাপারে গ্ল্যাডের সভাপতি সারা কেট এলিস বলেছেন, 'এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আটকানোর বদলে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী সহ অন্য প্রান্তিক লিঙ্গগোষ্ঠীর প্রতি অমানবিক আচরণে সবুজ আলো দেখাচ্ছে মেটা।'

নীরবতা

- শুধু সমকামী নয়, মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করলে নীরব থাকবে মেটা
- তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি, লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিধিনিষেধও তুলে নেওয়া হল
- ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে তুমুল বিতর্ক
- 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে
- তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা

> যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।
>
> **জোয়েল কাপলান**
> মুখ্য আধিকারিক, মেটা

সেবকে গাছ কাটার ছাড়পত্র মেলেনি

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কেন্দ্র অর্থবরাদ্দ করেছে ঠিকই। কিন্তু সেবকের এলিভেটেড করিডরে এখনও ছাড়পত্র দেয়নি বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বন এবং বন্যপ্রাণের স্বার্থরক্ষায় এলিভেটেড করিডরের পক্ষে সায় দিলেও অনুমতি দেয়নি রাজ্যের বন দপ্তরও। ফলে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার ভবিষ্যৎ অনুমতির ফাঁসে আটকে। তবে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক অর্থবরাদ্দ করতেই নতুন করে বনাঞ্চল ধ্বংসের উদ্বেগ শুরু হয়ে গিয়েছে। উন্নয়নে বৃক্ষচ্ছেদনে সায় থাকলেও কেন পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি।

শিলিগুড়ির বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত যে এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ চলছে, তা সেবক বাজার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করেছে নীতিন গড়করির মন্ত্রক। ১৪ কিমি রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ফের হাজার হাজার গাছে কোপ পড়বে, যা নিয়ে আশঙ্কিত পরিবেশপ্রেমীরা। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলছেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে ৪০ হাজার বড় গাছ কাটা পড়েছে সাম্প্রতিককালে। সেবকেও প্রচুর গাছ কাটা পড়বে।'

কী কী কাজ বাকি? করিডর কীভাবে হবে, কত গাছ কাটা পড়তে পারে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ সমীক্ষা করার কথা বন দপ্তর এবং সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। কিন্তু তা হয়নি। সমীক্ষা না হওয়ায় গাছ কাটা পড়া সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কষতে পারছে না বন দপ্তর।

রেল অবরোধে ধৃতদের জামিন

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : রেল অবরোধের অভিযোগে গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের গ্রেপ্তার হওয়া ছ'জনকে বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। সেখানে সবাই জামিন পান বলে খবর। আরপিএফ সূত্রে খবর, আন্দোলনের ভিডিও রেকর্ড দেখে প্রাথমিকভাবে ২০ জনকে চিহ্নিত করা হয়।

ইতিপূর্বে রেল থেকেও ২০ জনকে সমন পাঠানো হয়েছিল। বুধবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তাদেরই ছ'জন সেই সমন পেয়ে উপস্থিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর জোরাই এলাকায় রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিল দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশন। রেল চলাচল বন্ধ করা, রেলের কাজে বাধা, যাত্রী সুরক্ষা অনিশ্চিত করার অভিযোগে মামলা হয়।

বাবলা খুনে

প্রথম পাতার পর

কার কোথায় ফ্ল্যাট তৈরি হবে? কে কোথায় জমি বিক্রি করবেন, সেই সবই তারা দেখভাল করতেন। কে কত ফ্ল্যাট তৈরির হপ্তা নেবেন এনিয়েই লড়াই হত। পুরোটাই টাকার লড়াই জমির লড়াই।

হাই প্রোফাইল খুনে গ্রেপ্তারির আগের পর্বেও ছিল টানটান উত্তেজনা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৫৪ মিনিটে নন্দুকে জেরা শুরু হয়েছিল। দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় রাতভর ম্যারাথন জেরা শেষে বুধবার নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের সূত্রে মালদা টাউন তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও তাঁর দুই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ এবং অখিলেশকে তলব করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনজন ইংরেজবাজার থানায় আসার পর শুরু হয় ম্যারাথন জেরা। জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথমে থানায় আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঢোকেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

পুলিশসূত্রে খবর, দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় ধৃত এক পান্ডার কল ডিটেইলসের সূত্র ধরেই তিওয়ারি ভাইদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। বেশ কিছু সিসি ক্যামেরার ফুটেজও তদন্তে উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই বুধবার ভোরে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয় স্বপন শর্মাকে। রাতভর জেরা শেষে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ থানা থেকে বেরোন জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা।

কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? নেপথ্যে রাজনীতি, তোলাবাজির লড়াই নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা? প্রশ্নটা বড় আকার নিচ্ছে রাজনৈতিক মহলেও। ওই গ্রেপ্তারির খবর বিদ্যুতের গতিতে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইংরেজবাজার থানা সহ আদালত চত্বরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। বুধবার দুপুর আড়াইটেয় জেলা আদালত চত্বরে থিকথিকে ভিড়ের মধ্যে বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে কোর্টে ঢোকে পুলিশের গাড়ি। সকলের চোখ তখন কালো গাড়িটার দিকে। অনেকেই আবার মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত। ভিড় সরিয়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে দুলাল সরকার খুনের অভিযোগে ধৃত নরেন্দ্রনাথ ও স্বপন শর্মাকে।

গত ২ জানুয়ারি, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার দুলাল ওরফে বাবলা সরকারকে বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার। ওই খুনের নেপথ্যে তাঁর স্ত্রী চৈতালি সরকার দাবি করেছিলেন, একাধিক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন দুলাল। সোমবার রাতে ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক দল। তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তারপর মঙ্গলবার ওই মামলার তদন্তে তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাইকে থানায় ডাকে পুলিশ।

কালো তুষারে বিপত্তি সিকিমে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : তুষারের টানেই উত্তর সিকিম পাড়ি। কিন্তু সেই তুষারপাতই ডেকে আনল বিপত্তি। বেড়াতে গিয়ে হোটেলবন্দি পর্যটকরা। এই বিপত্তির মূলে রয়েছে 'ব্ল্যাক আইস'। ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে নাথু লা, ছাঙ্গু লেক, ১৫ মাইলের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। পর্যটকদের নিরাপত্তায় নজর রেখেই পর্যটনকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সিকিম প্রশাসনের। শুধু পূর্ব বা উত্তর সিকিম নয়, রাতভর তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো এলাকাগুলিতেও। তবে এখানে ব্ল্যাক আইস সৃষ্টি না হওয়ায় খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। কুয়াশা-হাওয়ার ঝটকায় পারদপতন সমতলেও।

সিকিমের জন্য সতর্কতা জারি করলেও বৃহস্পতিবার থেকে সমতলের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

তুষারপাতের সম্ভাবনায় গাড়িতে বেলচা, শিকল রাখার বিধিনিষেধ জারি করেছিল সিকিম প্রশাসন। কিন্তু ব্ল্যাক আইসে কাজে এল না কোনও উদ্যোগ। পূর্ব এবং উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পারমিট দেওয়াও। সিকিম পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, জওহরলাল নেহরু রোড খোলা রয়েছে শুধু ১০ মাইল পর্যন্ত। পারমিট ইস্যু হচ্ছে না ছাঙ্গু লেকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউপয়েন্ট, নাথু লা এবং বাবা মন্দিরের ক্ষেত্রে। জুলুকের রাস্তা খোলা থাকলেও বন্ধ থাম্বি ভিউপয়েন্ট। লাচুংয়ের ইয়ুমথাং পর্যন্ত পারমিট দেওয়া হলেও বন্ধ জিরো পয়েন্ট। লাচেনে খোলা শুধু গুরুদোংমার। ব্ল্যাক আইসের জন্য এমন পরিস্থিতি হয়েছে বলে বক্তব্য ১২৯ জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্সের (জিআরইএফ)।

কিন্তু ব্ল্যাক আইস কী? বিরামহীন তুষারপাতের জেরে সৃষ্টি হওয়া বরফের পুরু আস্তরণ। যা অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পর্যটনস্থলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জিআরইএফের এক ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। পর্যটকদের নিরাপত্তায় জোর দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত, বলছেন পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ঘরবন্দি থাকতে কার ভালো লাগে? তাই বিমর্ষ পর্যটকরা। উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর থেকে লাচুংয়ে বেড়াতে গিয়েছেন দেবাশিস ঘোষ। বলছেন, 'মঙ্গলবার পৌঁছেই তুষারপাত পেয়েছি। মন ভরে গিয়েছে। কিন্তু এখন হোটেলে বসে রয়েছি। নাথু লা তো দূরের কথা, জিরো পয়েন্টেও যেতে পারছি না।' একই বক্তব্য লাচেনে বেড়াতে যাওয়া রায়গঞ্জের তুলসীতলার পার্থ বসুর।' যেভাবে বরফ জমেছে, তা গলে যেতে বা কেটে রাস্তা বের করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় লাগবে বলে জানাচ্ছে জিআরইএফ। পূর্ব এবং উত্তর সিকিমে ধারাবাহিক তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরও।

খুলছে রাচেলা

প্রথম পাতার পর

নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের সর্বোচ্চ পাহাড়ি এলাকা রাচেলা ডান্ডার উচ্চতা প্রায় ১১ হাজার ফুট। কিন্তু পর্যটকরা ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র চূড়া দেখতে পাবেন। উদ্বোধনের পর নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিস থেকে অফলাইনে ডে ভিজিটের টিকিট পাবেন পর্যটকরা। জনপ্রতি ৫০ টাকা করে নেওয়া হবে। গাড়ির জন্য কত টাকা লাগতে পারে তা উদ্বোধনের আগেই বন দপ্তর জানিয়ে দেবে।

নেওড়া ভ্যালিতে এখনও অনেক অজানা উদ্ভিদ, প্রাণী রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পাওয়া গিয়েছে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবিও উঠেছে। রয়েছে হিমালয়ান ভালুক, হাতি, বিশাল অজগরের আনাগোনা। বন দপ্তরের তকমায় নেওড়া ভ্যালির বহু এলাকা এখনও 'ভার্জিন', অর্থাৎ যেখানে মানুষের পা পড়েনি। প্রবেশ নিষেধ বলেই সেখানকার জঙ্গল বন্যপ্রাণীদের সেফ জোন। তাই এখানকার জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীদেরর ওপর যাতে প্রভাব না পড়ে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের ব্যবস্থা করা হয় বলে দাবি তুলেছেন জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত।

ডিএফও বলেন, 'রাচেলা ভিউপয়েন্ট করা হয়েছে কোর এলাকার বাইরে। ১৪ ফেরি পর্যন্ত আগেই জিপ সাফারির অনুমতি ছিল। নেওড়ার রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব রূপ দেখে আমরা রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলাম। রাজ্য বন দপ্তর সেখানে পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। রাচেলা ভিউপয়েন্টে আপাতত কিছু পর্যটককে ট্রায়াল হিসেবে ঘোরানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ভিউপয়েন্টের।

শর্ত সাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে দখল করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এক ব্যক্তি। ওই মিছিলে থাকার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এই মিছিলের অনুমতি দিলেন। বিচারপতি নির্দেশ দেন, ৯ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশন থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। তবে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশ, ওই মিছিলে ১০০০ জন অংশ নিতে পারবেন। শান্তিশৃঙ্খলা যাতে ভঙ্গ না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে উদ্যোক্তাদের।

খোঁজ জনতার

প্রথম পাতার পর

সমস্যাটা খালি কথা বলার নয়। এখন তো অনেকেই অনলাইনে পেমেন্ট করেন। প্যারেড গ্রাউন্ডজুড়ে বেচাকেনা বারবার থমকে যাচ্ছে এই নেটওয়ার্কের সমস্যায়। যেমন ফুড কোর্টে কিউআর কোড দিয়ে পেমেন্ট করতে গিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছিলেন দমনপুরের বাসিন্দা সানি তিরকি।

ব্যবসায়ীদেরও এই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। জিতেন বর্মন নামে ডুয়ার্স উৎসবে আসা এক ব্যবসায়ী বললেন, 'পেমেন্ট করতে খদ্দেরদের দেরি হচ্ছে। আর সেটা আমাদের কাছে আসছেও দেরিতে। ওই দিকে বাড়তি নজর দিতে হচ্ছে যে টাকা সত্যি সত্যি ঢুকল কি না অ্যাকাউন্টে। নেটওয়ার্ক ভালো থাকলে এই সমস্যা হত না।'

কোনও নির্দিষ্ট সংস্থা নয়, বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হচ্ছে। টেলিকম কোম্পানিগুলো আবার দাবি করেছে, ইন্টারনেটের সমস্যা হলেও হতে পারে, তবে ফোনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বিএসএনএলের আলিপুরদুয়ারের সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জয়দীপ বসুর মতে, 'ইন্টারনেটের সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ কোনও নির্দিষ্ট জায়গার পরিকাঠামোয় যদি ১ জিবি ডেটা ব্যবহারের লিমিট দেওয়া থাকে আর একসঙ্গে অনেক লোক তা ব্যবহার করেন, তাহলে সমস্যা হতে পারে। এটাকে ডেটা ক্রাঞ্চ বলে। ভয়েস কলের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার কথা নয়।'

যদিও অরুণাংশুর মতো ভুক্তভোগীরা তা মানতে নারাজ।

গাঁজা সহ মহিলা গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ৮ জানুয়ারি : রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ের এক বেসরকারি বাস থেকে দুটি ব্যাগে দু'কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কোচবিহারের কোতোয়ালির ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামপল্লির বাসিন্দা ধৃতের নাম অনিমা গোস্বামী। মালদা যাওয়ার পথে তাকে ধরা হয়।

রেশমশিল্পের গৌরব ফেরাতে উদ্যোগ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জানুয়ারি : একসময় রেশমশিল্পে আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ নাম ছিল। এখানে এন্ডি পোকার চাষ হত ব্যাপক। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তালেশ্বরগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রেশমশিল্প দপ্তরের অফিস এবং ফার্ম গড়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এন্ডি পোকা চাষের এলাকাবৃদ্ধি, কিংবা চাষিদের এই চাষে উদ্বুদ্ধ করতে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ক্রমে, রেশম সুতো এবং পিউপা বিপণনের তেমন বাজার না পাওয়ায় চাষিরা আগ্রহ হারাতে থাকেন। তবে এবার সেই ছবি পালটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রেশমশিল্প দপ্তর। বুধবার রেশমশিল্প দপ্তরের উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ অরূপকৃষ্ণ ঠাকুর এবং উপ অধিকর্তা দেবাশিস দত্ত তালেশ্বরগুড়িতে দপ্তরের এড়ি ফার্মে চাষিদের নিয়ে একটি কর্মশালা করেন। সেখানে এই শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগের কথা জানান তাঁরা।

রেশমগুটি দেখছেন আধিকারিকরা। বুধবার তালেশ্বরগুড়িতে।

আধিকারিকরা জানান, এন্ডি পোকার চাষ তরান্বিত করতে রেশমশিল্প দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আরও বেশি চাষিকে এই চাষে আনার পাশাপাশি এন্ডি সুতো এবং কাপড় তৈরি করে যাতে চাষিরা নিজেরা বেশি আয় করতে পারেন, তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সুতো তৈরির যন্ত্র চাষিদের দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে রেশমশিল্প দপ্তর। চাষিরা জানান, এড়ি খোলস থেকে মূলত এড়ি রেশম সুতো বের করা হয়। সেই সুতো দিয়েই দামি দামি পোশাক তৈরি হয়। কিন্তু চাষিরা আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়েই থাকেন। তার কারণ সুতো বের করার যন্ত্র এবং প্রশিক্ষণ না থাকায় বেশিরভাগ চাষি এড়ি খোলস অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। তবে রেশমশিল্প দপ্তর যে উদ্যোগ নিচ্ছে, তাতে এই সমস্যা সমাধান হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডঃ অরূপকৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, 'আমরা চাই চাষিরা নিজেরাই এড়ি খোলস থেকে সুতো বের করে বস্ত্র তৈরি করুক। পুরো লভ্যাংশ তাঁরাই পাক। তার জন্য আমরা এবার তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সুতো তৈরির যন্ত্র এবং কাপড় তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে, দ্রুত যাতে সেই প্রকল্প রূপায়ণ করা যায়, তার জন্য আমরা রেশমশিল্প দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।' তালেশ্বরগুড়ি ছাড়াও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দামসিবাদ, সিমলাবাড়ি, ঢালকর, শামুকতলাবস্তি, বানিয়াগাঁও, পুখুরিয়া গ্রামে এন্ডি পোকা চাষ হয়। গোটা এলাকায় ১২০ জন চাষি এখন এই চাষের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য, রেশমশিল্প দপ্তর যদি উদ্যোগী হয়, তাহলে এলাকায় এই চাষে আরও অনেকে যুক্ত হবেন।

আধিকারিক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আমরা চাষিদের এই চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকি। পিছিয়ে পড়া এই এলাকার মানুষ যাতে এই চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন সেই চেষ্টা আমরা চালাচ্ছি।' তালেশ্বরগুড়ি ফার্মের দায়িত্বে রয়েছেন জবা মুর্মু। তিনি এই সময় খুব ভালো কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

বন্ধ ক্লাসরুমে

প্রথম পাতার পর

পরিত্যক্ত স্কুল ভবনে এখন অসামাজিক কাজকর্ম হয়।'

শিক্ষিকাশূন্য হওয়ার পর একমাত্র শিক্ষাকর্মীও কয়েকদিন ক্লাস নেন। অতিথি শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়। একসময় অতিথি শিক্ষকদের কেউ অবসর, কেউ স্বেচ্ছাবসর নেন। শেষপর্যন্ত ২০১৮ সালে ওই স্কুলের পড়ুয়াদেরই বদলি করে দেওয়া হয় রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলে। তালা পড়ে জুনিয়ার গার্লসে। ফাঁকা স্কুলবাড়িতে কিছুদিন রাজ্য পুলিশের রিজার্ভড ফোর্সের জওয়ানরা ছিলেন। তাঁরা চলে যাওয়ায় হানাবাড়ির চেহারা নেয় পরিত্যক্ত স্কুল ভবন। বর্তমানে দরজা খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা ক্লাসরুমগুলি একপ্রকার গোয়ালে পরিণত হয়েছে। বৃষ্টি হলে ক্লাসরুমে আশ্রয় নেয় গবাদি প্রাণী। ক্লাসরুমে গবাদি প্রাণীর পাশাপাশি ছড়িয়ে মানুষের মলমূত্রও।

একসময় মূল গেটের লোহার পাল্লা দুটিও খুলে ফেলা হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, চুরির উদ্দেশ্যে পাল্লা দুটি খোলা হয়। অবশ্য চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাল্লা দুটি পাশের প্রাথমিক স্কুলে রাখা হয়েছে। রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল রায় বলছেন, 'শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়াদের আমাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরিত্যক্ত স্কুল চত্বরে এখন তাসের আসরও বসে। বিষয়টি অনভিপ্রেত।'

মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'ওই স্কুল চত্বরে নজর রাখা হবে।' স্কুলটির অ্যাড হক কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। বীরপাড়ার বর্তমান অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইয়োগেন তামাং ফোন রিসিভ করেননি।

স্থায়ী উপাচার্য

প্রথম পাতার পর

বা শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হয়নি। চালু হয়নি হোটেল ম্যানেজমেন্ট, টি-ট্যুরিজম সহ চারটি প্রস্তাবিত কোর্সও। এতদিন অস্থায়ী উপাচার্য, একজন অস্থায়ী ফিন্যান্স অফিসার ও একজন অস্থায়ী স্পেশাল অফিসার দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ দায়সারাভাবে চলছে। তবে, এদিন দায়িত্ব নিয়েই এই সবগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই কাজ করা হবে বলে নতুন উপাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার কলেজের এক অধ্যাপক বলেন, 'যতদিন কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ করা না হচ্ছে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট তৈরি হবে না। স্ট্যাটিউট তৈরি না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হবে না।' জানালেন, তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডি তৈরি হয়। স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ তৈরি হয়। বোর্ড অফ স্টাডিজকে নিয়ন্ত্রণ করে ফ্যাকাল্টি কাউন্সেলিং (অ্যাকাডেমিক কাউন্সেল)। অধ্যাপকদের উন্নীতকরণ হলে, তবেই এসব সম্ভব। তাই নতুন উপাচার্য দায়িত্ব নিয়ে একেবারেই সঠিক পদক্ষেপের কথাই জানিয়েছেন। মত অধ্যাপক মহলের।

বিএসএফের পাশে দাঁড়াতে তৈরি বন্দরগছ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জানুয়ারি : গ্রামবাসীরা একজোট। দেশের নিরাপত্তায় আঁচ এলে বিএসএফের সঙ্গে এক হয়ে লড়াইয়ে তৈরি শিলিগুড়ি মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রাম ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলার বাসিন্দারা। সীমান্তকে যাঁরা সুরক্ষিত রাখছেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা তৈরি। একইসঙ্গে অবিলম্বে উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফ সব খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু করেছে। মালদায় বাধা দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তখনই গ্রামবাসীরা বিএসএফের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। চাপের মুখে পিছু হটে বিজিবি। এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ির এই গ্রামেও। উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার দিতে সমস্যায় পড়ছে বিএসএফ।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে লালদাসজোত থেকে হাপতিয়াগছ পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত। মহানন্দার এক পাড়ে ভারত অন্যপাড়ে বাংলাদেশ। একদিকে ফাঁসিদেওয়া উলটোদিকে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জ। উভয় দিকেই ঘন জনবসতি। স্থানীয় ধনিয়া মোড়ে তিন কিলোমিটার এবং চটহাটের মুড়িখাওয়ায় দেড় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত। এখানেই কাঁটাতার বসানো নিয়ে সমস্যা।

ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।

গত কয়েকমাস থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতেই বিএসএফের তরফে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই ধনিয়া মোড় এলাকাতেই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার এবং অনুপ্রবেশ রুখতে ২০২৪-এর অগাস্টে পাঁচ ফুট উঁচু পিলার বসানো হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুবার বিজিবি বাধা দিয়েছে। হয়েছে একাধিকবার দু'দেশের ফ্ল্যাগ মিটিং। তবুও সমস্যা মেটেনি।

ইতিমধ্যে পুরোনো হাটখোলা অবধি কাজ প্রায় শেষ। বাকি আরও খানিকটা কাঁটাতার বসানোর কাজ। এরইমধ্যে মালদার ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এতে একদিকে যেমন এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা কমবে তেমনই, এই করিডর করে দীর্ঘদিনের গোরু পাচারও বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে পুরোনো হাটখোলার বাসিন্দা উৎপল বিশ্বাস জানান, ২০০৬ সালে এই সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। গুলিও চলে। তখনও বিএসএফকে সবরকম সাহায্য করা হয়েছিল। এবারও তাঁদের পাশেই থাকছি। কাঁটাতারের বেড়া বসাতে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

ফাঁসিদেওয়ার চন্দনকুমার রায়ের মন্তব্য, 'আমরা চাই, দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া বসানো হোক। বিএসএফ চেষ্টা করছে। আমরা সঙ্গেই রয়েছি।' নিগম দেবনাথ বললেন, 'যে কোনও মূল্যে এই সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ শেষ হওয়া জরুরি। আমাদের দেশের জমিতে এসে অন্য দেশের সীমান্তরক্ষী বাধা দিলে আমরা তা মানব না।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রস্তুত নয় কোনও স্টেডিয়াম

পাকিস্তান থেকে সরতে পারে পুরো টুর্নামেন্টই

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে। যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও করাচির ন্যাশনাল, লাহোরের গদ্দাফি এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি! ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে শেষ হবে, তা নিয়েও ঘোর সংশয়।

পাকিস্তানের স্টেডিয়াম সংস্কারের গয়ংগচ্ছ অগ্রগতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে আইসিসিও। চলতি বছরে টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়। মুখ পোড়ে সর্বোচ্চ ক্রিকেট সংস্থার। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও একই আশঙ্কা। ফলস্বরূপ, বিকল্প ভাবনায় 'প্ল্যান বি' হিসেবে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানোর ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে আইসিসি-র অন্দরমহলে।

সূত্রের খবর, জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি কর্তারা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে রেখেছেন। বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে আরব আমিরশাহির কথা উঠছে। হাইব্রিড মডেলে ইতিমধ্যে ভারতের সমস্ত ম্যাচ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে পৌঁছোয়, গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচও হাতছাড়া করবে পাকিস্তান।

শিরেসংক্রান্তি ঢিমেতালে চলা স্টেডিয়ামের সংস্কার প্রক্রিয়া। আইসিসি-ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, 'হতাশাজনক ছবি। কনস্ট্রাকশনের কাজও এখন শেষ হয়নি। গ্যালারি থেকে ফ্লাডলাইট, কোনও কিছু প্রস্তুত নয়। এমনকি মাঠ তৈরির কাজ অনেক বাকি। পিসিবি যদি চূড়ান্ত সময়সীমা (স্টেডিয়াম হস্তান্তর) মিস করে, তাহলে অবশ্যই বিকল্প রাস্তা খোলা থাকবে। আধা-প্রস্তুত স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কোনও প্রশ্নই নেই। আগামী সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাতারাতি কতটা উন্নতি ঘটে, সেটাই এখন দেখার।'

পাকিস্তান বোর্ড যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি, ১৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগেই একশো শতাংশ কাজ তারা শেষ করে তিনটি স্টেডিয়ামই আইসিসি-র হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবে। পিসিবি সফলভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে দায়বদ্ধ। আড়াইশোর ওপর শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে সংস্কারের সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ভগ্নদশায় চিন্তা বাড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে।

চিন্তায় পাকিস্তান

- স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর।
- ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে।
- নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি।
- বিকল্প ভাবনায় পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরতে পারে।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন ঋষভের

সেরা রেটিংয়ে বুমরাহ, অনেক পিছনে কামিন্স

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : দল ব্যর্থ হলেও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে। এক নম্বর স্থান দখলে রাখার পাশাপাশি কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৯০৮)। ভারতীয় বোলার হিসেবে যা সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্টের রেকর্ড।

অনেকটা পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্যাট কামিন্স (৮৪১)। বুমরাহর পাশাপাশি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্য পেয়েছেন অজি অধিনায়ক। ২৫টি উইকেট নেন ৫ টেস্টের সিরিজে। তবে ধারাবাহিক সাফল্যের হাত ধরে কামিন্সের সঙ্গে ব্যবধান আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছেন বুমরাহ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে কাগিসো রাবাদা ও জোশ হ্যাজেলউড।

সেরা দশে দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার রবীন্দ্র জাদেজা (নবম স্থানে)। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক স্কট বোল্যান্ডের লম্বা লাফ। হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে সিরিজে ছাপ রাখেন বোল্যান্ড (৩টি টেস্টে ২১ উইকেট)। পুরস্কারস্বরূপ, ২৯ ধাপের লম্বা লাফে জাদেজার সঙ্গে যৌথভাবে নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন অজি পেসার।

সিডনির দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানের সুফল পেয়েছেন ঋষভ পন্থও। তিন ধাপ এগিয়ে সেরা দশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের। ১২ থেকে নবম স্থানে উঠে এসেছেন। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিং যশস্বী জয়সওয়ালের। ৮৪৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। প্রথম দুইয়ে ইংল্যান্ডের দুই তারকা জো রুট (৮৯৫), হ্যারি ব্রুক (৮৭৬)। তৃতীয় স্থানে কেন উইলিয়ামসন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়ে দ্বাদশ স্থানে বাবর আজম। প্রত্যাশামাফিক প্রথম কুড়িতে জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি (২৭), রোহিত শর্মার (৪২)। অলরাউন্ডার বিভাগে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রেখেছেন জাদেজা। মার্কো জানসেন (দ্বিতীয়), কামিন্সের (চতুর্থ) সঙ্গে সেরা পাঁচের তালিকায় রয়েছেন দুই বাংলাদেশি মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান।

দলগত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান আগেই হাতছাড়া হয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়ার ফলে আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতীয় দল। জুনে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নম্বরে কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ঠিক পিছনেই। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

ঘরোয়া ক্রিকেটের দাওয়াই শাস্ত্রীর

অধিনায়ক কোহলিতে অবাক হবেন না গিলি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বড় প্রশ্নের মুখে বিরাট কোহলির টেস্ট কেরিয়ার।

ভারতীয় থিংকট্যাংক, নির্বাচকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কী অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এরমধ্যেই অ্যাডাম গিলক্রিস্টের চাঞ্চল্যকর দাবি-ফের অধিনায়ক পদে বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন ঘটলে তিনি মোটেই অবাক হবেন না।

অজি কিংবদন্তির যুক্তি, পুরো সময়ের অধিনায়ক হওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহর সবচেয়ে বড় কাঁটা ওয়ার্কলোড। ভারতীয় থিংকট্যাংককে যা চিন্তায় রাখবে। বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মার টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তা। এহেন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে বিরাটের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পেতে পারে জুনের ইংল্যান্ড সফরে।

গিলক্রিস্টের ধারণা, রোহিত ইংল্যান্ড সফরে যাবে বলে মনে হয় না। অজি সফর শেষে বাড়ি ফিরে পরিবার, দু'মাসের বাচ্চার সঙ্গে সময় কাটাক। তারপর অবসর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরেও দাঁড়াবে রোহিত। ভারতীয় টেস্ট দলে লিডারশিপ পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত।

কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি, 'জানি না, বুমরাহকে পুরো সময়ের অধিনায়ক করা হবে কিনা। তবে, এই দায়িত্ব সামলানো ওর জন্য সহজ হবে না। তাহলে কে অধিনায়ক হবে, আন্দাজ করুন। বিরাটকেই কি নেতৃত্বে ফেরানো হবে? যদি সেরকম কিছু দেখি, আমি অন্তত অবাক হব না।'

ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের জন্য। তবে গিলক্রিস্টের মতে, আইপিএলের সুবাদে প্রচুর প্রতিভা উঠে এসেছে। ১ থেকে ১১, প্রতিটি জায়গাতেই ভারতের হাতে বিকল্প প্রস্তুত। তবে, এদের সময় দিতে হবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সফরও কঠিন মঞ্চ ভারতের জন্য।

এদিকে, ছন্দে ফিরতে বিরাট-রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশের পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, কখন অবসর নেবে, তা ঠিক করবে দুই তারকা। কিন্তু সাফল্যে ফিরতে একটাই রাস্তা-ঘরোয়া ক্রিকেট। 'আমার মতে, ওদের ব্যাটিংয়ে যদি ফাঁক তৈরি হয়, তা পূরণের একটাই রাস্তা ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে যাওয়া, বেশ কিছু ম্যাচ খেলা। দেখা যাক।'

শাস্ত্রীর মতে, বিরাটদের মতো তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে একাধিক সুফল পাবে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন বিরাটরা উপকৃত হবে, তেমনই ওদের পাশে পেয়ে উজ্জীবিত হবে উঠতি খেলোয়াড়রাও। নিজেদের বিশাল অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে। বলার কথা, রোহিত শর্মা শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে ২০১৬ সালে। ২০১২ থেকে কোনও ঘরোয়া ম্যাচে দেখা যায়নি বিরাটকে।

এদিকে, তিন ফরম্যাটে জসপ্রীত বুমরাহকে সর্বকালের সেরা বলছেন মাইকেল ক্লার্ক। বলেছেন, 'সিরিজ শেষে বুমরাহর পারফরমেন্স খতিয়ে দেখছিলাম। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ওই সেরা ফাস্ট বোলার। কার্টলে অ্যামব্রোজ, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ টি২০ ক্রিকেট খেলেনি। তাই ওদের ধরব না। সিডনিতে ভারতের লিড যদি ১৮০ প্লাস হত এবং বুমরাহ বল করত, ম্যাচের পরিস্থিতি আলাদা হত।'

অসাধারণ মানুষ, কিংবদন্তি

বাড়ির সবাই বিরাটকে ভালোবাসে : কনস্টাস

সিডনি, ৮ জানুয়ারি : টেস্ট অভিষেক। তাও আবার বক্সিং ডে টেস্ট, মেলবোর্নের ঐতিহাসিক এমসিজি-তে। প্রতিপক্ষ শিবিরে আবার নিজের আদর্শ। বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরিতে মঞ্চ সাজিয়ে রাতারাতি নায়ক। জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে পিটিয়ে প্রচারের আলোয়।

প্রচার পেয়েছেন নিজের আদর্শ কোহলির বিরাট-ধাক্কার ঘটনার প্রেক্ষিতে। সিরিজের বাকি সময়ে বিরাটের সঙ্গে 'তু তু ম্যায় ম্যায়' উত্তাপ ছড়িয়েছে। যদিও আদর্শ বিরাটকে নিয়ে ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি। গতকাল বুমরাহর সঙ্গে ঘটনায় নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। এদিন বছর উনিশের তরুণ ওপেনারের গলায় বিরাট-বন্দনা। জানান, বাড়ির সবাই নাকি ভালোবাসে বিরাটকে।

সেই ভালোবাসার আবেদনে সাড়া দিয়ে মেঠো বিতর্ক সরিয়ে সিডনি টেস্টের মাঝে কনস্টাসের পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন বিরাট। কনস্টাস নিজেও কোহলিকে তাঁর পরিবার এবং তাঁর বিরাট-প্রীতির কথা জানান। এক সাক্ষাৎকারে তরুণ অজি ওপেনার বলেছেন, 'আমার পুরো পরিবারই বিরাটকে ভালোবাসে। ছোট থেকে বিরাটকে আদর্শ করে এগিয়েছি আমি। ও কিংবদন্তি।'

মেলবোর্ন এবং সিডনি টেস্টে বারবার সরগম হয়েছে বিরাট-কনস্টাস ইস্যু। ধাক্কা কাণ্ডের পাশাপাশি মাঠে বারবার কনস্টাসকে নকল করে সেলিব্রেশনও করতে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। যদিও সিরিজ শেষে বিতর্ক সরিয়ে এক ফ্রেমে কনস্টাস-বিরাট। সেই অনুভূতি সম্পর্কে এদিন এক সাক্ষাৎকারে কনস্টাস বলেছেন, 'ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ। আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।'

মানুষ বিরাটকে নিয়েও একইরকম উচ্ছ্বসিত অজি ক্রিকেটে নয়া মুখ। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ং ব্রিগেডের অন্যতম তারকা কনস্টাসের কথায়, 'বিরাট অত্যন্ত মাটির মানুষ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আগামীর জন্য আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাট। শুভকামনা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা সফরে আমার সাফল্যের।'

> ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ। আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।
>
> **স্যাম কনস্টাস**

মেঠো ঝামেলা ভুলে বিরাট কোহলিতে মজে স্যাম কনস্টাস।

সিডনি পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি!

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : আড়াই দিনে ম্যাচ শেষ। সর্বসাকুল্যে ১৯০ ওভার। চার ইনিংস মিলিয়ে পড়েছে ৩৪ উইকেট। প্রতি ৬ ওভারের কমে একটা করে উইকেটের পতন ঘটেছে। সর্বাধিক স্কোর ১৮৫! একসুরে সিডনির যে বাইশ গজ নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, সুনীল গাভাসকাররা। পিচের ঘাস দেখে অবাক হয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ, গৌতম গম্ভীররা।

সেই পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি! পারথ, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন-সিরিজের প্রথম টেস্টের চারটি কেন্দ্রই আইসিসি রেটিংয়ে 'খুব ভালো'-র স্বীকৃতি পেয়েছে। সমালোচিত সিডনি সেখানে রেটিংয়ের ঠিক পরের ধাপ 'সন্তোষজনক'-এর তালিকায়! তার ফলে আশঙ্কা থাকলেও বেঁচে যায় ডিমেরিট পয়েন্ট কাটার হাত থেকে।

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিলটন, ৮ জানুয়ারি : বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১১৩ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতল নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (৭৯) ও মার্ক চ্যাপম্যানের (৬২) ১১২ রানের জুটিতে ভর করে কিউয়িরা

বিফলে থিকশানার হ্যাটট্রিক

৩৭ ওভারে পৌঁছায় ২৫৫/৯ স্কোরে। মাহিশ থিকশানা ৪৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সপ্তম বোলার ওডিআইয়ে হ্যাটট্রিক করলেন থিকশানা। রান তাড়ায় নেমে ৫ ওভারের মধ্যে ২২/৪ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। পরে কামিন্দু মেন্ডিস (৬৪) চেষ্টা করলেও তা কোনও কাজে আসেনি। উইল ও'রৌরকে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভাঙেন শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডারকে। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জ্যাকব ডাফি (৩০/২)।

হ্যাটট্রিকের পর মহেশ থিকশানা।

শনিবার হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা

রোহিত-গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় আগরকার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা কাটার আগেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হার।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটে এমন কঠিন সময় আসেনি। উপরি হিসেবে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে রয়েছে জল্পনা। তাঁদের কি ফের দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে? চর্চা চলছে প্রবলভাবে। তার মধ্যেই আজ সামনে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ ও একদিনের সিরিজের দল ঘোষণারও সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার। রাতের দিকের খবর, বিরাট-রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকছেন। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরও থাকছেন। তাঁর জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্ভবত শেষ সুযোগ হতে চলেছে।

শনিবার দল ঘোষণার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে। যেখানে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বৈঠকে বসতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, সেই বৈঠকে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত যেমন হতে চলেছে। ঠিক তেমনই রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ব্রিসবেন টেস্টের পরই ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হল কেন, সেই প্রসঙ্গও আসবে। সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মুম্বই থেকে জানিয়েছেন, 'কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।' জানা গিয়েছে, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের সঙ্গে রোহিত-গম্ভীরদের বৈঠকে হাজির থাকতে চলেছেন বোর্ডের নয়া সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও। তিনিও দলের আচমকা ছন্দপতনে বিরক্ত।

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার শেষ দিন। সেদিনই রয়েছে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। ফলে তার আগের দিনই দল ঘোষণার কাজটা সেরে ফেলতে চাইছি বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে অধিনায়ক রোহিত, বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজাদের পাশে জসপ্রীত বুমরাহকে দেখতে পাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়। সিডনি টেস্টের শেষ দিনে চোটের কারণে বল করতে পারেননি বুমরাহ। তিনি কত দ্রুত ফিট হবেন, স্পষ্ট নয়। তাছাড়া জোরে বোলার হিসেবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও রয়েছে। বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকবেন কিনা, শনিবারই স্পষ্ট হবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ফিট হয়ে মহম্মদ সামির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেরা এখন সময়ের অপেক্ষা। কাল বরোদায় বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সামিকে দেখার জন্যই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার আগে চাপ বাড়ছে রোহিত-গম্ভীরের।

> কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

সামি-অভিকে নিয়ে আজ হরিয়ানা অভিযান বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : পিচের সবুজের আভা কিছুটা হলেও কমেছে। সঙ্গে রয়েছে সুখবরও। সুখবর নম্বর এক, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁকে দলে পাওয়ায় ব্যাটিং গভীরতা নিশ্চিতভাবেই বেড়েছে।

সুখবর নম্বর দুই, মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে রাতের দিকে বরোদায় বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। আগামীকাল তিনি ফিট মুকেশ কুমারের সঙ্গে নতুন বল ভাগ করে নেবেন। বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল সামির জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সব ঠিকমতো চললে আগামীকাল জাতীয় নির্বাচকদের সামনে সামি তাঁর ফিটনেসের চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে চলেছেন। হয়তো কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে সামি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পাবেন কিনা।

জোড়া সুখবরের প্রসঙ্গ বাদ দিলে বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে রীতিমতো সতর্ক টিম বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার আসরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কাল সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তা নিয়ে সতর্ক বাংলা দল। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যার দিকে বরোদা থেকে বলছিলেন, 'হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।' বরোদায় ঠান্ডা রয়েছে। ফলে সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকছে। ফলে টস এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে, মনে করছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

অস্ট্রেলিয়া ফেরত অভিমন্যু স্কোয়াডে চলে আসায় কাল বাংলা দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন হচ্ছেই। সুমন্ত গুপ্তের বদলে অভিমন্যু ঢুকছেন প্রথম একাদশে। সম্ভবত তিনিই অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেন করবেন। আর তিন নম্বরে ব্যাট করবেন ফর্মে থাকা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অভিমন্যুকে পাওয়া বাংলা দলের জন্য দুর্দান্ত খবর। ও দলে ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই কাউকে বসতে হবে।' সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি-মুকেশের সঙ্গে তিন নম্বর পেসার হিসেবে সায়ন ঘোষের খেলা নিশ্চিত। পিচে ঘাস থাকার কারণে চার নম্বর পেসার কি দেখা যাবে? এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, চার পেসার খেলাতে গেলে দলের ব্যাটিং দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

> হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বিজয় হাজারে ট্রফি

বাংলা বনাম হরিয়ানা

সময় : সকাল ৯টা, **স্থান :** ভদোদরা

বার্সেলোনার পর মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারকে আবার একসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

মায়ামিতে দেখা যেতে পারে এমএসএন জুটি

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : বার্সেলোনার এমএসএন জুটির কথা কয়েক বছর আগে ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘুরত। মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারের ত্রিফলা আবার দেখা যেতে পারে মেজর লিগ সকারে। সেই জল্পনা উসকে দিয়েছেন খোদ নেইমারই।

আগামী জুনেই ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে আল হিলালের চুক্তি শেষ হচ্ছে। ২০২৩ সালে যোগ দিলেও এপর্যন্ত সৌদির ক্লাবটির জার্সিতে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলেছেন। চোট-আঘাতের জেরে সিংহভাগ সময়ই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নেইমারের সঙ্গে আল হিলাল আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাইছে না। যদিও ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'সৌদিতে ভালোই আছি। তবে ফুটবল মানেই তো চমক। ভবিষ্যতে কী হয় কে বলতে পারে?'

নেইমারের দুই প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ এখন ইন্টার মায়ামিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নেইমারকেও কি দেখা যেতে পারে? তিনি স্পষ্টই জানালেন, আগেও সেই সুযোগ খুঁজেছিলেন। বললেন, 'যে সময় আমি প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ি তখন আমেরিকার দলবদলের বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ইন্টার মায়ামিতে সই করার কোনও সুযোগ ছিল না। তখন আল হিলালের প্রস্তাব খুব পছন্দ হয়। সেজন্য সৌদি প্রো লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিই।' ফলে অদূর ভবিষ্যতে মায়ামির ক্লাবটির তরফে প্রস্তাব পেলে নেইমারও যে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে পারেন তা বলাই যায়। একই সঙ্গে নেইমার জানিয়েছেন ২০২৬ সালে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ খেলবেন তিনি। সেজন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে তৈরি।

অনিরুদ্ধের চোটে আশঙ্কা মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ডার্বির বাকি আর মাত্র দুইদিন। তার আগেই বড় ধাক্কা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। বুধবার সকালে অনুশীলনে চোট পেলেন বাগানের তারকা মিডিও অনিরুদ্ধ থাপা। ম্যাচ প্রাকটিসের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান তিনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন অনিরুদ্ধ। তবে চোট কতটা গুরুতর এখনও জানা যায়নি। মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে, তিনি ডার্বিতে খেলতে পারবেন কিনা।

অনিরুদ্ধ না থাকায় চিন্তার ভাঁজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে। জাতীয় দলের এই মিডিওকে একান্তই পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীদের তৈরি রাখছেন তিনি।

বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘণ্টাদেড়েক গা ঘামান বাগান ফুটবলাররা। অনুশীলনে বেশিরভাগ সময় আক্রমণ শানানোর দিকেই জোর দিলেন মোলিনা। হয়তো জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংসকে সামনে রেখেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দল সাজাতে পারেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ।

এদিকে, মুম্বই সিটি এফসি-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ফলাফল দেখে লাল-হলুদকে বিচার করতে নারাজ বাগানের তারকা উইঙ্গার লিস্টনো কোলাসো। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল আমাদের বিরুদ্ধে সবসময় ভালো খেলে। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না। আমি এই ডার্বিতে গোল করার চেষ্টা করব।' বিদেশি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড বলেছেন, 'আমি ওদের নিয়ে ভাবছি না। বরং নিজেদের খেলার দিকেই মনঃসংযোগ করছি।'

তবে ডার্বি অন্য শহরে স্থানান্তরিতে কিছুটা হতাশ বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি সবসময় কলকাতায় হলেই ভালো হয়। এবারে গুয়াহাটিতে হওয়ায় গ্যালারির সেই উত্তাপটা আমরা পাব না।'

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার আগে অনুশীলনে কোনও খামতি ছিল না অনিরুদ্ধ থাপার। বুধবার।

জট কাটিয়ে ডার্বি গুয়াহাটিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : গুয়াহাটিতেই হতে চলেছে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। আগামী শনিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কলকাতা তথা এদেশের সবথেকে বড় ম্যাচ কলকাতায় যে হচ্ছে না, সেটা অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে গুয়াহাটিতেও শেষপর্যন্ত ম্যাচ হবে কি না তা নিয়েও বহু টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত এদিন সকালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনা হল, গুয়াহাটিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক বিশাল র‍্যালি থাকায় ওখানেও প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয় বাগান ম্যানেজমেন্টকে। পরিস্থিতি একটা সময়ে এমন দাঁড়ায় যে, গুয়াহাটিতেও ম্যাচ করা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সকালে যাবতীয় আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে ক্লাবের তরফে গুয়াহাটিতেও ডার্বি হওয়ার কথা ঘোষণা করে। এবারের ডার্বি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হোম ম্যাচ।

গত অক্টোবরে প্রথম কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান ২-০-য় হারায় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে। সারা ম্যাচে দাপুটে পারফরমেন্স দেখিয়ে বাগানকে প্রথমার্ধে এগিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। ম্যাচের শেষ দিকে নেমে পেনাল্টি আদায় করে তা থেকে দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন আর এক অস্ট্রেলীয় তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপর থেকেই মোহনবাগানের পারফরমেন্সগ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল এক নম্বরে। সেখানে লাল-হলুদ বাহিনী বছরের শেষে খানিকটা আশার আলো দেখাতে শুরু করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ২০২৫ সালের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গেলেও তাদের লড়াকু মেজাজ সেই ম্যাচেও দেখা গিয়েছে। ফিরতি ডার্বিতেও তাই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

চোট সারিয়ে অনুশীলনে নামলেন সাউল ক্রেসপো। বুধবার।

গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বড় ম্যাচ সরে গিয়েছে ভিনরাজ্যে। তবুও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল মহারণকে ঘিরে চড়ছে পারদ। বুধবার লাল-হলুদের অনুশীলনে যে ছবি দেখা গেল সাম্প্রতিক সময় তা নজিরবিহীন বললেও চলে। অন্তত গত কয়েক বছরে এমন ছবি তো দেখাই যায়নি। ডার্বির আগে সবুজ-মেরুনের গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

বুধবার থেকেই বড় ম্যাচের মহড়ায় নামল লাল-হলুদ ব্রিগেড। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারল তারা। সেই মাঠ লাগোয়া এক সাত তারা হোটেলেই থাকেন মোহনবাগান কোচ, ফুটবলার সহ অধিকাংশ সাপোর্ট স্টাফরা। আর কৌশল লুকিয়ে রাখতে এদিন অনুশীলন শুরু থেকেই সেই হোটেলের জানলায় কড়া নজর রাখল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের টিম ম্যানেজার অরুণ জয়সওয়ালকে গোয়েন্দা বানালেন অস্কার। পাশের মাঠে প্রস্তুতি সারছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেই মাঠেরই এক পাশে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মোহনবাগান টিম হোটেলে নজর রাখলেন তিনি। শেষে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেউ হোটেলের জানলা থেকে লুকিয়ে অনুশীলন দেখছেন সেই আশঙ্কা থেকেই নজর রাখা হচ্ছিল।

এদিকে, ডার্বির আগেও চোট সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল শিবির। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে আনোয়ার আলির চোট গুরুতর নয় বলেই দাবি করা হয়েছিল। যদিও এদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে ঢোকেন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার। শুধুমাত্র হালকা রিহ্যাব করলেন তিনি। এছাড়া মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরারাও। সবমিলিয়ে বড় ম্যাচের আগে বেশ চিন্তায় লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। এদিকে স্পেন থেকে ফিরে অনুশীলনে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো। যদিও এদিন শুধুমাত্র ফিজিকাল ট্রেনিং সারলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

অন্যদিকে, এদিন এক অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি স্বপনসাধন বসু মন্তব্য করেন, 'সূর্য যেমন ঢলে পড়ে, ইস্টবেঙ্গলও তেমন ঢলে পড়েছে।' পালটা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার মন্তব্য, 'মোহনবাগান ক্লাব বলে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। এটিকের সঙ্গে মার্জ করে খেলছে ওরা। টুটু বাবু সবসময়ই হাস্যকর কথা বলেন।' এদিকে ডার্বি গুয়াহাটিতে সরার খবর শেষ মুহূর্তে জানানোয় ইস্টবেঙ্গলের টিকিট পেতে সমস্যা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে ডার্বির আগে মাঠের বাইরেও যে উত্তেজনা বাড়ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপের পরই সরছেন দেশঁ

প্যারিস, ৮ জানুয়ারি : ফ্রান্স ফুটবলে দিদিয়ের দেশঁর জমানা শেষ হতে চলেছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরই। আগামী বছর বিশ্বকাপের পর বিশ্বজয়ী কোচের সঙ্গে আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে না ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন।

২০১২ সালে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন দেশঁ। তারপর একযুগ কেটে গিয়েছে। মাঝে তাঁর প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে ইউরো কাপে রানার্স হয় ফ্রান্স। ২০১৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জেতে দেশঁর কোচিংয়েই। এরপর ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হার। তারপরও ফ্রান্সের হেড কোচের পদে আসীন ছিলেন দিদিয়ের দেশঁ। তবে ২০২৪ ইউরো কাপের পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা শুরু হয়। শোনা যায়, এমবাপে সহ জাতীয় দলের একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে ফরাসি কোচের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। তার জেরেই কি সরতে হচ্ছে দেশঁকে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

এদিকে, ২৬ বিশ্বকাপের পর ফ্রান্সের নতুন কোচ কে হবেন তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর আগে একাধিকবার জাতীয় দলে কোচিং করানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন জিনেদিন জিদান। তাঁর হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে।

তেনজিং পুরস্কার সায়নীর

বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : সাঁতারু সায়নী দাস পেতে চলেছেন তেনজিং নোরগে পুরস্কার। আগামী ১৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর থেকে এই পুরস্কার নেবেন কালনার বারুইপাড়ার সায়নী। বুলা চৌধুরীর পর প্রথম বাঙালি হিসেবে ভারতের সর্বোচ্চ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সম্মান পেতে চলেছেন তিনি। সায়নী সপ্তসিন্ধুর মধ্যে পাঁচটি (রটনেষ্ট, ক্যাটালিনা, ইংলিশ চ্যানেল, মালোকাই চ্যানেল ও কুক স্ট্রেইট চ্যানেল) ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছেন। বাকি আর দুইটি- সুগারু ও জিব্রাল্টার প্রণালী জয়। তাহলেই ইতিহাস সৃষ্টি করবেন এই বঙ্গ তনয়া। তাঁর মাথায় উঠবে ওশেন সেভেন চ্যালেঞ্জের মুকুট। সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। মা রুপালীদেবী সাধারণ গৃহবধূ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পাখির চোখ জকোর

ক্যানবেরা, ৮ জানুয়ারি : গত মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের। ২০১৭ সালের পর প্রথমবার একটিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়া মরশুম শেষ করেছেন তিনি। তবে ব্যর্থতা ভুলে ফের ছন্দে ফিরতে মরিয়া এই সার্বিয়ান তারকা। সেই লক্ষ্যে প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারেকে নিজের কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মারের অধীনেই আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে ৩৭ বছরের তারকাকে। পয়া অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে নোভাক বলেছেন, 'এই বছর আগের থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স করব। আমি টেনিস ভালোবাসি এবং এখনও খেলাটাকে উপভোগ করছি। তরুণ টেনিস খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াই করতে তৈরি রয়েছি।' কেরিয়ারে মোট ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। তারমধ্যে দশটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এবার সেই সংখ্যাটা বাড়ে কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে আলোচনায় নোভাক জকোভিচ।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রণয়

কুয়ালালামপুর, ৮ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দুই ভারতীয় শাটলার এইচএস প্রণয় ও মালবিকা বানসোদ। প্রণয় প্রথম রাউন্ডে ২১-১২, ১৭-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারালেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়াংকে। ছাদ চুইয়ে জল পড়ার কারণে ম্যাচ বন্ধ ছিল বেশ কিছুক্ষণ। মালবিকা মাত্র ৪৫ মিনিটে ২১-১৫, ২১-১৬ পয়েন্টে গোহ জিন উইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে তানিশা কাস্ত্রো-ধ্রুব কপিলা এবং পুরুষদের ডাবলসে সতীশ কুমার করুনাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ সুপার ১০০০ মিটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তানিশা-ধ্রুব ২১-১৩, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সুঙ্গ হিউন কো-হাই ওন ইওমকে। সতীশ-আদ্য স্বদেশীয় আশহিত সূর্য-আমরুথা প্রমুখেশকে ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

লিগ কাপে হার আর্সেনালের

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : ইংলিশ লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হারল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে তারা ২-০ গোলে পরাজিত হয় নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন আলেকজান্ডার আইজ্যাক ও অ্যান্টোনি গর্ডন। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন আলেকজান্ডার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫১ মিনিটে অ্যান্টোনি গর্ডন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'ম্যাচটায় দুই দলই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। তবে নিউক্যাসল গোলের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েছে। আমরা সেটা পারিনি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'নিউক্যাসল ভালো দল। ওদের বিরুদ্ধে জিততে গেলে আমাদেরকে আরও উন্নতি করতে হবে।'

ভবানীপুর ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দল।

বাংলা দলকে আর্থিক পুরস্কার ভবানীপুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধনা দিল ভবানীপুর ক্লাব। বুধবার ক্লাব তাঁবুতে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নরহরি শ্রেষ্ঠা, চাকু মান্ডিদের সম্মানিত করল তারা। এদিন ভবানীপুরের পক্ষ থেকে বাংলা দলকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'ট্রফি জয়ের সব কৃতিত্ব ছেলেদের। তবে ওদেরকে বলব নিজেদের খেলার দিকে ফোকাস রাখতে।' এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মোহনবাগান সভাপতি স্বপনসাধন বসু, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ প্রমুখ।

ছবি : ডি মণ্ডল

ফাইনালে রেনেসাঁ

বারবিশা, ৮ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল কোচবিহারের রেনেসাঁ একদশ। সেমিফাইনালে তারা ৪১ রানে হারিয়েছে অপু আঙ্কেল একদাশকে। রেনেসাঁ প্রথমে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অমিত কুমার ৩৩ রান করেন। বরুণ সিংয়ের শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। জবাবে অপু আঙ্কেল ১২.২ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। গুলফাম মালিক ১০ রানে ২ উইকেটে পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুন্ডা ও হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাব।

ক্যারাটেতে ৮ সোনা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : ১৩তম কলকাতা ক্যারাটে কাপ উত্তর ২৪ পরগনার দমদমে অনুষ্ঠিত হল। সেখানে আলিপুরদুয়ারের সপ্তপর্ণীজ ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকারা ৮টি সোনা, ৫টি রুপো এবং ৪টি ব্রোঞ্জ জিতেছে।

মোহনবাগানে সই শিলিগুড়ির পাসাংয়ের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : মোহনবাগান রিজার্ভ দলে সই করেছেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং। সদ্যসমাপ্ত ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপে সবুজ-মেরুনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এইবছর কলকাতা লিগে কালীঘাটের হয়ে দারুণ ফুটবল উপহার দিয়ে ছিলেন শহিদনগরের এই ছেলেটি। এছাড়া মার্শাল কিসকু ও শিবম মুন্ডাকে ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলে নিয়েছে মোহনবাগান। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের জন্য আলিপুরদুয়ারের সুজল লামাকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

সেরা বিজয়

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কিডস কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ১৪ রানে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। জংশনের ডিআরএম মাঠে প্রথমে ডুয়ার্স ১২ ওভারে ৭৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সৌম্যজিৎ কুণ্ডু ১৮ রান করেন। জবাবে বিজয় ৮ উইকেটে ৫৯ রানে আটকে যায়। নীলাদ্রি রায়ের অবদান ৫৭ রান। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার নীলাদ্রি, সেরা অলরাউন্ডার দেব বাসফোর।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় মূলচাঁদ সিং
(১৯৫০-২০২৪)
আমাদের পরমপ্রিয় মূলচাঁদ সিং গত ইংরেজি ২৮-১২-২০২৪ তারিখ দুপুর ০২-৫০ মিনিটে পার্থিব মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বর-লোকে যাত্রা করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে -
শোকাহত স্ত্রী - কবিতা সিং, ভাগ্যহীন পুত্র - জয়দীপ সিং ও শুভদীপ সিং, ভাগ্যহীনা পুত্রবধূ - বিদিশা দে সিং ও অনামিকা দাস এবং শোকাহত নাতি/নাতনি - দিব্যদীপ, দেবদীপ ও শ্রীনিকা।

Office of the
Garopara Gram Panchayat
P.O. Rajabhat T.E., Kalchini Dist : Alipurduar
Notice
E-NIT-09/GGP/E-Tender/2024-25 to 11/GGP/E-Tender/2024-25, Dated-07. 01. 2025 # Date of Published :- 08.01.2025, Time-09:00 hrs. # Period and time for download of Bidding Documents & Submission of Bids, From 08.01.2025, 08:00 hrs to 14.01.2025, 12:00 hrs. # Date and Time for Opening : on 16.01.2025 at 13.00 hrs. Other details may seen at Office Notice Board and www.etender.gov.in portal.
Pradhan, Garopara Gram Panchayat

"Sealed tender are invited by the Pradhan, Khairbari Gram Pachayat for tender ref NIT No.:-11 of 2024-25/SFC/KGP/MDT-BRP, Dated - 07-01-2025. Last date of application 22-01-2025 & last date of dropping Tender 22/01/2025 (Up to 3 PM.). Details will be found at Khairbari GP Office in all working days."

Notice Inviting E-Tender
Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for N.I.T. No-07/RGP/2024-2025, Date-08/01/2025. Details are available at the board of Rangalibazna Gram Panchayat GP office and www.wbtenders.gov.in portal.
Pradhan
Rangalibazna Gram Panchayat

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বামাচরণ মাটে - কে 14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66K 32218 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রতিটি এলাকায় বেশ কিছু কোটিপতি তৈরি করেছে যা মিডিয়া থেকে সুপরিচিত। আমি কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ ব্যায় করে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমার সময় পরিবর্তন হয়ে ভালো সময় এসেছে এবং আমি এখন একজন কোটিপতি হয়ে গেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

কোয়ার্টারে সূর্যনগর, মিলন

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল সূর্যনগর ক্লাব ও মিলন সংঘ। বুধবার প্রথম এলিমিনেটরে সূর্যনগর ৫ উইকেটে সুভাষপল্লি কালচারাল ইউনিটকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে সুভাষপল্লি টসে জিতে ২৫ ওভারে ১১৬ রানে অল আউট হয়। স্নেহাশিস সাহা ৬৬ ও প্রীতম কেউট ৩৭ রান করেন। সাগর রায় ৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সূর্যনগর ১৯. ৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। সৌরভ সরকার ৩৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অরবিন্দনগর মাঠে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে মিলন ৫৪ রানে বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে মিলন প্রথমে ৩৩.৪ ওভারে ২০৮ রানে গুটিয়ে যায়। আবির সরকার ৪৮ রান করেন। অরিজিৎ চক্রবর্তী ২৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বি বি ৩০.৫ ওভারে ১৫৪ অল আউট হয়। শুভ্রনীল দেব ২৮ রান করেন। মনোজ পাসওয়ান ২১ রানে নেন ৪ উইকেট।

নবীনের ক্রিকেট শুরু

মাদারিহাট, ৮ জানুয়ারি : মাদারিহাট ৪ নম্বর কলোনি নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ মাদারিহাট অপূর্ব সংঘ ১৫৯ রানে রাঙ্গালিবাজনা ইনভিজিবল ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তর খয়েরবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে প্রথমে অপূর্ব ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মানস রায় ১২৬ রান করেন। বিকাশ বার্লা ২ উইকেট নেন। জবাবে রাঙ্গালিবাজনা ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিত আলম ২৬ রান করেন। ধীরাজ রায় ৩ উইকেট নেন। বৃহস্পতিবার খেলবে কোচবিহার পিএইচ ইলেভেন ও টোটোপাড়া।

চ্যাম্পিয়ন আলিপুরদুয়ার-২

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষে কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল প্যারেড গ্রাউন্ডে। ফাইনালে আলিপুরদুয়ার-২ দল ৪৭-১৭ পয়েন্টে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ দলকে। আয়োজকদের তরফে সঞ্চয় ঘোষ ও প্রবীর দত্ত জানিয়েছেন, মোট ৩ টি দল অংশ নিয়েছিল।

অনুষ্কার ব্রোঞ্জ

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : রাঁচির মেঘা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৬৮তম স্কুল ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বালক এবং বালিকা ১৯ বছর বিভাগে ৪ x ১০০ মিটার রিলে ইভেন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করল বাংলার অ্যাথলিটরা। বাংলা দলকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিল বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি হাই স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা কর।